আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ

(মার্গাঙ্গ-দীপনী-নাম্নী ব্যাখ্যা সহ)।

ডাক্তার শ্রীবীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া

সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত

প্রকাশক

বি, এল, বড়ুয়া এণ্ড কোং

মিনার্ভা মেডিকেল হল,

সিলভার ষ্ট্রীট,

আকিয়াব।

২৪৬৪ বুদ্ধাব্দ, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ, ১৩২৮ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

উৎসর্গ।
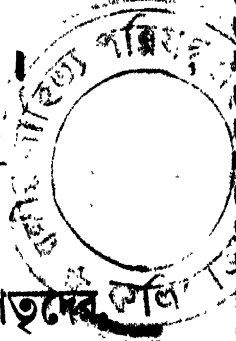
পরমারাধ্যতম ৺পিতৃদেব

পরমারাধ্যতমা মাতৃদেবী

এবং

পরম পূজ্যপাদ আচার্য্য দেবকে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ অর্পিত হইল।

একান্ত অনুগত সেবক—

শ্রীবীরেন্দ্র।

ভূমিকা।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

ভগবান বুদ্ধ নির্দ্দেশিত আর্য্য-অষ্টাঙ্গ-মার্গ নির্ব্বাণ লাভের একমাত্র উপায়। জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় দুঃখ নিরোধ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই মহান্ পন্থার যথার্থ পরিচয় ও বিশদ ব্যাখা প্রদানই বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সংক্ষেপতঃ 'কিলেসে মারেন্তা নিব্বানং গচ্ছন্তি এতেনাতি মগ্গো,'—এই ধর্ম্ম দ্বারা আত্মদৃষ্টি মূলক সমস্ত ক্লেশ বিনাশ করিতে করিতে অপায় (নরক) দুঃখ ও বর্ত্তদুঃখ নিরোধ পূর্ব্বক নির্ব্বাণ গমন করে বলিয়াই ইহার নাম মার্গ। এই গ্রন্থে সেই মার্গাঙ্গ সমূহের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়া ইহার অন্য নাম 'মার্গাঙ্গ দীপনী' রাখা হইল।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ লোকে জাতি, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু-দণ্ডে বিচলিত হইয়া সকল সম্পদ তৃণবৎ পরিবর্জ্জন করিয়া মহাভিনিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক অদম্য অধ্যবসায় সহকারে কঠোর তপস্যা দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যে মার্গ-ধর্ম্মের প্রচারে লোকে এক অভিনব শান্তিপূর্ণ নির্ব্বাণের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, যে ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে একদিন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বহুদিকে বহুবিধ উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল, যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক আজও বিপুল পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে, সেই সম্বন্ধে যথার্থভাবে যদি কিছু জানিতে হয়, তাহা হইলে নব লোকোত্তরও আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ ধর্ম্ম জানা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাহা 'বিনয়' 'সূত্র' ও 'অভিধর্ম্ম' এই ত্রিপিটক নামক গ্রন্থে মাগধী ভাষায় লিখিত আছে।

পিটক বলিলে মাগধী ভাষায় লিখিত বুদ্ধবচনকে বুঝায়। তাহাদের মধ্যে, বিনয় পিটককে 'আণাদেসনা'—"আজ্ঞাদেশনা„ সূত্রপিটককে 'বোহারদেসনা—"ব্যবহার দেশনা,, ও অভিধর্ম্ম পিটককে 'পরমত্থদেসনা'—"পরমার্থ দেশনা,, (১) বলা হয়।

কেননা ভগবান বিনয়পিটকে বহুলভাবে আজ্ঞা করিয়া বিনয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সূত্রপিটকে "ব্যবহার-কুশল ভগবান বহুল ভাবে ব্যবহারিক সত্য বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অভি ধর্ম্মপিটকে পরমার্থ কুশল ভগবান বহুল ভাবে পরমার্থ সত্যের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে আজ্ঞা-দেশনাযুক্ত বিনয় পিটকে অধিশীল শিক্ষা মূলক শীলস্কন্ধ। ইহা আদি কল্যাণপ্রদ শিক্ষায় পরিপূর্ণ বলিয়া আদি কল্যাণ। ব্যবহারিক সত্য দেশনায় সূত্র পিটককে অধিচিত্ত শিক্ষামূলক সমাধি স্কন্ধ। ইহা মধ্য কল্যাণপ্রদ শিক্ষায় পরিপূর্ণ বলিয়া মধ্য কল্যাণ। এবং পরমার্থ সত্য দেশনায় অভিধর্ম্ম পিটককে অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষামূলক প্রজ্ঞাস্কন্ধ। ইহা পরিণাম কল্যাণপ্রদ শিক্ষায় পরিপূর্ণ বলিয়া অন্ত কল্যাণ। তাহা কিরূপ?—অকুশল পক্ষে প্রাণী হত্যা, চুরি প্রভৃতি দুশ্চারিত কর্ম্ম সমূহ করিও না ইহা ভগবান বুদ্ধের আজ্ঞা।

হিন্দুজাতি, মুসলমান জাতি, খ্রীষ্টান জাতি, বৌদ্ধ জাতি এই সকল জাতি শব্দ ব্যবহারিক সত্য। কিন্তু পরমার্থ সত্য নহে। পরমার্থ সত্য কি? পরমার্থতঃ হিন্দু জাতি, মুসলমান জাতি, খ্রীষ্টান জাতি, বৌদ্ধ জাতি বলিয়া কিছু বিদ্যমান নাই। তাহা হইলে জাতি কি?—পরমার্থতঃ

---

(১) 'এত্থহি বিনয়পিটকং আণারহেণ ভগবতা আণাবাহুল্লতো দেসিতত্তা আণাদেসনা, সুত্তপিটকং বোহারকুসলেন ভগবতা বোহার বাহুল্লতো দেসিতত্তা বোহারদেসনা, অভিধম্মপিটকং পরমত্থকুসলেন ভগবতা পরমত্থ বাহুল্লতো দেসিতত্তা পরমত্থদেসনাতি বুচ্চতি।' বিনয় পিটককে 'বিসেসেন অধিসিলসিক্‌খা বুত্তা', সুত্ত-পিটককে 'অধিচিত্তসিক্‌খা', অভিধম্ম পিটককে 'অধিপঞ্ঞা সিক্‌খা'।

জাতি শব্দের অর্থ জন্ম বা উৎপত্তি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ও বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতিবিশেষের জন্ম নহে। তাহা হইলে এই জন্ম কাহার? ইহা 'রূপ' ও 'নাম' ধর্ম্মেরই জন্ম। তাহা কি?—'পৃথিবী' 'আপ' 'তেজ' ও 'বায়ু' এই চারিটি ধাতুই "রূপান্তর লক্ষণে" 'রূপ'। এবং বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই চারিটি রূপবিহীন মন ও মানসিক ধর্ম্মই "নমন লক্ষণে" 'নাম'। এই নামরূপ ধর্ম্মই স্বভাবতঃ স্ব স্ব লক্ষণে চিরকাল অনন্ত আকাশে স্থিত আছে বলিয়া ইহাদিগকে নাম-সংস্থিতি ও রূপসংস্থিতি বলিয়া বলা হয়। এই আটটি লোক-ধর্ম্ম। ইহাদের কোন স্রষ্টা নাই। কিন্তু লৌকিক স্বমার্গাবলম্বী মহাজনগণ এই সংস্থিতি ধর্ম্মদ্বয়কে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন।

তাহা এরূপ—* এই নাম-রূপ-ধর্ম্মের পরস্পর মিলনের নাম প্রতি-সন্ধি বা জন্ম। এইরূপে ধর্ম্মের সংস্থিতি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইহারাই সত্ত্বলোকের মূল উপাদান। এই উপাদান গুলিকে,—'নাম' ও 'রূপ' ধর্ম্মকে আমি আমার পরিকল্পনা করার নাম সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টি মূলক ক্লেশ। এই ক্লেশই মহা অকুশল বা মহাপাপ।

---

* 'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধি রেব চ।
অহঙ্কার ইতি য়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয় মিত স্ত্বন্যং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহোযয়েদং ধাৰ্য্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্ যোনিনী ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপ ধার।
অহং কৃতস্নস্য জগতঃ প্রভব প্রলয় স্তথা ॥' ৬

"ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার প্রকৃতি এই অষ্টরূপে বিভক্তা। হে মহাবাহো কিন্তু অপরা (নিকৃষ্টা); ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য একটি জীবস্বরূপ (চেতনাময়ী) আমার প্রকৃতি অবগত হও যে প্রকৃতি এ জগৎকে রক্ষা করিতেছে। সমুদায় ভূত এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা জানিও আমি প্রকৃতি সমেত জগতের উৎপত্তি ও লয়স্থান।" (আর্য্যমিশন গীতা ৭ মঃ—৪।৫।৬)

কারণ কি ?—'এই যে 'আমি' 'আমার' এই শব্দটি জাত বা উৎপন্ন হইল তাহা বিশ্লেষণ করা হইলে, 'আমি 'আমার' কিছুই বিদ্যমান থাকে না। কেবল মাত্র ব্যবহারিক শব্দ দুইটি থাকে,— আ+ম+ই='আমি', আ+ম+আ+র+অ='আমার' এখন পূর্ব্বোক্ত আ+ম্+ই='আমি', আ+ম্+আ+র্+অ,=আমার এই অক্ষর বা স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ গুলির প্রত্যেকটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি পরিকল্পিত ব্যবহারিক সত্য মাত্র। পরমার্থতঃ 'আমি' 'আমার' বলিবার কিছুই নাই। কেবল স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ গুলির সংযোগ মাত্র। এইরূপ দ্বিবিধ বর্ণের পরস্পর সন্ধি বা মিলন দ্বারা শব্দ জাত বা উৎপন্ন হইয়া ভাষার সৃষ্টি করে। সেইরূপ পৃথিবী, আপ, তেজ, ও বায়ু এই চারিটি ধাতুর মূল উপাদান রূপান্তরিত হইয়া কাষ্ঠ, বল্লী, তৃণ প্রভৃতি সৃষ্ট হয়। তৎদ্বারা আকাশ পরিবৃত হইয়া গৃহ নিৰ্ম্মিত হয়। পরমার্থতঃ গৃহ বলিয়া কিছুই নাই। সেইরূপ অস্থি, স্নায়ু, মাংস ইত্যাদি রূপ-জাত বস্তুর সমষ্টিতে দেহ বা শরীর উৎপন্ন হয়। পরমার্থতঃ দেহ বলিয়া কিছুই নাই। কেবল 'নাম' ও 'রূপ' ধৰ্ম্ম মাত্র আছে। তন্মধ্যে অনাত্মা নাম কারণ, অনিত্য রূপ কার্য্য। এই কারণ কার্য্যের সম্মিলনে উৎপন্ন জাতি, জরা, ব্যাধি ও মরণ দণ্ড প্রভৃতি আমার বলিয়া পরিকল্পিত অজ্ঞানতা বশতঃ আত্মদৃষ্টি মূলক জাতি, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দণ্ড রূপ দুঃখই একমাত্র দুঃখ সত্য। অনাত্মা নাম কারণ (আত্মতৃষ্ণাই) সমুদয়-সত্য। এই কারণ কার্য্য আমি নই আত্মা নহে এইরূপ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা পুনঃ পুনঃ বিদর্শন ভাবনার দ্বারা অনিত্য দর্শন, দুঃখ দর্শন, অনাত্ম দর্শন এই ত্রিবিধ বিদর্শন বিদ্যার সহিত ইহাতে আত্মনিমিত্ত নাই এই অর্থে 'অনিমিত্ত।' আত্মার বিদ্যমানতা নাই এই অর্থে 'শূন্যত্ব' এবং আমি

আমার বলিয়া প্রণিহিত হইবার অভাব এই অর্থে 'অপ্রণিহিত' এই ত্রিবিধ নির্ব্বাণই একমাত্র নিরোধ সত্য। সেই নাম-রূপ ধর্ম্মের উভয় অন্ত বর্জ্জন পূর্ব্বক মধ্য দেশে গমনের আত্মক্লেশ বিনাশক দুঃখ নিরোধের উপায় জ্ঞানকে আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা মার্গসত্য বলা হয়। দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য ও মার্গ সত্য এই চারিটি সত্যই বুদ্ধের ধর্ম্ম। তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত সত্য দুইটি স্বভাব-সত্য ও শেষোক্ত সত্য দুইটি পরমার্থ-সত্য। এইরূপে ব্যবহার সত্যকে ব্যবহার বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়ার নাম ব্যবহারিক দেশনা মূলক 'সূত্র পিটক।' পরমার্থ সত্যকে পরমার্থ বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়ার নাম পরমার্থ দেশনা মূলক 'অভিধর্ম্ম পিটক।' এই চারি সত্যকে অবিপরীত ভাবে দর্শন করার নাম সম্যক্ দৃষ্টি। এইরূপে ধর্ম্মের স্থিতি সম্যক্ রূপে জানিবার জ্ঞানই "ধর্ম্মাধিষ্ঠান দৃষ্টি মূলক বৌদ্ধ ধর্ম্ম।" যাঁহারা এই নাম রূপ ধর্ম্মের স্থিতিকে আত্মা, ঈশ্বর, সত্ত্ব ও পুদ্গলাদি কল্পনা করেন, তাঁহাদের দৃষ্টিকে "পুদ্গলাধিষ্ঠান দৃষ্টি মূলক মিথ্যা দৃষ্টি" নামে কথিত হয়। এই উপায়ে ভগবানের 'আজ্ঞা-দেশনা' 'ব্যবহার-দেশনা' ও 'পরমার্থ-দেশনা' নীতি সামান্য রূপে জানিতে পারিলে, পরে উহা পুনঃ পুনঃ ভাবিলে ও বাড়াইলে অনেক নীতি জ্ঞাত হইতে পারা যায়। ইহা পরমার্থ কুশল ভগবানের দেশনার অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা মূলক এই মার্গাঙ্গ দীপনী গ্রন্থের পূর্ব্বাভাষ-মাত্র।

আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে আমি আমার এক বন্ধুর সহিত আলাপ করিলে তিনি আমাকে বলেন, মহাশয় মহাত্মা গান্ধির সহযোগিতা বর্জ্জনের দিনে আপনি এই হুরাহুরিটা না করে দিন কথেক্ বাদে করিলেই ভাল হইত। 'আমি তাঁহাকে বলিলাম' মহাশয় এটা আপনার ভুল। ভগবান্ বুদ্ধই সহযোগিতা বর্জ্জনের আদি গুরু। তাঁহার ধর্ম্মে

যেরূপ সহযোগিতা বর্জ্জন নীতি আছে অন্য কোন ধর্ম্মে সেরূপ দেখা যায় না। হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ কিরূপে ঈশ্বরের সামীপ্য ইত্যাদি লাভ করা যায় সে সম্বন্ধীয় উপদেশে পরিপূর্ণ। সেইরূপ মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মেও সহযোগীতা শিক্ষা দিয়াছেন।' পরে তিনি বলিলেন তাহা কিরূপ?—'কর্ম্ম-ঋদ্ধি ও জ্ঞান-ঋদ্ধি নামে দুই প্রকার ঋদ্ধি আছে। তাহা ভগবান্ সম্যক্ রূপে জানিয়া প্রথমতঃ প্রাণী-হত্যাদি দুশ্চারিত কর্ম্ম সমূহ করিও না বলিয়া তাহাদের সহিত সহযোগিতাবর্জ্জন নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। তাহাদের দোষ কি? তাহারা দুর্লভ মনুষ্যত্বকে বিনাশ করিয়া উপায় বিহীন চারি অপায়ে পাতিত করে। ইহাই সেই কর্ম্ম ঋদ্ধির ফল। তৎপর এই নাম রূপসংস্থিতি-ধর্ম্মদ্বয়ের জাতি, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এই লক্ষণ বা স্বভাব ধর্ম্ম গুলিকে জানিয়া তাহাদের সহিত সহযোগিতাবর্জ্জন শিক্ষার জন্য সমাধি ও বিদর্শন ভাবনা জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন। পরে যাহারা এই নাম রূপ সংস্থিতি ধর্ম্ম দ্বয়কে 'ঈশ্বর', 'আত্মা', 'সত্ত্ব,' 'দেব,' 'ব্রহ্ম' ইত্যাদি কাল্পনিক ব্যবহারিক সত্যকে পরমার্থ সত্য বলিয়া জানিয়া আত্মবাদমূলক পৃথক আচরণ করে, তাহারা স্বমার্গ অবলম্বী লৌকিক মহাজন নামে পরিচিত হয়। সেই পৃথক্ জনগণের সহিত সহযোগিতাবর্জ্জন করিয়া অনাত্মবাদ-মূলক লোকোত্তর মার্গ চর্য্যা শিক্ষার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।' তাহাতে বন্ধু মহাশয় বাস্তবিক ভগবান্ বুদ্ধকেই সহযোগিতাবর্জ্জনের আদি গুরু স্বীকার করিয়া আমার এই কার্য্যে সন্তোষের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিলেন। ইহাই পরমার্থ কুশল ভগবানের জ্ঞান ঋদ্ধি।

'লোকত্থ-চরিয়ং, ঞাতত্থ-চরিয়ং, বুদ্ধত্থ-চরিয়ংন্তি তিসৃসো চরিয়ায়ো'; লোকার্থ-চর্য্যা, জ্ঞাতার্থ

চর্য্যা এবং বুদ্ধার্থ-চর্য্যা বলিয়া 'বুদ্ধ', 'পচ্চেক বুদ্ধ', আর্য্য 'শ্রাবক বুদ্ধ' গণের ত্রিবিধ চর্য্যা আছে। তাহাদের মধ্যে,—

'লোকত্থ-চরিয়ং', লোক-অর্থ-চর্য্যা। ইহার লৌকিক ব্যবহারিক অর্থ এই যে লোকের হিতাচরণ করা। কিন্তু পরমার্থতঃ লোক-অর্থ-চর্য্যা বলিলে,—'লুজ্জন পলুজ্জনট্ঠেন লোকো বুচ্চতি যথাবুত্তো তেভূমকা ধম্মা। যথাহ,— লুজ্জতি, পলুজ্জতি ভিক্খবে তস্মা লোকোতি বুচ্চতি।' কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিলোক বা ত্রি-ভৌমিক ধর্ম্ম সমূহের স্বভাব বা লক্ষণ এই যে ইহারা লুব্ধ হয়, প্রলুব্ধ হয় বা বিনাশ হয়। এই অর্থই লোকার্থ। অর্থাৎ লুব্ধ, প্রলুব্ধ, নষ্ট, বিনষ্ট হয় বলিয়া লোক নামে অভিহিত হয়। 'যে কেচি সমুদয়-ধম্মা সব্বন্তং নিরোধ-ধম্মাতি।' "যেই কিছু ধর্ম্ম উৎপন্নশীল তৎসমস্ত ধর্ম্মই ধ্বংসশীল। যদি বিনষ্ট হওয়াই একান্ত লোকের স্বভাব হয়, তাহা হইলে এই বিনষ্ট স্বভাবযুক্ত ত্রিলোকের মধ্যে সমুচ্ছেদ বিমুক্তি বা অনবশেষ নির্ব্বাণ কোথায়? লোকের মধ্যে সমুচ্ছেদ নির্ব্বাণ নাই। 'তদঙ্গ' ও 'বিক্খম্ভন' (বিষ্কম্ভণ) নির্ব্বাণ আছে; ঐরূপ বিমুক্তি বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ নহে। তাহা লৌকিক স্বমার্গাবলম্বী পৃথক্জনের নির্ব্বাণ। যেমন,—এই লোক নিত্য, আত্মা, ধ্রুব, শাশ্বত বলিয়া (পুথুজ্জন) পৃথকজনেরা মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করিয়া থাকে।" ইহা তাদৃশ লোক সংজ্ঞা নিবারণার্থ শ্রেষ্ঠ নীতি। কিন্তু সেই পৃথক-জনেরা ঐরূপ লুব্ধ, প্রলুব্ধ, বিনাশী লক্ষণ বা স্বভাবের সম্যক্ জ্ঞানাভাবে লোকের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাণ এই রূপ মিথ্যা দৃষ্টিমূলক পৃথক্ আচার গ্রহণ করিয়া, লোকোত্তর ধর্ম্ম নাই, বুদ্ধ নাস্তিক, উহা নাস্তিকের ধর্ম্ম, লোকোত্তর নির্ব্বাণই বিনাশ, এরূপ মিথ্যা-

বাদ দ্বারা বালজনেরা ত্রিসংসারের বর্ত্ত দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ হইতে দেয় না।

'লোকতো উত্তরতীতি লোকোত্তরং, মগ্‌গো-চিত্তং, ততো উত্তিন্নন্তি লোকোত্তরং ফল-চিত্তং; নিব্বানং পন, ইধ ন লভতীতি।' অর্থাৎ "কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিলোক হইতে উত্তীর্ণ হয় এই অর্থে লোকোত্তর মার্গ-চিত্ত, আবার তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইলে ফল-চিত্ত বলা হয়। কিন্তু নির্ব্বাণ এই স্থানে লাভ হয় না।" এইরূপে লোকের বিনাশ স্বভাব সর্ব্বতোভাবে জানিয়া ধীর, পণ্ডিত, নিপুণ, অর্থ কুশল চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জরা, মরণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য শীল, সমাধি, বিদর্শন এই ত্রিবিধ শিক্ষা দ্বারা লোক উত্তীর্ণ হইবার ফল স্বরূপ বোধি চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য সম্যক্ প্রযত্ন ও উদ্যমশীলতাকেই লোকার্থ চর্য্যা বলা হয়।

'ঞাতত্থচরিয়ং' "জ্ঞাত-অর্থ-চর্য্যা। ইহার লৌকিক ব্যবহারিক অর্থ জ্ঞাতিবর্গের হিতাচরণ। পরমার্থতঃ জ্ঞাত-অর্থ-চর্য্যা এই যে, যাঁহারা যথাকথিত শীলাদি ত্রিবিধ শিক্ষা দ্বারা লোক ও লোকোত্তর উভয়ার্থ জ্ঞাত হইয়া সম্যক্ সম্বুদ্ধ, 'পচ্চেক' বুদ্ধ ও শ্রাবক বুদ্ধ আর্য্য পূজ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের চর্য্যা (আচরণ) গুলি, আত্মদৃষ্টিমূলক লৌকিক স্বমার্গ অবলম্বী মহাজনগণের চর্য্যা ও মার্গ হইতে পৃথক চর্য্যা, পৃথক মার্গ। এইরূপ পৃথকত্ব জ্ঞাত হওয়াই জ্ঞাতার্থ। সেই জ্ঞাত অর্থযুক্ত অর্থ সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়া তুচ্ছ, হীন-গামী পৃথক্‌জন চর্য্যা, ভূমি, গোত্র, মার্গ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিব, এইরূপ বিবেক দ্বারা বিচার করতঃ যথাকথিত আর্য্যগণের শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই ত্রিবিধ শিক্ষা আচরণ করিয়া আত্মদৃষ্টিমূলক ক্লেশ অরিকে বিনাশ পূর্ব্বক জ্ঞাত, অর্হৎ আর্য্য হইবার জন্য বোধি চিত্তকে প্রবুদ্ধ করা জ্ঞাতার্থ চর্য্যা বলা হয়।

'বুদ্ধত্থ চরিয়ন্তি' "বুদ্ধ-অর্থ-চর্য্যা" বলিলে, বোধিসত্ত্ব লোকে জরা-দণ্ডে দণ্ডিত জরাজীর্ণ নিমিত্ত, ব্যাধিদণ্ডে দণ্ডিত ব্যাধিত নিমিত্ত, মরণদণ্ডে দণ্ডিত মৃত্যু নিমিত্ত, এবং এই তিন প্রকার দণ্ড হইতে মুক্তি ইচ্ছুক প্রব্রজিত ভিক্ষু-নিমিত্ত দর্শন করিয়া রাজা, ধন, সম্পদ, পুত্র, কলত্র সমস্ত পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়া শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা এই ত্রিবিধ কল্যাণ শাসনমূলক শিক্ষাচরণ পূর্ব্বক এই মার্গধর্ম্ম দ্বারা কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিলোকের উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গ লক্ষণ সম্যক্‌রূপে জানিয়া, বিদর্শন রূপ প্রজ্ঞাশস্ত্র দ্বারা আত্মবাদ মূলক ক্লেশ সমূহকে একবারে মূলচ্ছেদ করিতে করিতে, জাত্যাগ্নি, জরাগ্নি, রোগাগ্নি, শোকাগ্নি, মরণাগ্নি, পরিদেবাগ্নি, দুঃখাগ্নি, দৌর্ম্মণস্যাগ্নি, উপায়াসাগ্নি, রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি রূপ মহান্ অগ্নি-স্কন্ধ জ্বালাকে একবারে সমুচ্ছেদ নির্ব্বাণ করিয়া পরম বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাই বুদ্ধার্থ চর্য্যা। আমরাও শ্রাবক বোধি লাভের জন্য যথাকথিত ত্রিবিধ শিক্ষায় সম্যক্ আচরণ শীল হইব এবং উদ্যমশীল হইয়া মার্গফল ও নির্ব্বাণ লাভ করিব।

সেই অভিপ্রায় সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া এই গ্রন্থের সপ্তম মার্গাঙ্গের অঙ্গ চারিটী স্মৃতি-উপস্থান ভাবনা 'আনাপান দীপনী' নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইল। স্মৃতি-উপস্থান ভাবনার ফল বা উপকারিতা সম্বন্ধে "সতিপট্‌ঠান" (স্মৃতি উপস্থান নামক পালি গ্রন্থে) এইরূপ কথিত হইয়াছে।—

ভিক্ষুগণ! ইহ শাসনে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, উপাসক বা উপাসিকা যে কেহ সাত বৎসর ব্যাপিয়া এই চারিটি স্মৃতি-উপস্থান প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া যথা নির্দ্দেশিত ভাবনানুক্রমে অভ্যাস করিবেন, তিনি ইহ জন্মে অর্হৎ অথবা উপাদিশেষ (অপরিক্ষীণ) অনাগামী এই দুই প্রকার

ফলের মধ্যে যে কোন একটি ফল নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবেন। ভিক্ষুগণ! যাহারা তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞ তাঁহাদের মধ্যে কেহ সাত বৎসরের কথা দূরে থাকুক এই চারিটি স্মৃতি-উপস্থান ছয় বৎসর,...পাঁচ বৎসর,...চারি বৎসর,...তিন বৎসর,...দুই বৎসর,...এক বৎসর,...সাতমাস,...ছয়মাস, ...পাঁচমাস,...চারিমাস,...তিন মাস,...দুইমাস,...এক মাস,...এক পক্ষ, ...এমন কি সাত দিনও অভ্যাস করেন হে ভিক্ষুগণ! এই বুদ্ধ শাসনে তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, উপাসক, বা উপাসিকা যে কেহ, যথা কথিত নীতি অনুক্রমে এই চারিটি স্মৃতি-উপস্থান বিশুদ্ধি মার্গ অভ্যাস করেন তিনি ইহ জন্মেই অর্হৎ অথবা উপাদিশেষ অনাগামী এই দুইটি ফলের যে কোন একটি ফল নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবেন। আবার তীক্ষ্ণ-প্রজ্ঞ যোগী সম্বন্ধে অর্থ কথা গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, প্রাতেই কল্যাণ মিত্র (আচার্য্য) কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া স্বায়ং কালে তিনি মার্গ ফলাদি লাভ করিবেন, এবং স্বায়ং কালে উপদিষ্ট হইয়া প্রাতেই মার্গ ফল লাভ করিবেন। সেই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—হে ভিক্ষুগণ! সত্ত্বের বিশুদ্ধির জন্য, (হৃদয় সন্তাপভূত) শোক ও (বাক্য বিপ্রলাপ যুক্ত) পরিদেবন, সমতিক্রমণের জন্য, (অসহ্য কায়িক ও মানসিক) দুঃখ দৌর্ম্মনস্য অস্ত গমনের জন্য, আর্য্য মার্গের অধিগমের জন্য এবং চরম নির্ব্বাণ লাভের জন্য প্রবর্ত্তিত চারিটি স্মৃতি-উপস্থান এক অয়ন বা মার্গ। ইহাই তোমাদের একমাত্র পথ।

এই 'আনাপান' ভাবনার অনুকূলে অনেক প্রসঙ্গ স্মৃতি-উপস্থান অর্থ কথাগ্রন্থে বর্ণিত আছে। তাহা হইতে একটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিয়া এই ভূমিকায় সংযোজিত করিলাম। জন সাধারণের তৎ দৃষ্টান্ত অনুস্মরণ করা উচিত। কথিত আছে যে, একদা ত্রিশজন ভিক্ষু ভগবানের নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্য বিহারে বর্ষাবাস করিতেছিলেন।

তখন মহাস্থবিরভিক্ষু বৃন্দকে উপদেশ দিতেছেন—বন্ধু! রাত্রির তিনযাম পর্য্যন্ত শ্রমণ ধর্ম্ম করা উচিত। কেহ কাহারও নিকট আগমন করিবে না।” এই উপদেশ দিয়া সকলের সহিত বর্ষাবাস আরম্ভ করিলেন। সেই ভিক্ষুরাও শ্রমন ধর্ম্ম সম্পাদন করিয়া প্রত্যূষে অবস্থান করিলে পর একটি ব্যাঘ্র আসিয়া প্রতিদিন এক এক জন ভিক্ষুকে ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহই বলিল না যে আমাকে বাঘে ধরিয়াছে। এইরূপে বাঘ পনরজন ভিক্ষুকে খাইল। উপোসথদিবসে মহাস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন। ‘বন্ধু!’ অন্যান্য ভিক্ষুরা কোথায়? তখন তাহারা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। স্থবির বলিলেন যদি এখন হইতে বাঘ আসিয়া কাহাকেও আক্রমণ করে, পরস্পর পরস্পরকে বলা উচিত। তাহার পরে একজন যুবক ভিক্ষুকে বাঘে ধরিলে তিনি বলিলেন,—ভদন্ত! বাঘ আসিয়াছে। তাহা শুনিয়া ভিক্ষুরাও যষ্টি ও মশাল ইত্যাদি লইয়া তাহাকে মোচন করিবার জন্য অনুধাবন করিলেন। তখন বাঘ, ভিক্ষুদিগের অগম্যস্থানে আরোহণ করিয়া তাহার পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে খাইতে লাগিল। তখন অন্য ভিক্ষুরা, সেই যুবক ভিক্ষুকে উপদেশ দিতে লাগিলেন,—হে সৎপুরুষ! আমাদের অন্য কিছুই করিবার নাই। এইরূপ সঙ্কটাবস্থায় ভিক্ষুদিগের ভাবনা ব্যতীত কোন উপায় দেখা যায় না। সেই যুবক ভিক্ষু শায়িত অবস্থায়, সেই বেদনা সমূহ ‘বিক্খম্ভন’ (বিষ্কম্ভণ) করিয়া সংমর্ষণ আচারাদি বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র তাহার গুল্‌ফদেশ পর্য্যন্ত খাইলে তিনি স্রোতাপত্তি ফল, জানুদেশ পর্য্যন্ত খাইলে, সকৃদাগামী ফল, ও নাভি পর্য্যন্ত খাইলে অনাগামী ফল, লাভ করিলেন এবং হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিবার পূর্ব্বে প্রতিসম্ভিদার সহিত অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া এই উদানগাথা আবৃত্তি করিলেন,—

সীলবা বত-সম্পন্নো পঞ্ঞবা সুসমাহিতো।
মুহুত্তং পমাদ মন্বায়, ব্যগ্‌ঘো নো দুট্‌ঠমানসো।
পঞ্জরস্মিং গহেত্বান সিলায় উপরি কত্তা।
কামং খাদতু মং ব্যগ্‌ঘো, অট্‌ঠিয়া চ নহারুস্‌স চ।
কিলেসে খেপয়িস্‌সামি ফুসিস্‌সামি বিমুত্তিয়ন্তি ॥'

"শীলব্রত পূর্ণ প্রজ্ঞাসমাহিত
সে যোগীবরের প্রমাদ হেরিয়া,
মুহূর্ত্তের মধ্যে শার্দ্দূল আসিয়া
শিলামধ্যে নিল পঞ্জরে ধরিয়া;
খাইল শার্দ্দূল, অস্থি স্নায়ুসব
ভাবিয়া স্থবির কোন চিন্তা নাই,
ক্লেশ ধ্বংস করি মুহূর্ত্ত মাঝারে
লভিব বিমুক্তি এই সদা চাই।"

"বুদ্ধ জ্ঞানমনন্তং হি আকাশ বিপুল সমং
ক্ষপয়েত কল্প ভাষন্তং নচবুদ্ধ জ্ঞানক্ষয়ঃ।" (ললিত বিস্তর)।

"ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। যদি কেহ কল্পকাল ব্যাপিয়া তাঁহার জ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে কল্পের ক্ষয় হইবে বটে কিন্তু জ্ঞান বর্ণনার ক্ষয় হইবে না।" এরূপ অমিত জ্ঞানশালী মহাপুরুষের মার্গ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করা আমার ন্যায় হীন বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। তথাপি কতিপয় সহযোগী বন্ধুর পরামর্শানুসারে এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। বুদ্ধের মার্গধর্ম্মের ব্যাখ্যা অতি সুন্দরভাবে সাধারণের নিকট প্রকাশ করি সেইরূপ ভাষাজ্ঞান আমার নাই। তজ্জন্য মহানুভব পাঠক পাঠিকাগণ এই গ্রন্থের ভাষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি না করিয়া কেবল

ভাবের দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক আমার ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন। এবং গ্রন্থ পাঠের পূর্ব্বে দয়া করিয়া সমস্ত ভূমিকাটি পাঠ করিবেন। অন্যথা অনেক দুর্ব্বোধ্য বিষয়গুলি বুঝা কঠিন হইবে। "বৌদ্ধদর্শন সংক্ষিপ্ত ও অবিকৃত ভাবে সাধারণের নিকট উপস্থিত করাই আমার মুখ্যতম উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ-দর্শনের সম্যক্ আলোচনা ও আমার অন্যতম লক্ষ্য। তদনুসারে ভগবান বুদ্ধদেশিত আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ ধর্ম্মের অঙ্গ বিশেষের বিশদ ব্যাখ্যাযুক্ত "মার্গাঙ্গ দীপনী" রচিত হইল। ইহাতে যদি পাঠক পাঠিকাগণের কিছু-মাত্র উপকার হয়, তাহা হইলে সুদীর্ঘ কালের শ্রম সার্থক মনে করিব। মানুষমাত্রেই ভ্রমের অধীন; ইহাতে আমার ক্রটি, বিচ্যুতি, ভুল ও ভ্রান্তি দৃষ্ট হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে তাহা পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। অর্থাভাবে "কায়গত-স্মৃতি-দীপনী" নামক আরও একখানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ করিতে পারিলাম না। উহাতে কেশ, লোম, ইত্যাদি শরীরের স্থূল-অংশ গ্রহণ করিয়া "সমাধিও বিদর্শন" ভাবনানীতি বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বারা জন সাধারণের কিছু উপকারের ছায়াপাত দৃষ্ট হইলে ঐ গ্রন্থটিও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই গ্রন্থে উদ্দেশ ও নির্দ্দেশ ভেদে অঙ্গের পরিচ্ছেদ আছে বলিয়া স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ করা হয় নাই। কিন্তু উদ্দেশ ও নির্দ্দেশ নামক পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথমোক্তগুলি ভগবানের মূলবচন এবং শেষোক্তগুলি ব্যাখ্যা। বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও প্রথম সংস্করণে বর্ণাশুদ্ধি থাকে। পাঠক পাঠিকাগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন, ইতি।

তাং ২২শে মাঘ ১৩২৮ সাল।
"বোধিসত্ত্ব বিহার" গ্রাম বাকখালি,
পোষ্ট পটিয়া, চট্টগ্রাম।

"গ্রন্থকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থের উপাদান ব্রহ্মদেশের অগ্র মহাপণ্ডিত দার্শনিক প্রবর ত্রিপিটক শাস্ত্র বিশারদ শ্রীমৎ ডাক্তার লেডি ছেয়াদো ডি, লিট, মহোদয়ের নানা গ্রন্থ হইতে অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে। নিজস্ব ও কিছু আছে। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

এই কার্য্যের জন্য আমার শেষ কল্যাণ মিত্র সমাধি ও বিদর্শন কর্ম্ম স্থানের সুদক্ষ আচার্য্য, আকিয়ার সুইজাদি বিহারাধিপতি শ্রীমৎ-উত্তেজারাম মহাস্থবির মহোদয়, ইহার অনুবাদ ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন এবং কলিকাতা মহানগরিস্থ তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত হরিপদ চৌধূরী মহোদয়ের ব্যয়ে মুদ্রিত পদ্মাসন-যুক্ত তাঁহার প্রায় একহাজার চিত্র এইগ্রন্থে পদ্মাসন প্রদর্শনার্থ সংযোজিত করিবার জন্য, বিনামূল্যে প্রদান করিয়াছেন। আকিয়াবের বিখ্যাত ধনী হ্রে-গ-সু বিংবের পালি উপাধ্যায়, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীমৎ জ্ঞানোত্তর মহাস্থবির মহোদয় ইহার অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। আকিয়াব বঙ্গীয়বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি 'ধর্ম্মসংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমৎ-প্রজ্ঞালোক স্থবির মহোদয় ইহার স্থান বিশেষে অনুবাদের সাহায্য ও পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন। সেইজন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। সহযোগীদের মধ্যে আমার পরমবন্ধু সাতবাড়ীয়া নিবাসী শ্রদ্ধাবন্ত উপাসক শ্রীযুক্ত বাবু নিশিচন্দ্র বড়ুয়া সওদাগর মহাশয় আমাকে এইগ্রন্থ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশের জন্য একান্ত অনুরোধ ও প্রকাশার্থে উৎসাহিত করিয়া এককালীন অগ্রীম ২৫৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়া চির কৃতজ্ঞতাপাশে

আবদ্ধ করিয়াছেন। কলিকাতা বঙ্গীয় বৌদ্ধসমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি কর্ম্মবীর আচার্য্য শ্রীমৎ-কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় এইগ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করিয়া অত্যন্ত অনুগৃহীত ও বাধিত করিয়াছেন। তাঁহার এই করুণা ও সহৃদয়তা জীবনে ভুলিতে পারিব না। কলিকাতা বঙ্গীয় বৌদ্ধসমিতির সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অধ্যাপক ও পরীক্ষক শ্রমণ শ্রীমৎ-পূর্ণানন্দ স্বামী এম, আর, এ, এস, মহোদয় রুগ্নশয্যায় শায়িত হইয়াও এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ্ সংশোধন করিয়া অনুগৃহীত ও বাধিত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি, ইতিহাস এবং ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব বড়ুয়া এম্, এ, ডি, লিট (লণ্ডন) মহোদয় এইগ্রন্থ প্রকাশের জন্য ও ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য সুপরামর্শ দানে বাধিত করিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে তাঁহার সময়ের অভাব না ঘটিলে এবং আমার ও বিশেষ তাড়াতাড়ি না থাকিলে তিনি নিজেই আমার এই গ্রন্থকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সাধারণ্যে প্রচারের সমস্ত ভার-গ্রহণ করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি অধিকদিন কলিকাতায় থাকিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠিল না। আমরা তাঁহার দয়া ও সৌজন্যে অতিশয় মুগ্ধ। অত্যন্ত আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে সূত্রাভিধর্ম্ম বিনয়বিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া বিদ্যাবিনোদ মহোদয় তাঁহার সময়ের নিতান্ত অভাব সত্বেও কয়েকদিন তাঁহার অধ্যপনার কার্য্য বন্ধ করিয়া এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ্ দেখিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহার সহায়তালাভ করিতে না পারিলে এইগ্রন্থ প্রকাশ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। এমন কি কলিকাতা হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত।

সুতরাং তাঁহার করুণাপূর্ণ সাহানুভূতি চিরজীবনের জন্য বিস্মৃত হইতে পারিব না। আকিয়াব বঙ্গীয় বৌদ্ধসমিতির সম্পাদক আমার সুযোগ্য বন্ধু সাতবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শারদাচরণ বড়ুয়া সওদাগর, মাদার্সা নিবাসী আমার পরমবন্ধু স্বর্গীয় ৺নীলকুমার বড়ুয়ার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রলাল বড়ুয়া, ও ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরদাস বড়ুয়া প্রত্যেকে ১০৲ টাকা, ঠেগরপুনি নিবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরী ৫৲ টাকা অগ্রিম অর্থসাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ইতিপূর্ব্বে যেই সকল গ্রন্থকার বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন আমরা তাঁহাদের নিকট ন্যূনাধিক পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। সেইজন্য তাঁহাদিগকেও মনেপ্রাণে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

তাং ২২শে মাঘ ১৩২৮ সাল।
"বোধিসত্ত্ব বিহার," বাকথালি
পোষ্ট পটিয়া, চট্টগ্রাম।

শ্রীবীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া।

অরিয় অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো।

(১) সম্মাদিট্‌ঠি
(২) সম্মাসঙ্কপ্‌পো
(৩) সম্মাবাচা
(৪) সম্মাকম্মান্তো
(৫) সম্মাআজীবো
(৬) সম্মাবায়ামো
(৭) সম্মাসতি
(৮) সম্মাসমাধি।

মার্গাঙ্গ দীপনী।

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স।

বুদ্ধং ধম্মঞ্চ সংঘঞ্চ বিপ্পসন্নেন চেতসা,

বন্দিত্বাহং পবক্‌খামি অরিয়-মগ্‌গ-দেসনং।

আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নকে বিপ্রসন্নচিত্তে, শ্রদ্ধাভরে বন্দনা করিয়া আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ-ধর্ম্ম দেশনা বর্ণনা করিব।

তথাগত ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ, পরম শান্তি পদ নির্ব্বাণ গমনের, চরম মুক্তি লাভের যে ঋজুপথ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ নামে অভিহিত হয়। নিম্নে আমরা তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ ও ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। সাধুগণ অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন,—

(১) সম্মা দিট্‌ঠি—সম্যক্ দৃষ্টি।

(২) সম্মা সঙ্কপ্‌পো—সম্যক্ সঙ্কল্প।

(৩) সম্মা বাচা—সম্যক্ বাক্য।

(৪) সম্মা কম্মান্তো—সম্যক্ কর্ম্মান্ত।

(৫) সম্মা আজীবো—সম্যক্ আজীব।

(৬) সম্মা বায়ামো—সম্যক্ ব্যায়াম।

(৭) সম্মা সতি—সম্যক্ স্মৃতি।

(৮) সম্মা সমাধি—সম্যক্ সমাধি।

তন্মধ্যে সম্যক্-দৃষ্টি-মার্গাঙ্গ তিন প্রকার, যথা :—

(১) কম্মসসকতা সম্মাদিট্ঠি—কর্ম্মস্বকীয়ত্ব-বিষয়ক সম্যক্ দৃষ্টি।

(২) চতুসচ্চ-সম্মাদিট্ঠি—চারিসত্য বিষয়ক সম্যক্ দৃষ্টি।

(৩) দসবত্থুকা সম্মাদিট্ঠি—দশবস্তু বিষয়ক সম্যক্ দৃষ্টি।

কর্ম্মের স্বকীয়ত্ব বিষয়ক সম্যক্ দৃষ্টি উদ্দেশ।[১]

(ক) সব্বে সত্তা কম্মসসকা—সর্ব্বসত্ত্বের কর্ম্মই স্বকীয় বা আপন।

(খ) সব্বে সত্তা কম্মদায়াদা—সর্ব্ব সত্ত্ব কর্ম্মেরই দায়াদ।

(গ) সব্বে সত্তা কম্মযোনী—সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্মই যোনী।

(ঘ) সব্বে সত্তা কম্মবন্ধু—সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্মই বন্ধু।

য়ং কম্মং করিস্সন্তি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দায়াদা ভবিস্সন্তি। অর্থাৎ—কল্যাণ বা পাপ যেরূপ কর্ম্ম করিবে তাহার দায়াদ বা উত্তরাধিকারী হইবে।

কর্ম্মের স্বকীয়ত্ব বিষয়ক সম্যক্ দৃষ্টি নির্দ্দেশ।

এখন ভগবদ্বাক্য সমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করা যাইতেছে,—

(১) 'কম্মসসকতা সম্মাদিট্ঠি'—কর্ম্মের স্বকীয়তা বিষয়ক

(১) 'কম্মসসকতা—কম্মমেব সকং এতেসন্তি কম্মসসকা সত্তা, তব্ভাবো।' 'কর্ম্মই ইহাদের স্বকীয়, এই অর্থে কর্ম্ম-স্বক অর্থাৎ সত্ত্ব, তাহার ভাব কর্ম্মেরস্বকতা।"

সম্যক্ দৃষ্টি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কুশলাকুশল কর্ম্মই সত্ত্বদিগের আপন। অর্থাৎ—ঘূর্ণায়মান সংসারচক্রে বহুকল্প ব্যাপী অনন্ত জন্মকৃত পাপ পুণ্য কর্ম্মই সকলের আপন। ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস-শীল বা শ্রদ্ধাবান হওয়ার নামই সম্যক্-দৃষ্টি।

(ক) 'সব্বে সত্তা কম্মস্‌সকা'—সর্ব্বসত্ত্বের কর্ম্মই আপন। অর্থাৎ—ইহলোকে প্রাণীর মধ্যে হাতী, ঘোড়া, গো, মহিষ ইত্যাদি এবং নির্জ্জীব বস্তুর মধ্যে রথ, ক্ষেত্র, প্রাসাদ, মণি, মুক্তা প্রভৃতি মানবের যাহা কিছু সম্পদ তৎসমস্তই কেবল ইহকালের জন্য। পরকালে ইহার কোনটিই তাহার সঙ্গী হয় না। যেমন, কোন হাওলাতী বস্তু পুনরায় বস্তু-স্বামীকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়, এই সমস্তও তদ্রূপ বলিয়া জানিতে হইবে।

স্বামী জীবিত অবস্থায় হাতী, ঘোড়া প্রভৃতির মৃত্যু হইলে, ঐ গুলি স্বামীর অধিকার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, স্বামীও অধিকার লাভে বঞ্চিত হয়। অথবা হাতী, ঘোড়া ইত্যাদির জীবিত অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হইলে স্বামীকেও হাতী ঘোড়া প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। এইরূপে দুই প্রকারে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। কারণ ইহা জাগতিক বিধান। এমতাবস্থায় ঐ গুলি একান্তই আমার বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে।

সর্ব্বসত্ত্বের কর্ম্মই আপন বলিবার কারণ এই যে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুচারিত কর্ম্ম তিন প্রকার এবং কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক দুশ্চারিত কর্ম্ম তিন প্রকার।

সুচারিত ও দুশ্চারিত ভেদে এই ছয় প্রকার কর্ম্মেরই সত্ত্বগণ যথার্থ স্বামী! কর্ম্মকেই স্বামীরূপে সত্ত্বগণ সঙ্গে লইয়া যায়। যেমন, আমার কোন একটি বস্ত্র আমার ইচ্ছানুসারে আমার সহিত নিতেও পারি বা রাখিয়া যাইতেও পারি, কিন্তু আমার মস্তকটি রাখিয়া কেবল শরীরটা নিয়া যাইতে পারি না। তদ্রূপ হাতী, ঘোড়াদি কোন সম্পদ সঙ্গে যায় না। কেবল সুচারিত, দুশ্চারিত-কর্ম্ম সমূহ ছায়ার ন্যায় অনুগমন করে। মস্তকের ন্যায় কর্ম্মকে ছাড়া যায় না। জীবগণ যখন নিদ্রিত থাকে তখন তাহাদের কোন কর্ম্ম থাকে না। জাগ্রত হইলে সু-চারিত অথবা দুশ্চারিত যে কোন কর্ম্ম করিয়া থাকে। কর্ম্ম অতীত ও বর্ত্তমান ভেদে দ্বিবিধ। যেমন কোন লোক শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও পাপাসক্ত হইয়া সুরাপানাদি অকুশল কর্ম্ম করিতে করিতে অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়ে। ইহা তাহার বর্ত্তমান জন্ম কৃত কর্ম্ম। সুপ্রবুদ্ধ নামক একজন কুষ্ঠ-রোগপিড়ীত দরিদ্র ভিখারী ছিল। সে বর্ত্তমান জন্মে শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধ-কথিত ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তি নামক প্রথম মার্গস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠী পুত্রের স্রোতাপত্তি প্রভৃতি চারি মার্গ ও ফলস্থান প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান জন্মে তাহার অকুশল কর্ম্ম হেতু মার্গ ফলাদি লাভ করার কথা দূরে থাকুক, বরং দরিদ্র হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। 'কম্মং সত্তে বিভাজতি

যদিদং হীনপ্পণীততায়াতি'—কর্ম্মই সত্ত্বদিগকে হীন ও প্রণীত ভাবে বিভাগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ সুকৃৎ দুষ্কৃত কর্ম্মই সত্ত্ব দিগকে শ্রেষ্ঠত্ব এবং হীনত্ব প্রাপ্ত করায়।

কায়িক বাচনিক ও মানসিক সুচারিত এবং দুশ্চারিত কুশলাকুশল কর্ম্ম সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিলোকস্থিত সত্ত্ব মাত্রই কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। কর্ম্ম ব্যতীত সত্ত্ব লোক থাকিতে পারে না। বর্ত্তমানে যেরূপ কর্ম্ম আছে অতীত কালেও সেইরূপ কর্ম্ম ছিল। সেইরূপ কর্ম্ম আছে বলিয়াই সত্ত্বগণ স্ব স্ব কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতেছে।

হিন্দু, মুসলমান; খ্রীষ্টান, প্রভৃতির ধর্ম্মমতে সমস্ত লোক ঈশ্বর-নির্ম্মিত। সেই জন্য তাহারা একেশ্বর বাদী হইয়া কেবল কর্ম্ম বাদীদিগকে নাস্তিক বলিয়া থাকে। সেইরূপ ঈশ্বর-বাদ বৌদ্ধদের গ্রহণের অযোগ্য। কারণ বৌদ্ধ মতে ঈশ্বর এই বাক্যটি 'সম্মুতিসচ্চ'—ব্যবহারিক সত্য, পরমার্থ সত্য নহে। পরমার্থতঃ লোকে ঈশ্বর বিদ্যমান নাই। সম্যক্-দৃষ্টি-জ্ঞান বিরহিত লৌকিক স্বমার্গ (আত্মদৃষ্টি) অবলম্বী মহাজনেরা বর্ত্তমান রূপ-সংস্থিতি বা শরীর, নাম-সংস্থিতি বা মন ও মানসিক ধর্ম্মদ্বয়কেই স্থাবর (নিত্য) ঈশ্বর বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহা ব্যর্থ জানিয়া—তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, তাদৃশ মিথ্যা-দর্শন-মূলক মিথ্যা বাদ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া কেবল কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফল—বিপাকে শ্রদ্ধাশীল হওয়াই উচিত। স্থাবর ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। সর্ব্ব সত্ত্বেরই কর্ম্মকে আপন

বলিয়া সম্যক্ দৃষ্টিযুক্ত আর্য্যগণের জ্ঞান-পথে বিচরণ করা উচিত। ইহ জন্মে হাতী ঘোড়া প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সম্পদ গুলি আপন না হইবার আরও কারণ এই যে, উহা অগ্নি, জল, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতির দ্বারা নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু সুচারিত কর্ম্মই একমাত্র সত্ত্ব দিগের আপন। যেহেতু উহা অগ্নি, জল, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতির দ্বারা নষ্ট হইতে পারে না। ভূচর, খেচর, জলচর প্রভৃতি নানা প্রকার যে সকল তির্য্যক্ সত্ত্ব আছে, তাহা-দের কেহ দীর্ঘায়ু, কেহ অল্পায়ু ; কেহ আবার জীবিকা অন্বেষণে শীঘ্র প্রচুর খাদ্য পায়, কেহ সারাদিন অন্বেষণ করিয়াও প্রচুর খাদ্যপায় না। উহা তাহাদের স্ব স্ব অতীত কর্ম্মেরই ফল। অতীতের কর্ম্মফলে বর্ত্তমান এই শরীর ও ভোগ সম্পদ লাভ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান জীবনে সুখে থাকিতে হইলে সুচারিত কর্ম্ম করা উচিত। কর্ম্ম বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে কর্ম্ম করা যায় না। এই হেতু দশ প্রকার দুশ্চারিত কর্ম্মেরও উল্লেখ করা যাইতেছে

(১) 'পাণাতিপাত'—প্রাণী-হত্যা। মনুষ্য বা তীর্য্যকাদি যে কোন প্রাণী বধ করা।

(২) 'অদিন্নাদান'—অদত্তাদান বা চুরিকরা।

(৩) 'কামেসু মিচ্ছাচার'—মিথ্যা কামাচার বা পরস্ত্রী-গমনাদি ব্যাভিচার করা।

(৪) 'মুসাবাদ'—মৃষাবাদ বা মিথ্যা কথা বলা।

(৫) 'পিসুনবাচা'—পিশুন বাক্য বা ভেদবাক্য বলা।

(৬) 'ফরুস বাচা'—রূঢ় বাক্য বা গালি, নিন্দা, প্রভৃতি মনঃপীড়া দায়ক বাক্য প্রয়োগ।

(৭) সম্‌প্‌পলাপ'—সম্প্রলাপ বা নিরর্থক কথা বলা।

(৮) 'অভিজ্ঝা'—অভিধ্যা বা পরদ্রব্যে লোভ করা।

(৯) 'ব্যাপাদ্ব'—ব্যাপাদ বা মানসিক হিংসা করা।

(১০) 'মিচ্ছাদিট্‌ঠি'—মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ কর্ম্ম ও কর্ম্ম ফলে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা।

এই দশপ্রকার দুশ্চরিত কর্ম্ম। ইহাই মহা অকুশল বা মহাপাপ। দুশ্চরিত, অকুশল, বা পাপ অর্থতঃ এক। এইরূপে দশপ্রকার দুশ্চাবিত কর্ম্মে, দুশ্চারিত কর্ম্মজ্ঞান। এই দশবিধ দুশ্চারিত কর্ম্ম কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রাণীবধ, চুরি, ব্যভিচার এই ত্রিবিধ দুশ্চারিত-কর্ম্ম, কায়দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া উহা কায়িক দুশ্চারিত। মিথ্যা-বাক্য, পিশুন-বাক্য, কর্কশ-বাক্য ও নিরর্থক বাক্য এই চারি-প্রকার দুশ্চারিত কর্ম্ম, বাক্যদ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া, উহা বাচনিক দুশ্চারিত এবং লোভ, হিংসা ও নাস্তিকতা এই তিনপ্রকার দুশ্চারিত কর্ম্ম, মনদ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া, উহা মনোদুশ্চারিত কর্ম্ম নামে কথিত হয়। কায়, বাক্য ও মন দ্বারা উৎপন্ন এই দশবিধ দুশ্চারিত কর্ম্মই এস্থলে অভিপ্রেত। নিম্নে এই সকল কর্ম্মের উৎপত্তির হেতু প্রদর্শিত হইতেছে ঃ—

'সব্বেসত্তা আহারট্‌ঠিতিকা' "সর্ব্বসত্ত্ব আহারে স্থিত।" আহার ব্যতীরেকে কোন জীবই বাঁচিতে পারে না। সকলেই

ইহজগতে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য উপযুক্ততা অনুসারে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, রাজকার্য্য ও শ্রমিকের কর্ম্ম প্রভৃতি করিতে বাধ্য হয়। ইহাও কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই তিনপ্রকার কর্ম্মেরই অন্তর্গত। কারণ ঐ তিন প্রকার কর্ম্মব্যতীত অন্য কর্ম্ম নাই। যাহারা উপরোক্ত দুশ্চারিত কর্ম্ম সকলকে দুশ্চারিত কর্ম্ম জানিয়া উহা বর্জ্জন পূর্ব্বক স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদিগকে সম্যক্ আজীবযুক্ত (আজীব বান) সুচারিত কর্ম্মী বা সুশীল বলা হয়। আর যাহারা তাহার সাহায্যে অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত দশবিধ অসদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদিগকে মিথ্যাআজীবযুক্ত (মিথ্যাজীবী বা অসদুপায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহকারী) দুশ্চারিত কর্ম্মাসক্ত বা দুঃশীল বলা হয়। এই রূপে কায়, বাক্য ও মন-দ্বার ভেদে সুচারিত কর্ম্ম তিন প্রকার ও তদ্বিপরীত ভাবে দুশ্চারিত কর্ম্ম তিন প্রকার। এইরূপে সুচারিত দুশ্চারিত ভেদে বিভক্ত করিতে গেলে কায়-দ্বার একটীই ষড়বিধ কর্ম্মের উৎপত্তি স্থান এবং ইহাই বর্ত্তমানে কর্ম্মনামে অভিহিত হয়।

জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া, ছেলেবেলা হইতে লোককে বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়, শিক্ষিত হইলে যথাযুক্ত শিক্ষানবীশী প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, চাকুরী ইত্যাদির দ্বারা জীবিকার জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। এইরূপ অর্থ উপার্জ্জন করা বর্ত্তমান জন্মেরই কর্ম্মফল। ইহজীবনে সুচারিত কর্ম্ম না করিলে

অতীতের কর্ম্ম ভাল থাকিলেও সুখফল পাইতে পারে না। ইহজন্মে এইরূপ কর্ম্মজ্ঞান বিহীন হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে অর্থ সম্পদ পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যাইত তাহা হইলে লেখাপড়া, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও চাকুরী প্রভৃতি কর্ম্ম শিক্ষার কোন প্রয়োজনই হইত না। সেই জন্য লেখাপড়া প্রভৃতি বর্ত্তমান জন্মের কৃতকর্ম্ম। উহা ঈশ্বরদত্ত নহে। সুতরাং স্বীয় স্বীয় কৃতকর্ম্মলব্ধ বস্তুকে ঈশ্বর-দত্ত বলিয়া কাল্পনিক বিশ্বাস করিয়া "কর্ম্মের অস্তিত্ব স্থলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাকে বুদ্ধ শাসনে মিথ্যাদৃষ্টি বলে।" কেননা বর্ত্তমান টাকা পয়সা প্রভৃতি যত ধন সম্পদ আছে, বাস্তবিক তাহা ঈশ্বর-দত্ত নহে। শ্রেষ্ঠী, রাজা, মহারাজাদির সুখ ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সম্পদও আপন আপন সুকৃত বা সুচারিত কর্ম্মজাত সুফল। মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, শক্রত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি জন্মও ঈশ্বর-দত্ত নহে। ইহাও সুচারিত কর্ম্মজাত বা কর্ম্মদত্ত বিপাক। সুতরাং এই সমস্তের কোনটাই ঈশ্বর-দত্ত বলা যাইতে পারে না। উপরে সংক্ষেপে আমরা বর্ত্তমান কর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছি। এখন আমরা অতীত এবং অনাগত কর্ম্মের বিশ্লেষণ করিয়া তাহা সরলভাবে বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

অতীতের কর্ম্ম বলিলে জন্মান্তরীণ সুকৃত কর্ম্ম বা বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ এই ত্রিরত্নকে অভিবাদন, দান, শীল, সমাধি ও বিদর্শনভাবনাদি কুশল কর্ম্মকে বুঝায়। ইহ জন্মে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তথা কথিত দশ দুশ্চারিত কর্ম্মপথ বর্জ্জন করতঃ,

দানাদি কুশল অর্জ্জন করিলে তৎ প্রভাবে ভবক্ষয়ে—মৃত্যুর পর ফল স্বরূপ মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, শক্রত্ব ও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইস্থানে বিষয়টিকে উপমার দ্বারা আরও একটু স্পষ্ট করা যাইতেছে। বৃক্ষের জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে লোক কথার কথা মাত্র বলিয়া থাকে যে, বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি বা জন্ম হইয়াছে। বাস্তবিক উহা পরমার্থ সত্য নহে; ব্যবহারিক সত্য। অভিধর্ম্ম মতে বৃক্ষ ঋতুজ, কারণ আদিতে বৃক্ষ সমূহ ঋতু হইতে জন্মিয়া থাকে। ঋতু শীত ও উষ্ণ ভেদে দুই প্রকার। তেজ ধাতু (অগ্নি) হইতে বীজের উৎপত্তি হয়। সেই তেজ ধাতু পরমার্থতঃ দুই প্রকার,শীততেজ ও উষ্ণতেজ। তাহাদের মধ্যে পৃথিবী ধাতুর (মাটির) মধ্যে যে তেজ থাকে তাহাকে উষ্ণতেজ এবং আপধাতুর মধ্যে যে তেজ থাকে তাহাকে শীত তেজ বলে। সংবর্ত্ত কল্পে হ্রাসমান নীতির দ্বারা লোকধাতু, তেজ ধাতুর দ্বারা ধ্বংস হইবার পর, কোন বীজ অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু বিবর্ত্ত কল্পে বর্দ্ধনশীল নীতিদ্বারা লোক-ধাতু ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইবার সময় সেই উষ্ণ ও শীত তেজ-ধাতুদ্বয়ের অন্যূনাধিক সমন্বয়ে পুনঃ বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে কোন তেজাধিক্য হইলে বীজ নষ্ট হয়। কিন্তু তাহাদের অন্যূনাধিক সমান-সমবায় হইলে, বীজ নষ্ট না হইয়া বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সেই তেজধাতু বীজই প্রকৃত বীজ। উহা লৌকিক বিধান। সেই বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, ও

ফল হইতে পুনঃ বীজের সমাগম হয়। এইরূপ বীজ পরম্পরায় ইহাদের বংশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই নিয়মে জড় জগতের উৎপত্তির পরমার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সত্বলোকের উৎপত্তির পরমার্থ জানা উচিত।

মনুর্য্য, তির্য্যক্, দেব, ব্রহ্ম, ও নৈরয়িক—নরকস্থ—জীব প্রভৃতি নিখিল সত্বলোক দান, শীল, ভাবনা এবং প্রাণীহত্যা, চুরি ইত্যাদি কুশলাকুশল কর্ম্ম-সম্ভূত এবং এই দ্বিবিধ কর্ম্মেই স্থিত। সেই সকল কর্ম্মই সত্বদিগের বীজ। কিন্তু তৎসমস্ত কর্ম্মের কেহ স্রষ্টা নাই। ইহা স্বভাবতঃ চিরকাল স্থিত আছে। স্বভাবতঃ অর্থে এই স্থানে সেই সেই কর্ম্ম বীজেরই স্বভাব বুঝিতে হইবে। ইহাতে আত্ম কল্পনা-করা ব্যবহারিক সত্য।

অতীত কল্প ব্যাপী অতীত কর্ম্ম-ভব-সংসার, হইতে স্বকৃত কর্ম্ম বীজ দ্বারা পর পর কল্পে ভব-সংসারে, মনুষ্য, দেব, ব্রহ্ম, তির্য্যক্ ও নৈরয়িক সত্ব পরম্পরা উৎপন্ন হয়। দান-শীলাদি কুশল কর্ম্ম-বীজ দ্বারা মনুষ্য, দেব, ব্রহ্মের জন্ম হয়। প্রাণীহত্যা, চুরি ইত্যাদি অকুশল কর্ম্ম-বীজ দ্বারা নৈরয়িক, প্রেত, তির্য্যক্ ও অসুরকায় সত্বদিগের উৎপত্তি হয়। যেমন পুরাতন বৃক্ষ হইতে ফল-বীজ জাত হইয়া পুনর্ব্বার সেই পুরাতন বীজ হইতে নূতন বৃক্ষ সমূহ উৎপন্ন হয়, তেমন অতীত কর্ম্ম-বীজ হইতে পর-পর কর্ম্মবীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৃক্ষের মধ্যে কেবল মাত্র রূপ সংস্থিতি আছে বলিয়া অধিক ফল ও বীজ উৎপাদিত হয়। পুনরায় সেই ফল-বীজ হইতে অধিকতর বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সত্বলোকে

রূপ ও নাম এই উভয় সংস্থিতি আছে। কিন্তু রূপ-সংস্থিতি হইতে নাম-সংস্থিতি মহৎ—শ্রেষ্ঠ। নাম হইতে নামের একটি মাত্র সংস্থিতি হইতে পারে। সেই জন্য এক সত্ত্ব একাধিক বার জন্মগ্রহণ করিতে পারেনা। অতীতের কুশলাকুশল বহু কর্ম্ম-বীজ থাকিলেও নাম-সংস্থিতি থাকাতে একসঙ্গে এককর্ম্ম-বীজ এক জন্ম ভিন্ন বহুবার জন্মগ্রহণ করিতে পারেনা। তজ্জন্য ভগবান বলিয়াছেন,—"চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি, এক চেতনায় একপটিসন্ধী তি"। হে ভিক্ষুগণ! আমি চেতনা-কেই কর্ম্ম বলিতেছি। একটি চেতনা উৎপাদন দ্বারা একবার প্রতি সন্ধি (নাম রূপেব মিলন) ঘটে।

বৃক্ষের কেবল মাত্র রূপ-সংস্থিতি থাকাতে অনেক বীজ, অনেক বৃক্ষ হইতে পারে। নাম-সংস্থিতির সেইরূপ নিয়ম নাই। এই যে পৃথিবী, আপ, পর্ব্বত, সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল, অসংখ্য, অনন্ত নক্ষত্র রাজী প্রভৃতি রহিয়াছে উহারা সমস্ত ঋতুজ। এই চক্রবালের অভ্যন্তরস্থিত সমস্ত বস্তুই ঋতুজ বা ঋতু-বীজ হইতে উৎপন্ন। তৎসমস্ত ঈশ্বর-নির্ম্মিত নহে।

মনুষ্য ও তীর্য্যক্ ইত্যাদি নিখিল সত্ত্বলোকের অতীত কল্পে অতীত জন্মে তাহাদের স্ব স্ব কৃত অতীত কর্ম্ম-বীজ হইতে বর্ত্তমান নূতন ভব বা জন্ম হইতেছে। আবার বর্ত্তমান কর্ম্ম-বীজ হইতে ভবিষ্যৎ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। কিছুই ঈশ্বর-নির্ম্মত নহে। সেইরূপ অবিপরীত ভাবে যথাস্থিত ধর্ম্মের সংস্থিতি প্রকৃষ্ট রূপে জ্ঞাত হওয়ার নামই সম্যক্‌দৃষ্টি বা আর্য্যজ্ঞান। সমস্ত ঈশ্বর

নির্ম্মিত এরূপ বিপরীত মিথ্যা দর্শন-যুক্ত অনার্য্য, হীনগামী, তুচ্ছ—মার্গ ফলাদি লাভের আচার হইতে পৃথক্ জনের মিথ্যা দর্শন বৌদ্ধ শাসনে মিথ্যাদৃষ্টি নামে কথিত হয়।

এই বিষয়টি সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ঋতু হইতে ঋতু-জাত বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয়। এবং কর্ম্ম-বীজ হইতে নিখিল সত্ত্ব-লোক উৎপন্ন হইয়াছে। সমুদয় জড় ও প্রাণী জগতের এই প্রকার নীতি বা স্বভাব। এতদ্ ভিন্ন কিছুই ঈশ্বর নির্ম্মিত নহে। সেই জন্য সমস্ত ঈশ্বর-নির্ম্মিত এরূপ বিপরীত মিথ্যা ভ্রম ও বিচিকিৎসা পরিহার পূর্ব্বক আর্য্যজ্ঞান দ্বারা কুশলাকুশল কর্ম্ম শ্রদ্ধা করিয়া, ইহশাসনে বিমল শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল দ্বারা শ্রদ্ধা চিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ এই ত্রিরত্নকে অভি-বাদন, দান, শীল, সমাধি, ও বিদর্শন কর্ম্মস্থান ভাবনা ইত্যাদি কুশল কর্ম্ম ইহ জন্মে সম্পাদন করিবার জন্য, কায়িক ও মানসিক বীর্য্যবান হইয়া আর্য্যগণের সম্যক্ জ্ঞানে বিহার করা উচিত। কেননা, "সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্মই আপন" বলিয়া মহা কারুণিক ভগবান্ লোকজ্ঞবুদ্ধ ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন।

সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্মই স্বকীয় দেশনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

(খ) 'সব্বে সত্তা কম্মদায়াদা'—সর্ব্ব সত্ত্ব কর্ম্মের দায়াদ। সকল সত্ত্ব আপন আপন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃত কুশলাকুশল কর্ম্মের দায়াদ। অর্থাৎ—ঘূর্ণায়মান অনন্ত সংসার চক্রে বহুকল্প

ব্যাপী অনন্ত জন্মকৃত কুশলাকুশল কর্ম্মেরই উত্তরাধিকারী বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান।

সকল সত্ত্ব কর্ম্মেরই দায়াদ বলিবার কারণ এই যে,ইহলোকে যাহা আপন সম্পত্তি তাহার দায়াদ বা উত্তরাধিকারী স্বীয় স্বীয় পুত্র, পৌত্রগণ কেবল ইহ জন্মে কিছু কিছু ভোগ করিতে পারে। মৃত্যুর পর উহা কাহারও সঙ্গী হয় না, অপিচ অগ্নি, জল, চোর, ডাকাত প্রভৃতির দ্বারা নষ্ট হয়। অথবা নিজ নিজ ভোগে ব্যয়িত হয়। হয়তঃ মানুষ সম্পত্তিকে ত্যাগ করে, অথবা সম্পত্তি মানুষকে ত্যাগ করে। জগতে মানুষ কুশলাকুশল কর্ম্মেরই প্রকৃত দায়াদ। কর্ম্মই মৃত্যুর পর ছায়ার ন্যায় অনুগমন করে। কুশল কর্ম্মের দায়াদ হইলে সম্পত্তি ভোগ করিতে পারা যায়। নতুবা অগ্নি জল ইত্যাদির দ্বারা নষ্ট হয়; অথবা অকাল মৃত্যুর পর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। সুতরাং সত্ত্বগণ কর্ম্মেরই যথার্থ দায়াদ।

উপমা স্থলে বলা যাইতেছে যে, কোন এক তীর্য্যক্‌কেও সু-চিত্তে কিছু দান দিলে ভবিষ্যতে শত জন্ম ব্যাপিয়া তাহার ফল—বিপাক—লাভ হয়। মার্গ ফলাদি আচার হইতে পৃথক্ দুঃশীলকে দান দিলে সহস্র জন্ম, ও শীলবন্তকে দান দিলে শত সহস্র জন্ম ব্যাপিয়া ফল লাভ হইয়া থাকে। কুশল কর্ম্মই ঐরূপ ফল দিয়া থাকে। সামান্য একটি তির্য্যক্‌কে দান করিলে শত জন্ম ব্যাপিয়া সেই ফল ভোগে আসে; কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি সেইরূপ দীর্ঘ কাল ভোগ করা যাইতে পারে না। ইহা দানকুশল-কর্ম্ম

দায়াগু। শীলাদি অন্যান্য কর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে।

অকুশল কর্ম্মের দায়াদ হইলে—একটি তির্য্যক্‌ প্রাণী বধ করিলে কায়, বাক্য, মন প্রয়োগের তারতম্য হেতু ভবিষ্যতে এক হইতে দশ সহস্র জন্ম ব্যাপিয়া শিরচ্ছেদরূপ উপচ্ছেদ (অকাল) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। ইহা শিরচ্ছেদ কর্ম্মের দায়াগু। চুরি, মিথ্যা ইত্যাদি অন্যান্য অকুশল কর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ জানা উচিত।

একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ হইতে আর একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। যদি সেই বৃক্ষ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে, তাহার ফল-বীজের আর অন্ত থাকে না। সেইরূপ আম্র কাঁঠালাদি বীজের বিষয় বিচার করিলেও এক একটি বৃক্ষের বীজের অন্ত নাই। ঐরূপে কর্ম্ম-সন্তান বা সন্ততি-প্রবাহ অনন্ত। ঐ নিয়মে দান, শীল প্রভৃতি কুশল কর্ম্ম-বীজ ভবিষ্যৎ পরম্পরায় অনন্ত হইবে। সেই কুশল কর্ম্ম-বীজ ফল দান করিলে, বিপুল সম্পদ লাভ হয়। একটি বীজের আশ্রয় পরম্পরা যেমন শাখা, পত্র, ফুল, ফলাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তেমন কর্ম্মসন্তান বা সন্ততি-প্রবাহের অন্ত নাই। ঐরূপ একটি কর্ম্মাশ্রয়ে বহুকল্প ব্যাপিয়া ভবিষ্যতে অনেক জন্ম হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মই সত্ত্বের সহগামী হয়। তাহাদের মধ্যে যখন কুশল কর্ম্ম-বীজ অবসর পায়, তখন কুশল কর্ম্মই শুভ ফল প্রদান করে; এবং যখন অকুশল কর্ম্ম অবসর পায়, তখন অকুশল কর্ম্মই অশুভ ফল

প্রদান করে। অবশিষ্ট কুশলাকুশল কর্ম্ম যাবৎ অনুপাদিশেষ-নির্ব্বাণ লাভ না হয়, তাবৎ কাল সহগামী হয়, যখন অবসর পায় তখন ফল প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে স্বকৃত কুশলা-কুশল কর্ম্মই সত্ত্বদিগকে পরিত্যাগ করে না। মাতা পিতা হইতে প্রাপ্ত সকল সম্পদ ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু স্বকৃত কুশলা-কুশল কর্ম্মই ত্যাগ করিতে পারা যায় না। সেই নিমিত্ত "সর্ব্ব সত্ত্ব কর্ম্মেরই দায়াদ"—বলিয়া ভগবান্ বুদ্ধ ধর্ম্ম উপ-দেশ দিয়াছেন।

সর্ব্ব সত্ত্ব কর্ম্মেরই দায়াদ দেশনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

(গ) সব্বে সত্তা 'কম্মযোনী'—সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্মই যোনী (উৎপত্তির স্থান)। সকল সত্ত্বের নিজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃত কুশলা-কুশল কর্ম্মই যোনী। অর্থাৎ—ঘূর্ণায়মান অনন্ত সংসারচক্রে বহুকল্প ব্যাপী অনন্ত জন্মকৃত কুশলাকুশল কর্ম্মই যোনী বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান।

সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্ম যোনী বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অশ্বত্থ বৃক্ষ ইত্যাদি উৎপন্ন হইবার তিনটি কারণ বা হেতু আছে, সেই তিনটী হেতু সংযোগেই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে অসাধারণ কারণ বীজ বা হেতু। পৃথিবী ধাতু ও আপধাতু, এই দুইটি ধাতু সাধারণ কারণ বা প্রত্যয়। মনুষ্যেরা ধন উপার্জ্জনের জন্য কুলিকর্ম্ম করে, এই কর্ম্মই তাহাদের বর্ত্তমান কর্ম্ম। কুলির কার্য্যে প্রয়োজনীয় টুকরি, কুদাল ও বেতন দায়ক প্রভুর মধ্যে কুলির কর্ম্মই অসাধারণ কারণ, অন্য সকল সাধারণ

কারণ। এইরূপ হেতু ও প্রত্যয়। সেইরূপ মনুষ্য ও তির্য্যক্ প্রভৃতি সত্ত্বের জন্ম গ্রহণের কর্ম্ম-বীজ আছে। তন্মধ্যে দান, শীল ইত্যাদি কুশল কর্ম্ম-বীজ। এবং প্রাণী হত্যা, চুরি ইত্যাদি অকুশল কর্ম্ম-বীজ। সেই সেই কর্ম্ম-বীজই তাহাদের জন্ম হইবার অসাধারণ কারণ বা হেতু। ইহাও অশ্বত্থ বীজের সহিত উপমিত হয়। মাতা পিতার সংযোগ জনিত কর্ম্ম সাধারণ কারণ। অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবার সময় পৃথিবী ধাতু ও আপধাতু যেমন সাধারণ কারণ, সেইরূপ মাতা পিতাও সাধারণ কারণ। অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় সত্ত্ব লোক উৎপন্ন হইবার ঐরূপ যোনী। ইহা পরমার্থ। পরমার্থতঃ পৃথিবী ধাতু মাতা, আপধাতু পিতা, কর্ম্মই বীজ, অন্য সকল ব্যবহার। সেইজন্য কুশলাকুশল কর্ম্ম সকল ও জ্ঞান দ্বারা সম্যক্ দর্শন করিয়া, সকলেরই বর্ত্তমান ব্যবহারিক-সত্য-ধর্ম্ম হইতে পরমার্থ-সত্য-ধর্ম্ম বিশ্লেষণ পূর্ব্বক ইহ জন্মে যথাকথিত কুশল উপার্জ্জন করা উচিত্। অতীত জন্মে দান, শীল ভাবনাদি কুশল কর্ম্ম জ্ঞান-কৃত হেতু। এবং প্রাণী হত্যাদি অকুশল কর্ম্ম অজ্ঞান-কৃত হেতু। ইহারাই মূল হেতু। এতদ্ভিন্ন পরমার্থতঃ ঈশ্বর বলিয়া কোন হেতু নাই। সেইজন্য "সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্মই যোনী" বলিয়া ভগবান্ বুদ্ধ ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন।

সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্মযোনী দেশনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

(ঘ) 'সব্বে সত্তা কম্ম বন্ধু'—"সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্মই বন্ধু।"

সর্ব্ব সত্ত্বের বহুকল্প ব্যাপী অনন্ত জন্ম-কৃত স্বীয় স্বীয় কুশলাকুশল-কর্ম্মই বন্ধু। ঐ রূপ কর্ম্ম বন্ধু বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান।

সকল সত্ত্বের কর্ম্মই বন্ধু বলিবার কারণ এই যে ইহলোকে পরম উপকারিনী, স্নেহময়ী মাতা, স্নেহশীল পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, জ্ঞাতি, মিত্র, আচার্য্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি আত্মীয়বন্ধু আছেন। তাঁহারা সকলেই কেবল ইহজন্মে উপকার করিতে পারেন বলিয়া তাঁহারা বর্ত্তমান কালের বন্ধু। ইহ লোকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া পরলোক গমন কালে স্ব-কৃত কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক সুচারিত কুশলকর্ম্ম, যে কোন লোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলে পরম মিত্র, পরম সহায় রূপে উপকার করিয়া থাকে। অতএব ইহ জন্মকৃত যথাকথিত দানাদি কুশল কর্ম্মই একান্ত সহায়, একান্ত বন্ধু। মাতা পিতা প্রভৃতি কেবল বর্ত্তমান জন্মের ক্ষণকালের বন্ধু। সেই জন্য সকলেই কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুচারিত কর্ম্ম সমূহে সম্যক্ আচারশীল সম্পন্ন হইয়া কুশল কর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতে ইহ ও পর-লোকের একান্ত সহায়, একান্ত বন্ধু লাভ করুন। এইরূপে ভগবান্ বুদ্ধ "সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্মই বন্ধু" বলিয়া ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন।

সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্মই বন্ধু দেশনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

(৬) 'সব্বে সত্তা কম্ম পটি সরণা'—সর্ব্ব সত্ত্বের "কর্ম্মই প্রতি শরণ"—সর্ব্ব সত্ত্বের নিজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃত কুশলাকুশল-

কর্ম্মই শরণ বা আশ্রয় স্থান। অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান সংসার চক্রে অনন্ত জন্মকৃত কুশলাকুশল কর্ম্মই একমাত্র শরণ বা আশ্রয় স্থান বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান।

সকল সত্বের কর্ম্মই প্রতিশরণ বলিবার কারণ এই যে, সত্বলোকে—জীবজগতে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতির ভয় থাকাতে লোকে, দীর্ঘায়ু লাভ ও সুখে জীবন যাপন করিবার নিমিত্ত যে সকল শরণ গ্রহণ করে, তাহা এই,—ক্ষুধার ভয় হইলে আহারের শরণ, তৃষ্ণার ভয়ে জলের শরণ, চোরাদির ভয়ের জন্য অন্তর্গৃহের শরণ। পীড়ার ভয় হইলে ঔষধের শরণ, ও তদ্ব্যবস্থাপক সুদক্ষ ডাক্তারের শরণ, পীড়িতের পক্ষে ঔষধ ও ডাক্তার উভয় শরণ স্থান। শত্রুর ভয় নিবারণ কল্পে লাঠি, খোঁচ, প্রভৃতি শস্ত্রের শরণ, রাস্তায় গমন কালে জুতার শরণ, রৌদ্রে গমন কালে ছাতার শরণ, জলপথে জলযান শরণ, অঞ্জলি কর্ম্ম ও নানাপ্রকার পুজাদ্বারা দেব দেবীর শরণ। এইরূপে নানা ভয় নিবারণ কল্পে নানা শরণ স্থান আছে। এই সমস্তের দ্বারা তৎ তৎ ভয় দূরীভূত হয় বলিয়া এই সমস্তকেও শরণ স্থান বলা হয়। কিন্তু এই সমস্তের কোনটীই প্রকৃত শরণ নামের যোগ্য নহে।

ক্ষুধার ভয় আছে বলিয়াই জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত যেমন, লেখা, পড়া, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি জ্ঞান-কর্ম্মের শরণ লইতে হয়, তদ্রূপ পরলোকেও নরক ভয় আছে। তাহা নিবারণ করিবার জন্য দান, শীল, ভাবনাদি কুশল জ্ঞান-কর্ম্মের

শরণ একান্ত প্রয়োজন। অন্যথা ভবিষ্যতে সেই ভীষণ যন্ত্রণা দায়ক নরক ভয় উপস্থিত হইবে। তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য ও পরজন্মে মনুষ্য, দেব, ব্রহ্মাদি সুগতি ভূমিতে জন্মলাভের জন্য, দান, শীল, ভাবনাদি কুশল কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত। ইহ জন্মে কুশল কর্ম্মে জ্ঞান থাকিলে, এবং জ্ঞানানুরূপ কর্ম্ম করিলে বর্ত্তমান দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। সেই জন্য ভবিষ্যতে অপায় দুঃখ ও সংসারাবর্ত্ত দুঃখ-মুক্ত হইবার জন্য ইহজন্মে দানাদি কুশল কর্ম্মই একমাত্র প্রকৃত শরণ বা আশ্রয় বলিয়া "সর্ব্বসত্ত্বের কর্ম্মই প্রতিশরণ" এরূপ ভগবান্ বুদ্ধ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধদিগের শরণস্থান,—

(১) বুদ্ধের শরণ।

(২) ধর্ম্মের শরণ।

(৩) সংঘের শরণ।

(৪) যথাকথিত দানাদি সমুদয় কুশল কর্ম্মের শরণ। এই চারি প্রকার শরণই বৌদ্ধদিগের প্রকৃত শরণ।

রোগভয় নিবারণ করিতে হইলে যেমন ঃ—

(১) সুদক্ষ ভিষকের শরণ।

(২) ভৈষজ্যের শরণ।

(৩) সহকারী সুদক্ষ ভিষকের শরণ

(৪) রোগ উপশম হইবার জন্য যথার্থ নিদানজ্ঞান ও ব্যবস্থাদান জ্ঞান-কর্ম্মের শরণ।

ইহাদের মধ্যে সুদক্ষ ভিষক্ ও তৎ সহকারী ভিষকের প্রকৃত নিদানজ্ঞান ও ভৈষজ্যজ্ঞানরূপ ব্যবস্থা, এই উভয়জ্ঞান থাকিলে তাহাতে রোগের উপশম হয়। সেইজন্য এইগুলিও রোগীর শরণ স্থান। ভৈষজ্যদ্বারা রোগের আরোগ্য হয় বলিয়া ভৈষজ্যও রোগীর শরণস্থান। কিন্তু ইহা নিশ্চয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সুদক্ষ ভিষকের ও সহকারী ভিষকের প্রকৃত নিদান জ্ঞান ও ভৈষজ্যজ্ঞান না থাকিলে রোগীর রোগ উপশম হয় না। এই চারি প্রকার অঙ্গ রোগীর শরণ স্থান।

এই সত্ত্বলোকে কায়, বাক্য ও মন দুশ্চারিত ক্লেশদ্বারা ব্যাধিত সত্ত্বেরাও উল্লিখিত রোগী সদৃশ। তাহাদের সেই দুশ্চারিত ক্লেশরূপ ব্যাধি উপশমের জন্য,—

(১) বুদ্ধ ভগবান্ সুদক্ষ ভিষক্ সদৃশ

(২) ধর্ম্ম ভৈষজ্য সদৃশ।

(৩) সংঘ সহকারী সুদক্ষ ভিষক সদৃশ।

(৪) দান, শীল, সমাধি ও বিদর্শন কর্ম্মস্থান ভাবনাদি স্বকৃত কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুচারিত কুশল কর্ম্ম সেই রোগ নিবারণ জ্ঞান কর্ম্মের সদৃশ। বৌদ্ধদিগের পক্ষে বুদ্ধ শাসনে বর্ণিত এই চারি প্রকার শরণ। তাহা-দের মধ্যে দান শীলাদি কুশল কর্ম্ম ত্রিরত্নের শরণাশ্রয়ে শরণগ্রহণ করিতে হয়। শাসনের বাহিরে বৌদ্ধদের অন্য শরণ নাই।

দানাদি কুশল কর্ম্মের শরণ বুদ্ধশাসনের মধ্যেও আছে, এবং বুদ্ধ শাসনের বাহিরেও আছে। জগতে কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয় নাই। চক্রবাল বা লোক ধাতু অনন্ত। "সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্মই স্বকীয়" এইরূপ উপদেশ শাসনের মধ্যেও সর্ব্ব সত্ত্বের কর্ম্মই স্বকীয়। অনন্ত চক্রবালেও সর্ব্বসত্ত্বের কর্ম্মই স্বকীয় উপদেশ সংযুক্ত। বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ এই ত্রিশরণ অনন্ত চক্রবালে যায় না; তথাপি সেই অনন্ত চক্রবালেও সর্ব্বসত্ত্বের কর্ম্মই স্বকীয়। ইহা লোক ধাতু বা অনন্ত চক্রবাল সমূহের স্বভাব। সেই কারণ যথাকথিত চারিপ্রকার শরণই ইহ শাসনের অন্তর্ভূর্ত। শাসনের বাহিরেও যে সকল শরণ আছে তন্মধ্যে আহার দীর্ঘায়ু হইবার শরণস্থান, গৃহ উপবেশনাদি সুখে থাকিবার শরণ স্থান, জলযান জলপথে গমনের শরণ স্থান, পৃথিবী থাকিবার আশ্রয়রূপ শরণ স্থান, অগ্নি, অগ্নির কার্য্যের শরণ স্থান, বায়ু, বায়ুর কার্য্যের শরণ স্থান, এইরূপে আরও অনেক শরণ স্থান আছে।

বুদ্ধ শাসনের বাহিরে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষে স্থাবর (নিত্য) ঈশ্বর, আল্লা, গড্ প্রভৃতি নানা শরণ স্থান আছে। তাহাদের মধ্যে হিন্দুদের পক্ষে স্থাবর ঈশ্বর শরণ স্থান, খ্রীষ্টানদিগের স্থাবর গড্ শরণ স্থান, মুসলমানদের স্থাবর আল্লা শরণ স্থান, সেই ঈশ্বর, গড্ আল্লা, প্রভৃতি একার্থ বাচক, ব্যবহার ভেদে বিভিন্ন শব্দমাত্র।

স্থাবর ঈশ্বরের সামীপ্য লাভ, প্রভৃতি স্বর্গে ও পরকালে

সুখের ভরসা একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্ম ভিন্ন অন্য সকল ধর্ম্ম শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাহা এই,—

স্থাবর ঈশ্বর শরণকারিগণ বাস্তবিক প্রকৃত শরণ কাহাকে বলে তাহা জানে না। তাহাদের এরূপ বিশ্বাস যে, লোকে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য শরণ নাই। সেই জন্য তাহারা কেবল কর্ম্মবাদী দিগকে নাস্তিক বলিয়া থাকে। তাহারা বলে এই চক্রবালের উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গ, সমস্তই ঈশ্বর কৃত। ঈশ্বর সৃজন, পালন, ও সংহার কর্ত্তা; অর্থাৎ ঈশ্বরই সর্ব্বময় কর্ত্তা। ঐরূপ কল্পনা দ্বারা ঈশ্বরের পূজা ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর স্বীয় ঋদ্ধি বলে তাহাদিগকে স্বস্থানে নিয়া পরম সুখে রাখেন। এবং বলেন, ঈশ্বরই ঋদ্ধি শক্তি প্রভাবে ভালমন্দ শুভাশুভ ফল প্রদানে সমর্থ কেবল কর্ম্ম হইতে তদ্রূপ হয় না। এই নিয়মে কর্ম্মের স্থিতি হইতে ঈশ্বরের স্থিতি পরিকল্পনা করিয়া থাকে। অর্থাৎ যাহা করেন সব ঈশ্বরের ইচ্ছা।

যে সকল প্রাণী স্ব স্ব কৃত কর্ম্মাশ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, তাহাদের বিচার বুদ্ধিতে কর্ম্মের অস্তিত্ব বিশ্বাস বা স্বীকার না করা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? কর্ম্ম বলিলে ধর্ম্মীদিগের ধর্ম্ম শ্রবণ-কৃতকর্ম্ম, শ্রদ্ধা-কৃতকর্ম্ম, ও স্ব স্ব ধর্ম্মানুমোদিত ধর্ম্মাচরণ কৃতকর্ম্ম, বিশেষতঃ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা অন্য বিধর্ম্মীকে তাহাদের ধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান কালে (Baptise) জল সংস্কৃত করনান্তর যে

দীক্ষা প্রদান করিয়া থাকে তাহাই তাহাদের কৃতকর্ম্ম। এতদ্ ভিন্ন খ্রীষ্টান জাতীর মধ্যে দশ ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। বাইবলের মতে ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা (১)।

মুসলমান দিগের ধর্ম্মের নাম ইস্‌লাম ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ। আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণই তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে একমাত্র ঈশ্বর বাদ প্রকটিত হইয়াছে। সেই কোরাণ মতে ঈশ্বরের পাঁচটী আদেশ (২)

(১) একেশ্বর বিশ্বাস করিতে হইবে।

(২) প্রতিমা নির্ম্মাণ অথবা পূজা করিবে না।

(৩) ঈশ্বরের নাম বৃথা উচ্চারণ করিবে না।

(৪) সপ্তাহের মধ্যে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিবে।

(৫) পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে।

(৬) নরহত্যা করিবে না।

(৭) ব্যভিচার করিবে না।

(৮) পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না।

(৯) মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

(১০) প্রতিবাসীর সজীব ও নির্জীব বস্তুতে লোভ করিবে না।

(Old Testament, Exodus, Chapter xxI)

২। (১) স্থাবর ঈশ্বর বিশ্বাস কর, মহম্মদ এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচারকগণকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশিত দূতরূপে গ্রহণ কর।

(২) প্রার্থনা।

(৩) দানশীলতা।

(৪) তীর্থ পর্যাটন।

(৫) উপবাস ব্রত।

(The five pillars. Beauties of Islam by mohamad Surfraz-Husyan. Oari, chapter IV)

যাহা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং যাহা পঞ্চ স্তম্ভ বলিয়া কথিত হয়।

হিন্দুদিগের মধ্যেও শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, এই তিনটী ধর্ম্ম মতই প্রধান। তাঁহারা সকলেই একমাত্র পরমেশ্বর স্বীকার করেন এবং "বিশ্বের সমস্তই তাঁহার অংশ" এই জ্ঞানে অসংখ্য দেব দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। ইহা তাহাদের ঈশ্বর উদ্দেশ্য কর্ম্ম। এই ধর্ম্মের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রই প্রধান শাস্ত্র, সেই শাস্ত্র মতে তাহাদের কর্ম্ম (১)।

এখন সেই ঈশ্বরবাদী দিগের ধর্ম্মের আচরিত কর্ম্ম গুলিকেই কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ হইলে তাহারা কর্ম্মের শরণ বা আশ্রয়ে আশ্রিত। কেননা, যাহারা ইহজন্মে তাহাদের স্ব স্ব ঈশ্বর দেশিত ধর্ম্ম কর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে কুশল কর্ম্ম করে কেবল তাহাদিগকে ঈশ্বর স্বস্থানে লইয়া যান; অথবা ঈশ্বরের

(১) দেবার্চ্চনা কর্ম্ম, গঙ্গাস্নান কর্ম্ম, ব্রাহ্মণ ভোজন কর্ম্ম, তীর্থদর্শন কর্ম্ম, ও দানাদি অনুষ্ঠানই ইহার অঙ্গস্বরূপ।

'নহি কশ্চিত ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ।
কার্য্য তেহ্য বশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃপ্রকৃতিজৈগু´ণৈঃ।'

অর্থাৎ—"কর্ম্মত্যাগ করিয়া মনুষ্য ক্ষণকালও তিষ্টিতে পারে না। সে বিষয়ে মনুষ্যের কোন স্বাধীনতা নাই বা খাটে না। প্রকৃতিজগুণ, অর্থাৎ ইহা জাগতিক বিধান। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র মণ্ডলীকে আবহমান কালাবধি চালাইতেছে; মানববৃন্দকেও জাতিকুল মান নির্ব্বিশেষে সেই প্রকৃতিজগুণ বা ধর্ম্মই কর্ম্ম করাইয়া লইবে।" (গীতা, "পারের যাত্রী বা ভব খেলনার।" শ্রীপূর্ণানন্দ যোগাশ্রমী।)

সামীপ্যাদি লাভ হয়। আর যাহারা ঈশ্বর দেশিত ধর্ম্মের কর্ম্ম পদ্ধতির নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে ঈশ্বর স্বস্থানে নিতে পারেন না বলিয়া বিশ্বাসও তাহাদের আছে। তাহারা কর্ম্ম করিয়াও বিবেক বুদ্ধির অভাবে কর্ম্মই জীবগণের শরণ— আশ্রয় স্থান বলিয়া জানে না। সেই জন্য তাহাদের শরণ চারিপ্রকার তাহা এরূপ (১)।

এইরূপে বৌদ্ধদের ন্যায় ইহাদেরও চারিপ্রকার শরণ বা আশ্রয়ের স্থান আছে।

একদিকে ঈশ্বরে নাস্তিক ও কেবল কর্ম্মে আস্তিক "ধর্ম্মাধিষ্টান দৃষ্টি মূলক বৌদ্ধ ধর্ম্ম।" অপরদিকে ঈশ্বরে আস্তিক ও কেবল-কর্ম্মে নাস্তিক "পুদ্গলাধিষ্ঠান দৃষ্টি মূলক" অন্য সকল ধর্ম্ম। এই পরস্পর বিপরীত মত বাদীদের পূর্ব্বোক্ত উভয় ধর্ম্মের বর্ণিত চারি প্রকার শরণ স্থান একত্রে বিচার করিয়া দেখিলে সহজে উপলব্ধি হয় যে, তাহাদের ধর্ম্ম পুস্তক লেখকেরা ও প্রচারকেরা সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট নানা প্রকার শরণ আছে, ইহা বিচার না করিয়া কেবল-কর্ম্মের অস্তিত্ব স্থলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আরোপ করিয়া

---

(১) ঈশ্বর বাদীদের শরণ স্থান,—

(১) স্থাবর ঈশ্বর শরণ।
(২) ঈশ্বর দেশিত বাইবেল, কোরাণ ও বেদাদি ধর্ম্মের শরণ।
(৩) ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রধানাচার্য্যের বা স্ব স্ব ধর্ম্মাধ্যক্ষের শরণ।
(৪) ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি অনুরূপ কর্ম্মের শরণ।

একেশ্বর শরণ বা আশ্রয়ের স্থান পরিকল্পিত ঈশ্বর বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন যে লোকে, শুভাশুভ ফল-বিপাক, উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গ এবং সুখ দুঃখাদি সমস্ত ঈশ্বরের ঋদ্ধি দ্বারা হইয়াছে। ঈশ্বর ভিন্ন ইহা হইতে পারে না। কিন্তু সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এবং সুখ, দুঃখ ফল—বিপাকাদি সমস্তই যে কর্ম্ম দ্বারা হয়, ইহা তাহারা বিবেক দ্বারা বিচার করিয়া দেখেন না। "যদি প্রশ্ন করা হয় যে কোন দরিদ্র অর্থ অর্জ্জন করিয়া যখন ধনী হয়, তখন তাহা কি ঈশ্বর-দত্ত বা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিয়া পাইয়াছে? অথবা কোন চাকুরী, শিল্প, বাণিজ্যাদি করিয়া ধনী হইয়াছে? ঈশ্বর কে পূজা অথবা প্রার্থনা করিয়া অর্থ সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া লৌকিক নিয়ম নহে। ইহজন্মের কৃত কর্ম্ম দ্বারা উহা উপার্জ্জন করা যায়; ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।" সেই জন্য টাকা পয়সাদি অর্থ সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া ঈশ্বর-দত্ত বা ঐশ্বরীয় কর্ম্ম নহে। ইহা স্ব স্ব শক্তি সামর্থ্য চেষ্টা বলে ইহ জন্ম-কৃত কর্ম্ম-দত্ত সম্পদ। ঈশ্বরের টাকা পয়সা দিবার ঋদ্ধি নাই। বর্ত্তমান কর্ম্মে উহা দিবার ঋদ্ধি আছে। যদি টাকা পয়সা দিবার ঋদ্ধি ঈশ্বরের থাকিত; তাহা হইলে বর্ত্তমান জন্মে চাকুরী ইত্যাদি কোন কর্ম্মই করিতে হইত না। যদি ঈশ্বর-দত্ত টাকা পয়সাই মনুষ্যের সুখের কারণ হইত, তাহা হইলে কেবল কর্ম্ম বাদীরা বাণিজ্যাদি করিয়া টাকা পয়সা প্রাপ্ত হইত না, এবং ঈশ্বরবাদীরাও বিনা কর্ম্মে টাকা পয়সা পাইবার অধিকারী হইত। সুতরাং

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,—স্বীয় কৃতাকৃত কর্ম্ম প্রভাবেই যাবতীয় সম্পদের অধিকারী হইতে পারা যায়, অন্যথা নহে। সেই নিমিত্ত ঐশ্বর্য্য, সুখ সম্পদ বা দুঃখ প্রভৃতি কিছুই ঈশ্বর-দত্ত নহে। উহা বর্ত্তমান কর্ম্ম দত্ত ফল। সেই অভিপ্রায় সাধন কল্পে কর্ম্ম শিক্ষার পদ্ধতি আছে। সেইরূপে শিক্ষিত হইতে হইলে কর্ম্ম জ্ঞান আবশ্যক, তাহা জানা থাকিলে কর্ম্ম করিয়া সম্পদ লাভ হয়। ঈশ্বর বিশ্বাস, দ্বারা ঐরূপ কর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা লৌকিক নীতি নহে। এইরূপ সমস্ত লোকের হিত, সুখাদি বর্ত্তমান কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, ঈশ্বর-দত্ত নহে।

যাঁহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করেন তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস যে, একবার ঈশ্বরের নাম লইলেই সমস্ত অকুশল কর্ম্ম কৃত ফল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কিংবা রোগীর রোগ মুক্তি ঘটে কিন্তু এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হওয়া ভুল। এমন কি ঈশ্বর বিশ্বাসী কোন লোকের দদ্রু ইত্যাদি অতি ক্ষুদ্র চর্ম্ম রোগও ঈশ্বরের নাম স্মরণ দ্বারা মুক্ত হইতে দেখা যায় না। কেন না, ইহা পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্ম ফল বলিয়া মুক্ত হইতে পারে না; এরূপ স্থলে রোগমুক্ত হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা কি অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? ঈশ্বর বিশ্বাস দ্বারা দুই চারি আনা পয়সা প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না, ইহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সেই ঈশ্বর বিশ্বাসী লোকের মরণান্তে ঈশ্বরের সামীপ্য প্রভৃতি লাভ করাটা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? বর্ত্তমান জন্মে

যে ঈশ্বর দুই চারি আনা পয়সা দিতেও অসমর্থ মরণান্তে সেই ঈশ্বর কি প্রকারে অন্যকে স্ব স্থানে নিয়া সুখে রাখিতে পারিবে? এরূপ বিশ্বাস করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? ঈশ্বর উহা পারেন না বটে, কিন্তু ইহ জন্মের সুকৃত জ্ঞান কর্ম্মই তাহা দিতে পারে। তাহা কর্ম্ম-দত্ত, ঈশ্বর-দত্ত নহে। লোকের নিয়ম এই যে, বর্ত্তমান দৃশ্যমান সত্ব লোকে সুখ পাইবার ইচ্ছায় বর্ত্তমান জন্মে কর্ম্ম জ্ঞান শরণ একান্ত আবশ্যক। সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সুখফল প্রাপ্ত হইতেছে ইহা যেমন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; তেমন মরণান্তেও সুখ সম্পদ যুক্ত উর্দ্ধ ভবে জন্মগ্রহণ করিতে হইলে দানাদি কুশল কর্ম্মের দ্বারাই সম্ভব, ঈশ্বর বিশ্বাসে বা ঐশ্বরিক ক্ষমতায় নহে। যাহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না কেবল কর্ম্ম বিশ্বাস করে, তাহারাই সেইরূপ কুশল কর্ম্ম ইহ জন্মে সম্পাদন করিয়া ভবিষ্যতে সুখ সম্পদ যুক্ত উর্দ্ধভবে জন্ম লাভ করিতে পারে। সেই সুখ সম্পদ যুক্ত উর্দ্ধ ভব কি?—মনুষ্য, দেব, ব্রহ্ম ভূমিতেও শ্রেষ্ঠী বা ধনীকুলে, অথবা রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করা। সেইরূপ মনুষ্য সদৃশ পক্ষী জাতি আকাশোপরি ঋদ্ধিমান দেবতা শক্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি। সেইজন্য সর্ব্ব সত্বের কর্ম্মই প্রতিশরণ, বলিয়া ভগবান্ বুদ্ধ ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন।

প্রত্যেক সত্বেরই দুইটী স্কন্ধ যথা,—রূপস্কন্ধ ও নামস্কন্ধ। তন্মধ্যে মস্তক, হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিচয় রূপস্কন্ধ। এবং

মন ও মানসিক ধর্ম্মসমূহ নামস্কন্ধ। রূপস্কন্ধ এক এক জন্মে নূতন নূতন পরিচ্ছদ হইয়া বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু নামস্কন্ধ প্রত্যেক জন্মে অবিচ্ছিন্ন হইয়া জন্ম লাভ করে। দানাদি কুশল কর্ম্ম করিলে তাহা দ্বারা নাম সুগতি ভবে জন্ম হয়, অকুশল কর্ম্ম দ্বারা নাম দুর্গতি ভবে কুক্কুর ও কুক্কুটাদি জন্মে রূপকে গ্রহণ করে। এইরূপে অবিচ্ছেদ্য কর্ম্ম সন্ততির অন্ত নাই।

মার্গাঙ্গ দীপনী গ্রন্থে কর্ম্মের স্বকীয়তা বিষয়ক সম্যক্‌দৃষ্টি দেশনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত

২—দশ বস্তু বিষয়ক সম্যক্ দৃষ্টি নির্দ্দেশ।

'অত্থি দিন্নং, অত্থি য়িট্‌ঠং' অত্থি হুতং, অত্থি সুকুতদুক্কটানং কম্মানং ফলং বিপাকো, অত্থি মাতা, অত্থি পিতা, অত্থি সত্তা ওপপাতিকা, অত্থি অয়ং লোকো; অত্থি পরলোকো, অত্থি লোকে সমণ-ব্রাহ্মণা সম্মগ্‌গতা সম্মাপটিপন্না যে ইমঞ্চ লোকং, পরঞ্চ লোকং সয়ং অভিঞ্‌ঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেন্তি।'

(১) 'দিন্নং অত্থি'—দান আছে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ভিক্ষু, মনুষ্য, জীব, জন্তু, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে কোন সত্ত্বকে সুমনে কোন বস্তু দান করা এবং তাহাদের ভরণ, পোষণ, বা

পালন, রক্ষণ ইত্যাদি কর্ম্ম দ্বারা পর পর জন্মে সুখফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ সু কর্ম্ম ও সুফল লোকে নিশ্চিতই বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করা।

(২) 'যিট্ঠং অত্থি'—যজ্ঞ আছে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে শীলাদি আচরণ সম্পন্ন লোকদিগকে শ্রদ্ধার সহিত দান দেওয়ার ফলে, পর পর জন্মে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; এরূপ কর্ম্ম লোকে আছে বলিয়া অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করা।

(৩) 'হুতং অত্থি'—হুত বা হোম আছে;—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কোন উপঢৌকন বস্তু লইয়া গণ্য মান্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ করা, এবং আহ্বান ও প্রাহ্বান যোগ্য লোকদিগকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ, দান ও সেবা শুশ্রূষা করা প্রভৃতি কর্ম্মে পর পর জন্মে সুখফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ কর্ম্ম লোকে একান্তই আছে বলিয়া শ্রদ্ধা করা।

(৪) 'সুকতদুক্কটানং কম্মানং ফলং বিপাকো অত্থি'—সুকৃত দুষ্কৃত বা সুচারিত দুশ্চারিত কর্ম্ম সমূহের ফল ও বিপাক আছে;—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মনুষ্য, ও তির্য্যকাদি প্রাণীদিগকে হিংসা প্রভৃতি দুশ্চারিত কর্ম্ম দ্বারা, এবং তাহাতে বিরত হইয়া তাহাদিগকে অহিংসা, রক্ষা প্রভৃতি সুচারিত কর্ম্ম দ্বারা পর পর জন্মে সেই দুশ্চারিত ও সুচারিত কর্ম্মের মধ্যে দুশ্চারিত কর্ম্মমূলক ফল বা বিপাক দ্বারা পুনঃ দুশ্চারিত ফল বা বিপাক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ কর্ম্ম লোকে আছে বলিয়া শ্রদ্ধা করা।

(৫) 'মাতা অত্থি'—মাতা আছেন,—ইহ জন্মে মাতাকে গালি নিন্দাদি দুশ্চারিত কর্ম্ম এবং সুবাক্য বলা ও যথাকালে ভোজ্য বসনাদি দান, বন্দন, মানন, পূজন, সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতি সুচারিত কর্ম্ম করিলে, পর পর জন্মে দুশ্চারিত কর্ম্ম জনিত দুঃখ ও সুচারিত কর্ম্ম জনিত সুখফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ কর্ম্ম সমূহ লোকে একান্তই আছে বলিয়া অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করা।

(৬) 'পিতা অত্থি'—পিতা আছেন,—ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বের 'মাতা অত্থি'র ব্যাখ্যার ন্যায়।

(৭) 'ওপপাতিকা সত্তা অত্থি'—ঔপপাতিক সত্ত্বেরা আছে—লোকে (অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজভিন্ন), নৈরয়িক, প্রেত, দেব, শক্র, ও ব্রহ্মাদি ঔপপাতিক সত্ত্বগণ আছে। ইহা শ্রদ্ধা করা।

ঔপপাতিক সত্ত্বেরা মাতার কুক্ষিতে জন্ম গ্রহণ করে না। ইহারা এক সঙ্গে সম্পূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইয়া আবির্ভূত হয়।

এই মহা পৃথিবীর ভিতরে পৃথক্ পৃথক্ স্তরে মহাকূপযুক্ত ভীষণ যন্ত্রণাময় সঞ্জীব প্রভৃতি অষ্ট মহা নিরয়ের নৈরয়িক সত্ত্বেরা ও ঔপপাতিক। এই মহা পৃথিবীর উপরিভাগে জঙ্গল, পর্ব্বত, সমুদ্র ও দ্বীপস্থিত প্রেত জাতীয় ও অসুরকায় সত্ত্বেরাও ঔপপাতিক। ভূমির উপরিস্থিত সহর, জঙ্গল, ও পর্ব্বতাশ্রিত ভূমিবাসী দেবতা, সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বাসী কোন কোন

যক্ষ, স্থর, ভূত ও পিশাচ প্রভৃতি সত্ত্বেরা এবং কোন কোন নাগ, গরুড় প্রভৃতি সত্ত্বেরাও ঔপপাতিক। ঊর্দ্ধভাগে আকাশে স্থিত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র মণ্ডলী, এবং পৃথক্ পৃথক্ স্তরে চাতুর্মহারাজিক, ত্রয়ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নির্ম্মাণরতি, পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী এই ছয় দেব লোকে স্থিত ইন্দ্ররাজাদি দেবগণও ঔপপাতিক সত্ত্ব। উপরি বর্ণিত ছয় দেব লোক হইতে উর্দ্ধে আকাশে পৃথক্ পৃথক্ স্তরে স্থিত রূপাবচর সমাধির প্রথম ধ্যান তিন ভূমি, দ্বিতীয় ধ্যান তিনভূমি, তৃতীয় ধ্যান তিনভূমি, চতুর্থ ধ্যান সাতভূমি, অরূপাবচর সমাধির চারি ধ্যানের চারিভূমি, এই বিংশতি ব্রহ্মভূমির ব্রহ্মেরাও ঔপপাতিক সত্ত্ব। তাহাদের সকলের নীচে প্রথম ধ্যান তিন ভূমির মধ্যে ঋদ্ধিমান ব্রহ্মরাজ আছেন। তাঁহাকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা স্থাবর ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ব্রহ্মভূমি ব্যতীত অন্য পৃথক্ পৃথক্ স্তরে আরও ভূমি সকল আছে বলিয়া তাহারা জানে না। সেইজন্য মহা ব্রহ্মাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। অভিজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানের অভাবে তাহার উপরে পৃথক্ পৃথক স্তরে সেই সকল ভূমি আছে বলিয়া জানে না। আকাশস্থিত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি ভূমি ও দেবগণের বাসভূমি, উপরি উপরি দেবরাজ, শক্ররাজ, ব্রহ্মরাজ প্রভৃতির স্থিতি ভূমি পৃথক্ পৃথক্ স্তরে একান্তই আছে। অথবা একটির পর একটি পৃথক্ পৃথক স্তরে সত্ত্বাবাস আছে বলিয়া অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করা। সেই ঔপপাতিক সত্ত্বেরা মনুষ্য কায়ের ভিতরে থাকিলেও

চর্ম্ম-চক্ষুতে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহারা মানুষকে দেখা দিবার ইচ্ছা করিলে মানুষেরা দেখিতে পায়। তাহাদিগকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা স্থাবর ঈশ্বরের দূত, দেব-দূত, বিষ্ণুর দূত অথবা ফেরেস্তা ইত্যাদি বলিয়া থাকে। চর্ম্ম চক্ষুতে দেখিতে পায় না এরূপ ঔপপাতিক সত্ত্বেরা লোকে একান্তই আছে, তাহা অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করা।

(৮।৯) 'অয়ং লোকো অত্থি, পরলোকো অত্থি' —"ইহলোক ও পরলোক আছে—" এই দৃশ্যমান মনুষ্য ভূমিই ইহ লোক, নিরয়, তির্য্যক্, প্রেত, অসুরকায়, এই চারি অপায়-ভূমি বা নরক ও দেব ব্রহ্মাদি ভুমিই পরলোক। এইরূপ ইহ ও পরলোক ভূমি আছে বলিয়া অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করাই সম্যক্ দৃষ্টি।

অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা নিরয়ভূমি, অসুরকায় ভূমি ইত্যাদি কোথায় কি অবস্থায় স্থিত আছে ঠিক জানে না। তাহা এরূপ প্রণালীতে স্থিত আছে,—

"এই চক্রবালের চারি অপায়, এক মনুষ্য, ছয় দেব, ও বিংশতি ব্রহ্ম-ভূমি সহ মোট একত্রিশ সংখ্যক ভূমি আছে। তৎসমস্ত ভূমি একত্রে একটি চক্রবাল বা লোক-ধাতু হয়। তাহাকে ইহলোক বলে। এই লোক হইতে পূর্ব্বদিকে, পশ্চিম দিকে, উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে এই চক্রবাল সদৃশ চারি অপায়, মনুষ্য, দেব, ব্রহ্মাদি ভূমিযুক্ত চক্রবালের অন্ত নাই। সেই অসংখ্য অনন্ত চক্রবাল বা অনন্ত লোক ধাতুকে পরলোক বলে।"

(১০) লোকে সম্মগ্গতা সম্মাপটিপন্না সমণব্রাহ্মণা অত্থি, যে ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সয়ং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেন্তি।' অর্থাৎ "এই মনুষ্যভূমিতে মনুষ্য-লোকে সমচিত্ত বিশিষ্ট সম্যক্ শীলাদি আচরণ যুক্ত সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ, শ্রমণ ব্রাহ্মণাদি আছেন, যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া প্রকাশ করেন।"

ইহলোকে অভিজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানভেদে দুইপ্রকার জ্ঞান আছে। লোকে পারমী পূরণার্থে শীলরূপ ভূমিতে দৃঢ় ভাবে স্থিত হইয়া সমাধি ও বিদর্শন কর্ম্মস্থান ভাবনা যথাবিধি [আনাপান দীপনী দ্রষ্টব্য] অভ্যাস করিলে, ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণেরা সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তাঁহারা জ্ঞান লাভী পুদ্গল। তাঁহারা এই মনুষ্য লোকে কালে কালে উৎপন্ন হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ অভিজ্ঞান লাভ করিয়া, চারি অপায়, ছয় দেব লোক ও কেহ কেহ ব্রহ্মলোক প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পান। কেহ অভিজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞতাজ্ঞান এই দুই প্রকার জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহারাই সত্ত্ব অনন্ত, কল্প অনন্ত, চক্রবাল অনন্ত, ইত্যাদি সমুদয় বিষয় জানিতে ও প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ বলা হয়। এই দ্বিবিধ পুদ্গল এই মনুষ্য লোকে কালে কালে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহারা সমস্ত ভূমিবাসী সত্ত্বদিগকে সেইরূপ লোক-ধাতু বিষয়ে যথাযথ ভাবে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। এইরূপ চারি অপায়, ষড় দেবলোক ও বিংশতি ব্রহ্মলোক, পরলোক নামে কথিত হয়। সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ

'অনমতগ্গো' (১) সংসার আছে, অনন্ত কল্প আছে, ও অনন্ত লোক-ধাতু আছে বলিয়া ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা দেখাইয়া দেন। সেইরূপ অভিজ্ঞান প্রাপ্ত লোক ও সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ এই মনুষ্য লোকে কালে কালে উৎপন্ন হন। তাহা অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করাই সম্যক্ দৃষ্টি। সেই পুদ্গলের উপদেশ দ্বারা জ্ঞান-যুক্ত শ্রদ্ধা হইলে ; সেই পুদ্গল ভাষিত ধর্ম্মকে অবিপরীত জ্ঞান-দ্বারা শ্রদ্ধাকরা, তাঁহারা এই মনুষ্য লোকে উৎপন্ন হন ইহা অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করা ও তাঁহাদের দেশিত ধর্ম্মদ্বারা প্রদর্শিত সমস্ত পরলোক আছে বলিয়া অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করা। এইতিন প্রকার শ্রদ্ধা দ্বারা এক প্রকার মহান্ সম্যক্-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। তাঁহারাই উপরি আকাশ ভূমিতে ইন্দ্ররাজ আছেন, ব্রহ্মরাজ আছেন, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ নাই, কেবল এই মনুষ্য ভূমিতেই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ উৎপন্ন হন বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। "সেইরূপ সম্যক্ দৃষ্টি নাই বলিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ নীচস্তরে মনুষ্য ভূমিতে সর্ববজ্ঞ বুদ্ধ উৎপন্ন হন না। এক মাত্র উপরি দেব ব্রহ্মাদি ভুবনেই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ উৎপন্ন হন ; এই রূপই তাহাদের ধারণা থাকে।

কর্ম্মঋদ্ধি ও জ্ঞান ঋদ্ধি ভেদে ঋদ্ধি দুই প্রকার ; তন্মধ্যে কর্ম্মঋদ্ধি দ্বারা আকাশোপরি, সুগতি ভবে, অতি দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট ব্রহ্ম ভূমিতে, জন্ম গ্রহণ করিতে পারা যায়। কিন্তু

'অনমতগ্গো' শব্দের অর্থ অবিদিতাগ্র। অর্থাৎ শত সহস্র বৎসর জ্ঞান দ্বারা গমন করিয়াও যাহার অগ্র জানা যায় না, সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান দ্বারা তাহাও জানেন।

সর্ব্বজ্ঞ ভূমিতে জন্ম নিতে পারা যায় না। মহাব্রহ্মাদের সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান নাই। সেই জন্য অন্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীর ঈশ্বর দেশিত ধর্ম্মকে বিচার করিয়া দেখিলে সহজে বুঝা যায় যে, তাহা ঐ রূপ গম্ভীর, সুন্দর ও আশ্চর্য্য নহে। সেইজন্য কি সাকার অথবা নিরাকার (রূপারূপ) ব্রহ্মজন্ম প্রাপ্ত হইবার সমাধি ভাবনাদি কেবল লৌকিক ধ্যানের পথ, পরন্তু (লোকোত্তর) জ্ঞান প্রাপ্তির পথ নহে। [সমাধি-কার্য্য-ফল নির্দ্দেশ দ্রষ্টব্য]।

এই মনুষ্য লোকে সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের কর্ম্ম আছে। সম্যক্ রূপে চেষ্টা করিলে মানুষেরা তাহা লাভ করিতে পারে। সেইজন্য বুদ্ধ-শাসন অতি গম্ভীর, দুর্ব্বোধ্য, দুদৃশ্য ও অত্যাশ্চর্য্য নূতন ধর্ম্ম। সুতরাং তাহাই এক মাত্র জ্ঞান লাভের পথ। এতদ্‌ভিন্ন অন্য পথ নাই।

এস্থলে একটী উপমা বলা যাইতেছে,—ইহ লোকে প্রভূত দান করিয়া শ্রেষ্ঠী, রাজা প্রভৃতি বড় লোক হইবার পথ হইতে ঋষি, ভিক্ষু হইয়া কর্ম্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম দর্শন করিবার, জানিবার এবং সকলের আচার্য্য উপাধ্যায় স্থানায় হইবার কর্ম্মপথ ভিন্ন। এই দুইটি ভিন্ন পথের উপমায় লোকে জন্ম লাভের পথ শ্রেষ্ঠীরসদৃশ। ঋষি, ভিক্ষুর পথ গুরু আচার্য্যের পথের সদৃশ।

অথবা কাক, টিয়াপাখী, গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষীরা আকাশোপরি যাইতে আসিতে সমর্থ, কিন্তু তাহাদের মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞান নাই। মনুষ্যের জ্ঞান আছে বটে, পাখা অভাবে উর্দ্ধে আকাশে যাইতে আসিতে পারে না। মহাব্রহ্মাদি ভূমিতে

যে কুশলকর্ম্ম-জ্ঞান তাহা সেই কাকাদি পক্ষীর সদৃশ। ঋষি ও ভিক্ষুর অভিজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞতাজ্ঞান মনুষ্য জাতির জ্ঞানের সদৃশ। চন্দ্র সূর্য্য তারকাদি আকাশ-ভূমিবাসী দেবদেবীগণ, কুশল কর্ম্ম দ্বারা কাকাদি পক্ষীর সদৃশ এবং ঋষি ও ভিক্ষুর অভিজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান মনুষ্য-জ্ঞান সদৃশ। উপরি ছয় দেব লোকের দেবতাগণ, শক্র, তদুপরি ব্রহ্মারাও কুশল কর্ম্ম দ্বারা কাকাদি পক্ষীর সদৃশ। ঋষিও ভিক্ষুর অভিজ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান, মনুষ্য জ্ঞান সদৃশ। সেইজন্য মহাব্রহ্মা ভাবনা-জ্ঞান কুশল-কর্ম্ম-ঋদ্ধি হইতে, সূর্য্যদেব, চন্দ্রদেব সদৃশ ঊর্দ্ধে আকাশ মহাভূমিতে কল্পাধিক কাল বাস করিতে পারে এইরূপ ঋদ্ধি আছে। কিন্তু অভিজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান নাই বলিয়া গম্ভীর ধর্ম্মকে জানিতে পারে না। কেবল নিজ নিজ দৃষ্ট ও স্পর্শিত মাত্র জানিতে পারে।

এরূপ সকল ধর্ম্মে পারদর্শী সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ ঊর্দ্ধে আকাশ ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েন না। কেবল মনুষ্য ভূমিতেই অবতীর্ণ হয়েন, এরূপ শ্রদ্ধা। তাহা প্রকৃত মানুষের চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্ত্ব-জন্মের নিয়ম, কুশলাকুশল কর্ম্ম কিরূপে ফল প্রদান করিতেছে তাহার নিয়ম জানিতে পারা যায় না। যিনি অভিজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞতাজ্ঞানরূপ, পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি শ্রমণ ব্রাহ্মণের ন্যায় এই মনুষ্য জাতি হইতে সম্ভূত হইয়াই একান্ত জ্ঞান দ্বারা জানিতে ও দেখিতে সমর্থ, এরূপ শ্রদ্ধা। তাহা জানিয়া শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-কথিত, দেশিত বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম্ম

দেশনা ঠিক বলিয়া জানিবার শ্রদ্ধা। তৎ তৎ জ্ঞান জানে, চিনে, এরূপ জ্ঞান সংপ্রযুক্ত শ্রদ্ধাই 'অত্থি লোকে সমণ ব্রাহ্মণা' "লোকে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ আছেন ইত্যাদি" বলিয়া বিশ্বাস সম্যক্‌দৃষ্টি জ্ঞান নামে কথিত হয়।

"সকল ধর্ম্ম জানে এরূপ সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ নীচে মনুষ্য ভূমিতে উৎপন্ন হইতে পারেন না। অতি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ লোকে দুইজন উৎপন্ন হইতে পারেন না। কেবল একই বুদ্ধ ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য পুনঃ পুনঃ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এইরূপ অবতার বাদ এবং ইনি স্থাবর বুদ্ধ। ইহাঁর জরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই এইরূপ মিথ্যা পরিকল্পনাকারীকে বুদ্ধ-শাসনে মিথ্যা কল্পনাকারী মিথ্যাবাদী বা অবতার-বাদী বলে। কারণ বুদ্ধ অবতার ইহা বুদ্ধ-শাসনে নাই। ইহা হিন্দু-শাস্ত্রের কথা। হিন্দু-শাস্ত্রে অবতার সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে; সত্ত্বগুণময় ব্যাপকদেব বিষ্ণু যুগে যুগে অবতার রূপে অবতীর্ণ হন (১)। হিন্দু-ধর্ম্ম গুণ ধর্ম্ম

---

(১) বিষ্ণু বলিলে, সত্ত্ব গুণময় ব্যাপক দেব, শঙ্খ-চক্র-গদাধর, পীতাম্বর, পদ্ম পলাশলোচন হরি, নারায়ণ। ইনি সৃষ্টির পালনকর্ত্তা বলিয়া কথিত। ইঁহার নাভিদেশ হইতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মার জন্ম। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইঁহার জন্ম, ইনি তপোবলে দেবগণের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। কমলা ও বীণাপাণী ইঁহার ভার্য্যা, গরুড় ইঁহার বাহন এবং সুদর্শন চক্র ইঁহার আয়ুধ, সর্ব্বলোকের হিতার্থেই ইনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইঁহার দশ অবতারের বিষয় বর্ণিত আছে,—(১) মৎস্য, (২) কূর্ম্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, (৭) রামচন্দ্র, (৮) কৃষ্ণ-বলরাম, (৯) বুদ্ধ, (১০) কল্কি; এতন্মধ্যে নয় অবতার হইয়া গিয়াছে; কল্কি অবশিষ্ট আছে;...ইত্যাদি।

(সরল বাঙ্গালা অভিধান। শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র)।

বা লৌকিক ত্রিবর্ত্ত নিস্থত। বর্ত্ত-নিস্থত ধর্ম্ম ও বিবর্ত্ত ধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্ম সাধারণতঃ দুই প্রকার। তাহাদের মধ্যে কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিলোক বা ত্রিসংসার বর্ত্ত আশ্রিত ধর্ম্মকে বর্ত্ত-নিস্থত ধর্ম্ম বলে। তাহা হইতে বিবেক, বিরাগ, নিরোধ এবং উৎসর্গ পরিণামদর্শী অর্থাৎ আত্মবাদ মূলক ক্লেশ সমূহ উৎসর্গ বা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চরম নির্ব্বাণ ধর্ম্মকে অবলম্বন করা বিবর্ত্ত-ধর্ম্ম। [আনাপান দীপনা নীতিতে সপ্ত-বোধ্যঙ্গ ধর্ম্ম দ্রষ্টব্য]। কিন্তু নিঃসত্ত্ব নির্জ্জীব চারি মার্গ স্থান, চারি ফল স্থান এবং নির্ব্বাণ এই নব লোকোত্তর ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তক ভগবান্ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কিরূপে সেই সত্ত্বগুণময় ব্যাপক দেব বিষ্ণুর নবম অবতার পরিকল্পিত হইয়া হিন্দুর গুণময় ধর্ম্মের বা লৌকিক বর্ত্ত-নিস্থত ধর্ম্মের অন্তর্ভূত হইলেন? বাস্তবিক ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? হিন্দুরা বুদ্ধকে নবম অবতার বলিয়া স্বীকারও করেন এবং নাস্তিক বলিয়া নিন্দাও করিয়া থাকেন। বাস্তবিক বুদ্ধ অবতার, বাক্যটি বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম্ম এই ত্রিপিটক পালিগ্রন্থে নাই। ইহা কাল্পনিক প্রহসন মাত্র। কারণ তথাগত নিখিল জন্মকেই নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। মিলিন্দ্র প্রশ্নে ইহা লিখিত আছে,—

'সেয়্যাথাপি ভিক্‌খবে অপ্পমত্ত কো' পি গূথো দুগ্‌গন্ধো হোতি, এবমেব খো অহং ভিক্‌খবে অপ্‌পমত্তকম্পি ভবং ন বণ্ণেমি, অন্তমসো অচ্ছরা-সঙ্‌ঘাতমত্তম্পী'তি।' অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! যেমন অল্প পরিমাণ মলও দুর্গন্ধ

হয়, তেমন অল্প পরিমাণ জন্মকেও আমি প্রশংসা করি না। এমন কি আঙুলের তুড়ি প্রমাণ সময় ও ভব-সুখ ইচ্ছা করিতেছি না। তাহা হইলে বুদ্ধ অবতার এই বাক্যটি নিতান্ত অসার, নিঃসার তূষের ন্যায়।

একবার অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ-ধাতু বা মহা পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবার কোন কারণ থাকে না। ভগবান বুদ্ধ নিরবশেষ নির্ব্বাণ লাভে পরিনির্ব্বাপিত হইয়াছেন। যেমন অতি মহান অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তেমন ভগবান ও দশসহস্র লোকধাতুর উপর বুদ্ধরশ্মি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া ছিলেন। যেমন, সেই অতি মহান্ অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত হইয়া নির্ব্বাণ হইয়া যায়, ভগবানও সেইরূপ দশসহস্র লোক ধাতুর উপরে বুদ্ধরশ্মিতে প্রজ্বলিত হইয়া নিরবশেষ নির্ব্বাণ দ্বারা পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। যেমন নির্ব্বাপিত অগ্নি তৃণ কাষ্ঠ রূপ ইন্ধন গ্রহণ করে না, লোকহিতকারী মহাকারুণিক ভগবানেরও সেইরূপ জন্মাদি সমস্ত পরিগ্রহ নষ্ট হইয়াছে। অতএব বুদ্ধ অবতার এরূপ বাদ, এরূপ দৃষ্টি, মিথ্যা পরিকল্পনামূলক মিথ্যাদৃষ্টি। তাহা সম্পূর্ণ পরিহার পূর্ব্বক বুদ্ধ অবতার নহেন বলিয়া অবিপরীত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করাই সম্যক্ দৃষ্টি। বুদ্ধ দেব নহেন, ব্রহ্ম নহেন, দেবরাজ নহেন, ব্রহ্মরাজ নহেন, স্থাবর ঈশ্বর নহেন, অথবা ঈশ্বরের অংশ নহেন। এবং ইহা তাঁহার কুলদত্ত বা পিতৃদত্ত নামও নহে। ইনি কপিলবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে তৎপত্নী মহামায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার নাম ছিল

সিদ্ধার্থ। ইনি বোধি-সত্ত্ব কালে পূর্ণ যৌবনে ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে রাজ্য, ধন, পুত্র-কলত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গয়া ধামের নিকটবর্ত্তী মহাবোধি বৃক্ষ মূলে (সমীপে) পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রধান-চর্য্যা, সমাধি ও বিদর্শন জ্ঞান ঋদ্ধি প্রভাবে সসৈন্য মারকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত, হয়েন্। তিনি অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, পুরুষদম্য-সারথী ও দেব মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান্। এই রূপ দর্শনই আর্য্য আচার মূলক সম্যক্ দৃষ্টি। তদ্‌বিপরীত মিথ্যাদৃষ্টি। সেইজন্য অনুরুদ্ধ স্থবির অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহের আরম্ভে 'সম্মা সম্বুদ্ধ মতুলং' (১) অর্থাৎ অতুল সম্যক্ সম্বুদ্ধ বলিয়াছেন। সেই অতুল সম্যক্ সম্বুদ্ধকে, দেবাদির সহিত তুলনা করা শাসন বিরুদ্ধ নীতির সহিত এই বিপরীত নীতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া, ইনি অর্হৎ……দেবতা মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান্। এইরূপ দর্শনই সম্যক্ দৃষ্টি। * (২)

২—দশবস্তুক সম্যক্ দৃষ্টি দেশনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

---

(১) 'তুলয়িতব্বো অঞ্ঞেন সহ পমিতব্বোতি তুলো; নতুলো, অতুলো। নত্থি-তুলো সদিসো এতস্সাতি বা অতুলো; ভগবা। নহি অত্থি ভগবতো অত্তনা সদিসো কোচি লোকস্মিন্তি। যথাহ:—

'ন'মে আচারিয়ো অত্থি, সদিসো'মে ন বিজ্জতি।
সদেবকস্মিং লোকস্মিং; নত্থিমে পটিপুগ্‌গলোতি।'

(পরমার্থ দীপনী টীকা।)

* (২) এইরূপ উপদেশ এখানে অতি সংক্ষিপ্ত, অধিক জানিতে হইলে সম্যক্ দৃষ্টি নির্দ্দেশ নামক পালি গ্রন্থে এবং ব্রহ্মা ভাষায় "সম্যক্ দৃষ্টি দীপনী" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩—চতুসচ্চ সম্মাদিট্‌ঠি উদ্দেস।

'দুক্‌খে ঞাণং, দুক্‌খ-সমুদয়ে ঞাণং, দুক্‌খ নিরোধে ঞাণং, দুক্‌খ-নিরোধ-গামিনী পটিপদায় ঞাণং।'*

৩—চারি সত্য সম্যক্ দৃষ্টি উদ্দেশ।

(১) দুঃখজ্ঞান,* (২) দুঃখ-সমুদয়জ্ঞান, (৩) দুঃখ-নিরোধজ্ঞান, (৪) দুঃখ-নিরোধ-গামিনী প্রতিপদা বা উপায়-জ্ঞান, এই চারি সত্য সম্যক্ রূপে জানিবার জ্ঞানকে চারি সত্য সম্যক্‌দৃষ্টি জ্ঞান বলে।

(১)—দুঃখ সত্য সম্যক্ দৃষ্টিজ্ঞান নির্দ্দেশ।

মনুষ্য-চক্ষু, দেব-চক্ষু, ব্রহ্ম-চক্ষু এই তিন প্রকার চক্ষুর মধ্যে, চক্ষু আমার এই আমিত্ব হেতুই তাহাতে দুঃখ উৎপন্ন হয়।* মনুষ্য-চক্ষু মনুষ্যকে, দেব-চক্ষু দেবতাকে ও ব্রহ্ম-চক্ষু ব্রহ্মাকে হিংসা করিয়া থাকে। এইরূপ হিংসা থাকাতেই চক্ষু দুঃখ-সত্য মধ্যে পরিগণিত হয়। এবং চক্ষুতে ভীতি উৎপাদন করে বলিয়াই চক্ষু একান্ত দুঃখ-সত্য। সেইরূপ মনুষ্য-কর্ণে, দেব-কর্ণে, ব্রহ্ম-কর্ণে ও 'আত্ম' তৃষ্ণা আছে বলিয়াই ঐরূপ হিংসা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই হেতু এই গুলিও ভীতির যোগ্য। এই স্থানে এই অর্থই একান্ত দুঃখ-সত্য। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন এই ছয় প্রকার আয়তন সকলে চক্ষুর সদৃশ হিংসা আছে বলিয়া এই সত্ত্বলোকে হিংসা বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা,—

সংস্কারদণ্ড হিংসা, বিপরিণামদণ্ড হিংসা, দুঃখ দুঃখদণ্ড হিংসা। আবার সংস্কারদণ্ড হিংসা, সন্তাপদণ্ড হিংসা, বিপরিণাম-দণ্ড হিংসা, জাতিদণ্ড হিংসা, জরাদণ্ড হিংসা, মরণদণ্ড হিংসা, রাগাগ্নি হিংসা, দ্বেষাগ্নি হিংসা, মোহাগ্নি হিংসা, মিথ্যাদৃষ্ট্যাগ্নি-হিংসা এই সকল ক্লেশাগ্নি বৃদ্ধির হিংসা।

প্রাণীহত্যা প্রভৃতি অনেক দুশ্চারিত কর্ম্ম করিবার হিংসা ও জাত্যাগ্নি, জরাগ্নি, মরনাগ্নি, শোকাগ্নি, পরিদেবাগ্নি, দুঃখাগ্নি, দৌর্ম্মনস্যাগ্নি, উপায়াসাগ্নি প্রভৃতি অগ্নি সকল বাড়াইবার হিংসা চক্ষু-সংজাত-দুঃখ বা চক্ষু হইতে উৎপন্ন দুঃখ।

সংস্কারদণ্ড হিংসা বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বজন্মে কুশল কর্ম্ম প্রভাবে, ইহজন্মে মনুষ্য-চক্ষু, দেব-চক্ষু ও ব্রহ্ম-চক্ষু পাইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কুশল কর্ম্ম না করিলে নৈরয়িক-চক্ষু, তির্য্যক্-চক্ষু ও অসুরকায়-চক্ষু লাভ করিতে হয়। সেই কারণ সুগতি-চক্ষু পাইতে হইলে, কুশল সংস্কার নৈরয়িক প্রভৃতি দুঃখদণ্ডে দণ্ডিত সত্ত্বদিগকে হিংসা করে। কুশল কর্ম্মকে হিংসা বলিবার কারণ এই যে, দান, শীল উপোসথ ইত্যাদি কুশল-কর্ম্ম করিবার সত্ত্বের ইচ্ছা নাই। কিন্তু নৈরয়িক-চক্ষু, প্রেত-চক্ষু, তির্য্যক্-চক্ষু ও অসুরকায়-চক্ষু, ভয়হেতু, কুশল-কর্ম্ম করিতে বাধ্য বলিয়া ইহা পুণ্যাভি-সংস্কার বা কুশল-সংস্কার দণ্ড হিংসা। উপমাস্থলে বলা যাইতে পারে যে, কোন লোক আহারের ভয় নিবারণ হেতু অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপনাদি

করিয়া থাকে। ঐরূপ কৃষিকর্ম্ম করা দুঃখজনক, এইটি আহারের কর্ম্ম। চক্ষুর কর্ম্ম হইলে, কোন গোলাপ ফুল চক্ষুতে ভাল লাগে বলিয়া, সেই গোলাপ বৃক্ষ রোপণ, তাহার গোড়ায় গোময় প্রক্ষেপণ, যথাসময়ে জল সিঞ্চন, এবং উহা নষ্ট না হইবার জন্য ঘেরা দেওয়া প্রভৃতি নানা চেষ্টা করাও দুঃখ। নাসিকায় গোলাপের গন্ধ ভাল লাগে বলিয়া ঐরূপ দুঃখ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন এই ছয় প্রকার আয়তন সকলে এতাদৃশ দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অতীত কুশল সংস্কার দ্বারা বর্ত্তমান চক্ষু ইত্যাদি এই ছয় প্রকার আয়তন লাভ হইয়াছে। এখন তাহা রক্ষা না করিলে ঐ চক্ষু অন্ধীভূত হইবে। কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদিতেও এই নিয়ম জ্ঞাতব্য। ইহাই বর্ত্তমান সংস্কার দণ্ড। অনন্ত সংসার হইতে কুশল সংস্কার বিনা সুগতি-চক্ষু লাভের অন্য কোন হেতু বিদ্যমান নাই; ইহাই সংস্কার দুঃখ।

বিপরিনাম দুঃখ বলিলে, ভিন্ন হইবার হেতু ঘটিলেই ভিন্ন হয়, ইহা লৌকিক বিধান। প্রতিসন্ধিকাল—জন্মগ্রহণ করার—পর হইতেই মুহূর্ত্ত মাত্র নিবৃত্তি নাই। সেইরূপ ভিন্ন হইবার বস্তু সকলকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা লোকের প্রকৃতি-গত ধর্ম্ম। কিন্তু যখন ভেদ হয়, তখনই দুঃখ উৎপাদিত হয়।

সত্ত্বেরা মরণ কালে অতিশয় ভীত হয়, ইহা বিপরিণাম দুঃখ। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মেরা যেমন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া চারি অপায়ে প্রতিসন্ধি বা জন্মগ্রহণ করে। সেইরূপ সুগতি

চক্ষু, সুগতিস্থিত সত্ত্বে বিপরিনাম দুঃখ দণ্ডের দ্বারা হিংসা করে।

দুঃখদণ্ড বলিলে, কায়িক ও মানসিক দুঃখকে বুঝায়। নৈরয়িক-চক্ষু, প্রেত-চক্ষু, অসুরকায়-চক্ষু হইবার কালে, তাহাদের হিংসারূপ দুঃখদণ্ড দুর্গতি ভূমিতে স্থিত থাকে। ইহা সকলের জানা আছে যে দুর্ম্মনা হইবার অবলম্বনে স্পৃষ্ট হইলে দৌর্ম্মনস্য আসে। অর্থাৎ দুর্গতিভূমিতে জন্ম দুঃখ, এবং জন্মের পর দুঃখরূপ অবলম্বনে-স্পৃষ্ট হইলে কায়িক দুঃখ হয়। যেমন, চক্ষুতে কোন পীড়া হইলে দুঃখ হয়, এবং তাহা নিবারণের চেষ্টা কায়িক দুঃখ। মানসিক দুঃখ উৎপাদিত হইবার সময় চক্ষুজ-দুঃখই দুঃখদণ্ডদ্বারা হিংসা উৎপাদন করে। এই চক্ষু-জাত, দুঃখদণ্ডদ্বারা হিংসা করাকে দুঃখদণ্ড হিংসা বলে। এইরূপে চক্ষুতে তিনপ্রকার দণ্ড প্রদর্শিত হইল, অবশিষ্ট সংস্কার এবং বিপরিণামাদি তিনপ্রকার দণ্ডেও এই নিয়ম বলিয়া জ্ঞাতব্য।

সন্তাপদণ্ড বলিলে, চক্ষুদ্বারা উৎপন্ন ক্লেশকেই বুঝায়। এই সন্তাপদণ্ড পর পর রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি বৃদ্ধির কারণ। সেইরূপ চক্ষুদণ্ড সত্ত্বে 'অনন্ত' সংসারে হিংসা করিয়া আসিতেছে। এবং চক্ষুকর্ণাদিদ্বারা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জন্মে জন্মে হিংসা করিতে করিতে 'অনন্ত' সংসার চলিয়া যাইতেছে। ইহাই ভায়িতব্য, বা ভীতিরযোগ্য দুঃখ সত্যের অর্থ।

চক্ষু আছে বলিয়াই রূপদর্শন হয়, তাহাতে আমি রূপ দেখিতেছি বলিয়া আত্ম-তৃষ্ণা জন্মে। তাহার দ্বারা জাতিদুঃখ জরাদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ, ও মরণ-দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নিয়মে চক্ষু হইতে দণ্ডপ্রাপ্তির বা দুঃখের অন্ত নাই। কর্ণ নাসিকাদি অবশিষ্ট পঞ্চদ্বারও সেইরূপ দুঃখ দণ্ড পাইবার এক একটি বিভিন্ন অঙ্গ। সেই অঙ্গসমূহ হইতে ও চক্ষুদণ্ডের ন্যায় দণ্ডপ্রাপ্তির অন্ত নাই। এইরূপ চক্ষু প্রভৃতি ত্রিভৌমিক ধর্ম্মসমূহে চক্ষু ইত্যাদি প্রত্যেকধর্ম্মে বহু দুঃখদণ্ড, বহুদুঃখ লক্ষণ সকল সুন্দরভাবে প্রত্যক্ষ করিবার জ্ঞানকে দুঃখসত্য-দর্শন সম্যক্-দৃষ্টিজ্ঞান বলে।

দুঃখসত্য সম্যক্দৃষ্টি নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

(২) সমুদয় সত্য সম্যক্দৃষ্টি নির্দ্দেশ।

সত্ত্বাদিগের জন্মান্তর গ্রহণের সময় আমার চক্ষু আমার আত্মা, বলিয়া চক্ষুতে আমিত্ব কল্পনা করা হেতু, আমার, আমি, আমার আত্মা, এইরূপে অনেক কল্প অনন্তজন্ম চলিয়া আসিতেছে। চক্ষুদণ্ডে জন্ম বাড়াইলে অনেক চক্ষুদণ্ড জন্ম লাভ করে। এইরূপে বহুজন্ম চক্ষুদণ্ডদ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকে। সেই সকল জন্মে চক্ষুতে আত্মভ্রম ও আত্মদৃষ্টিদ্বারা আত্মতৃষ্ণাই জন্ম হইবার একমাত্র হেতু, ইহা একান্ত সত্য। কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন প্রভৃতিতেও এই নিয়ম বলিয়া জানিবে। এইজন্য জন্মাদি দুঃখ বাড়াইবার হেতু তৃষ্ণা একান্ত

সত্য। তাহা সম্যক্‌দর্শন করিবার জ্ঞানকে সমুদয় সত্য সম্যক্-দৃষ্টি-জ্ঞান বলে।

দুঃখ সমুদয় সত্য নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

(৩) দুঃখ নিরোধসত্য সম্যক্-দৃষ্টি নির্দ্দেশ।

যে যে জন্মে সত্ত্বদিগের চক্ষুজতৃষ্ণা সমুদয় নিরোধ হয়; সেই সেই জন্মে পরে চক্ষু উৎপন্ন হইবার কারণ থাকে না। কারণ নিরোধ হইলে, চক্ষুদণ্ড ও নিরুদ্ধ হয়। কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন সম্বন্ধেও এই নিয়ম ধরিয়া লইতে হইবে। এইরূপ জ্ঞানকেই দুঃখ নিরোধ সত্য সম্যক্-দৃষ্টি-জ্ঞান বলে।

দুঃখ নিরোধসত্য নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

(৪) মার্গসত্য সম্যক্-দৃষ্টি নির্দ্দেশ।

তৎতৎ সত্ত্বের, তৎতৎকালীন সুন্দর নির্ব্বাণমার্গ লাভের জন্য চেষ্টা করিতে করিতে, চক্ষুর স্বভাব ও চক্ষুজাত দণ্ডসকল অতি সুন্দররূপে জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। তখন তাহাতে আর দণ্ড-লাভের তৃষ্ণা থাকে না বলিয়া চক্ষুদণ্ডের নিরোধ হয়। কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন দণ্ডাদিতে ও সেই রীতি মানিয়া লওয়া উচিত। এইরূপে দুঃখ নিরোধ করিবার জ্ঞান দর্শন, ও দুঃখ নিরোধের ঋজু পথ জানিবার জ্ঞান, এবং দুঃখ

নিরোধ গমনের প্রতিপদা সত্যদর্শন-জ্ঞানকে মার্গ-সত্যদর্শন-জ্ঞান বলে।

মার্গসত্য সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে চারিসত্য-সম্যক্‌দৃষ্টিই প্রধান।

(১) কর্ম্মের স্বকীয়ত্ব-বিষয়ক-সম্যক্ দৃষ্টি, (২) দশবস্তু-বিষয়ক-সম্যক্দৃষ্টি (৩) চারি সত্য-বিষয়ক-সম্যক্ দৃষ্টি। এই তিন প্রকার সম্যক্ দৃষ্টি নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

২—সম্যক্ সঙ্কল্প নির্দ্দেশ।

(১) 'নেক্‌খম্ম সঙ্কপ্‌প, (২) অব্যাপাদ সঙ্কপ্‌প, (৩) অবিহিংসা সঙ্কপ্‌প।'

(১) 'নেক্‌খম্ম সঙ্কপ্‌প'—"নৈষ্ক্রম্য সঙ্কল্প : লোভের বিষয়ীভূত রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পঞ্চ-কামগুণ ও রূপারূপ ভবের প্রতি যে তৃষ্ণা সমুদয় আছে, তাহাতে অনাসক্ত হওয়াকে নৈষ্ক্রম্য-সঙ্কল্প বলা হয়।

(২) 'অব্যাপাদ সঙ্কপ্‌প' অব্যাপাদসঙ্কল্প ;—সর্ব্ব-জীবের প্রতি বধ চিত্ত-হীন হইয়া সকল জীব সুখী হৌক, হিংসাবিহীন হৌক, সুখিতাত্ম হইয়া কাল হরণ করুক, এইরূপ মৈত্রীভাবকে অব্যাপাদ সংকল্প বলা হয়।

(৩) 'অবিহিংসা সঙ্কপ্‌প' "অবিহিংসা সংকল্প,—ঊর্দ্ধ অধঃ ইতস্তত দুঃখ পীড়িত সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিংসা ও শত্রুতাশূন্য মানসে দুঃখ প্রপীড়িত প্রাণী সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হৌক, এরূপ করুণা ভাবকে অবিহিংসা সঙ্কল্প বলে।

অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডিত কারারুদ্ধ লোক, শত্রু পরিবেষ্টিত লোক, দাবাগ্নি পরিবৃত লোক, জালাবদ্ধ মৎস্য, ও পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীরা যেমন সেই সেই অবরুদ্ধ-সঙ্কীর্ণ স্থান হইতে মুক্তির জন্য কোন উপায় না দেখিয়া, সেই সেই স্থানে অতি সন্তপ্ত-চিত্ত হইয়া খাইতে শুইতে ইচ্ছা করে না, সেই রূপ চারি প্রকার সম্যক্ ব্যায়াম মার্গাঙ্গে বর্ণিত আপন আপন সংস্থিতিতে স্থিত অতীতের উৎপন্ন অকুশল অনন্ত, এবং ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবার অকুশল অনন্ত ও কারাগার তুল্য অতি সঙ্কীর্ণ স্থান। সেই অকুশল হইতে মুক্ত হইবার উপায় বা মার্গকে অন্বেষণ করাই নৈষ্ক্রম্য সঙ্কল্প মার্গ।

মৈত্রী ধ্যানের যোগ্য সঙ্কল্পকে অব্যাপাদ সঙ্কল্প, করুণা ধ্যানের যোগ্য সঙ্কল্পকে অবিহিংসা সঙ্কল্প, এবং অবশিষ্ট ধ্যান মার্গ যোগ্য সঙ্কল্পকে, নৈষ্ক্রম্য সঙ্কল্প নামে অভিহিত করা হয়। ইহা এরূপ স্পষ্ট ভাবে জানা উচিত।

ত্রিবিধ সম্যক্-সঙ্কল্প-দেশনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

সম্যক্ বাক্য নির্দ্দেশ।

(১) মুসাবাদ-বিরতি, (২) পিসুনাবাচা-বিরতি, (৩) ফরুসাবাচা-বিরতি, (৪) সম্ফপ্পলাপ-বিরতি।'

(১) 'মুসাবাদ-বিরতি' মিথ্যাবাক্য-বিরতি; মিথ্যা-

কথা না বলা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ না করার নামই মৃষা-বাদ-বিরতি।

(২) 'পিসুনবাচা-বিরতি'—পিশুনবাক্য-বিরতি, দুই জন বন্ধুর মধ্যে পরস্পর ভেদ মূলক কথা না বলা।

(৩) 'ফরুসবাচা-বিরতি'-কর্কশ বাক্য-বিরতি,—অপর জাতকে ভেদ করিয়া কথা না বলা। জাতি, কুল, সংস্থিতি অর্থাৎ কাণা ও বোবার (কালা) বংশ প্রভৃতি তুচ্ছ কথা ও হীন কর্ম্মাদি বলিয়া কর্ম্ম নিন্দা; এরূপ কর্কশ কথা না বলা।

(৪) 'সম্ফপ্পলাপ-বিরতি'—সম্প্রলাপ-বিরতি। চিন্তা পূর্ব্বক লিখিত রামজাতক, ভারতজাতক, 'ঈণং' জাতক, দণ্ডরিক-জাতক, এরূপ জাতক এবং উপন্যাস, নাটক ও প্রহসনাদি গল্প কথা দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না। সেই রূপ অজ্ঞানতা বিষয়ক কথা না বলা। রাম ও ভারতজাতক দীর্ঘ গল্প বটে কিন্তু উহা বিনয় বিষয়ক নহে। বিশেষতঃ হাস্য রসাদি ভাব প্রকাশক কথাতে পূর্ণ। ইহাতে কেবল দীর্ঘায়ু, ধন, সম্পদ ও পরলোকে স্বর্গ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার কথা আছে। এই সকল কেবল এইরূপ অর্থ সংযুক্ত কথা।

বিনয় অনুরূপ কথা বলিলে, মনুষ্য স্বভাবতঃ মাতা পিতার বন্দন, মানন, পূজন ও পাদ ধৌত করণ প্রভৃতি দ্বারা সেবা শুশ্রূষা করা এবং যথা কালে বসন, ভূষণ ইত্যাদি প্রদান ও মিষ্ট বাক্য দ্বারা শীলাদি রক্ষা করাইয়া, তাঁহাদের উপকার সাধন, স্ত্রী পুত্রেরও ধর্ম্মতঃ উপকার করা, এবং নিজেও

সুশীল হওয়া। সেইরূপ অর্থ ধর্ম্ম বিনয়ানুরূপ কথা সেই সমস্ত জাতকে নাই। অর্থ, ধর্ম্ম, বিনয় লাভের জন্য উল্লিখিত তির্য্যক্ কথা না বলিয়া পরিমিত শীল, সমাধিও বিদর্শন ভাবনা প্রভৃতি অর্থ, ধর্ম্ম, বিনয় বিষয়ক কথা বলা উচিত।

চারি প্রকার সম্যক্ বাক্য দেশনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

সম্যক কর্ম্মান্ত নির্দ্দেশ।

(১) পাণাতিপাত-বিরতি, (২) অদিন্নাদান-বিরতি (৩) কামেসুমিচ্ছাচার-বিরতি। .

(১) 'পাণাতিপাত-বিরতি'—প্রাণী-হত্যা-বিরতি, গর্ভ পাত, কৃমি-পাত, ছারপোকা, উকুন প্রভৃতি যে কোন তির্য্যক্ প্রাণীর ও মনুষ্যের প্রাণ হরণ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাহাতে কায় প্রয়োগ অথবা বাক্য প্রয়োগ করাকেই প্রাণী-হত্যা বলা হয়। তাহা না করা।

(২) 'অদিন্নাদান-বিরতি'—অদত্তাদান-বিরতি, পরাধিকারভুক্ত সজীব, নির্জ্জীব বস্তু, এমন কি সামান্য জ্বালানি-কাষ্ঠ পর্য্যন্ত বস্তু-স্বামীর অজ্ঞাত সারে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়া তদ্বিষয়ে কায় ও বাক্য প্রয়োগ করাকে অদত্ত-গ্রহণ বা চুরি বলা হয়। তাহা না করা।

(৩) 'কামেসুমিচ্ছাচার-বিরতি'—মিথ্যা কামাচার-বিরতি; অর্থাৎ—মাতা রক্ষিতা ইত্যাদি বিংশতি প্রকার স্ত্রী

অগমনীয়। ঐ সমস্ত স্ত্রীতে গমন বা সম্ভোগ করাকে মিথ্যা-কামাচার বলা হয়। তাহা না করা। গুড়, ওদন, পিষ্টক, মূলি ইত্যাদি সম্ভার সংযুক্ত বস্তু হইতে উৎপন্ন পঞ্চবিধ সুরা, পুষ্প, ফল, মধু, গুড় ইত্যাদি সম্ভার সংযুক্ত আসব এই পাঁচ প্রকার মদ্য, তাহা ছাড়া যে দ্রব্য পান বা সেবন দ্বারা মত্ততা জন্মে তাহাও মদ্য এবং কামসমূহে মিথ্যাচারের অঙ্গ। কারণ পরদার গমনে যেরূপ সহবাস-জাত স্পর্শ-অবলম্বন হয়, সুরা বা মদ্যাদি সেবনেও সেরূপ হইয়া থাকে। লক্ষণ রসাদি প্রত্যেকটির সমান। তাহা না করা। এই সকল ভিন্ন তাশ, পাশা, দাবা ইত্যাদি ক্রীড়াও মিথ্যা কামাচারের অঙ্গ বিশেষের মধ্যে গণ্য। এই সকল বর্জ্জন মিথ্যা কামাচার-বিরতি নামে কথিত হয়।

তিন প্রকার সম্যক্ কর্ম্মান্ত দেশনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

৪—সম্যক্ আজীব নির্দ্দেশ।

(১) 'দুচ্চরিত-মিচ্ছাজীব-বিরতি, (২) অনেসন মিচ্ছাজীব-বিরতি, (৩) কুহনাদি-মিচ্ছাজীব-বিরতি, (৪) তিরচ্ছান-বিজ্জা-মিচ্ছাজীব-বিরতি।'

(১) 'দুচ্চরিত-মিচ্ছাজীব-বিরতি'—দুশ্চারিত মিথ্যা-জীব বিরতি, অর্থাৎ যথা কথিত প্রাণী হত্যাদি তিন প্রকার কায়দুশ্চারিত, ও মিথ্যা বাক্যাদি চারি প্রকার বাক্য দুশ্চারিত

কর্ম্ম; এই সাত প্রকার দুশ্চারিত কর্ম্মের মধ্যে যে কোন একটি কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করাকে দুশ্চারিত-মিথ্যাজীব কর্ম্ম বলা হয়। তাহা ছাড়া অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, বিষ, ও মদ্য এই পাঁচটী নিষিদ্ধ বাণিজ্য-কর্ম্মও দুশ্চারিত মিথ্যা-জীব কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। সুতরাং উপরোক্ত নিয়মে অসদুপায়ে জীবিকার্জ্জন না করা। [ইহা গৃহী-বিনয় বলিয়া জ্ঞাতব্য।]

(২) 'অনেসনা-মিচ্ছাজীব-বিরতি'—অযোগ্য-অন্বেষণ মিথ্যা-জীব-বিরতি। ঋষি ও ভিক্ষুগণের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বহু দান প্রাপ্তির আশায় বৃক্ষ, ফল, মূল প্রভৃতি একুশ প্রকার কুল-দূষক অযোগ্য বস্তু সমূহের যে কোন একটি বস্তু গৃহিদিগকে দান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করাকে অযোগ্য-অন্বেষণ-মিথ্যাজীব-কর্ম্ম বলা হয়। তাহা না করা।

(৩) 'কুহণাদি-মিচ্ছাজীব-বিরতি'—কুহক-মিথ্যাজীব-বিরতি; কুহণ, লপন, নিমিত্ত, নিপ্পেসন, লাভেন লাভ-নিজিগিংসনা।' এই পাঁচটি মিথ্যাজীবের বস্তু। তন্মধ্যে,—

(ক) 'কুহণ'—কুহক। তাহা কি?—শীল বিরহিত ভিক্ষু অত্যন্ত শীলবান বলিয়া প্রদর্শন করা, ও আচার্য্য হইবে মনে করিয়া নিজের নিকট অবিদ্যমান গুণ সকল বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রকাশ করাকেই কুহণ কর্ম্ম বলে।

(খ) 'লপন'—আলাপন, কথন। তাহা কি ?—প্রত্যয় লাভ-হেতু তদনুরূপ লাভোপযোগী কথা বলিবার ইচ্ছায় অলজ্জী হইয়া কিছু চাওয়াকে লপন কর্ম্ম বলে।

(গ) 'নিমিত্ত'—নিমিত্ত। তাহা কি ?—স্বকীয় ইচ্ছানু-রূপ প্রত্যয় লাভ হেতু কোন নিমিত্ত প্রদর্শন করাকে নিমিত্ত কর্ম্ম বলে।

(ঘ) 'নিপ্পেসন'—নিষ্পেষণ। তাহা কি ?— বংশ-পেশিদ্বারা অঞ্জন গ্রহণের ন্যায় পরের গুণকে মুছিয়া ফেলিয়া, নিজের গুণ বর্ণনা করা ও পরকীয় লাভের (হানি) ন্যস্ত করিয়া নিজে লাভবান হওয়ার উপায় করা ; এইরূপ কর্ম্মকে নিষ্পেষণ কর্ম্ম বলে।

(ঙ) 'লাভেন লাভনিজিগিংসনা''লাভের দ্বারা লাভ জিগীষণ বা অন্বেষণ করা। তাহা কিরূপ ?—চারি আনা দান প্রাপ্ত হইয়া পরে অন্যের নিকট হইতে এক টাকা প্রতিদান পাইবার ইচ্ছায়, সেই চারি আনা তাহাকে দান করাই লাভের দ্বারা লাভ অন্বেষণ। উপরোক্ত পঞ্চবিধ কর্ম্ম বর্জ্জন করাকে কুহণাদি-মিথ্যাজীব-বিরতি কর্ম্ম বলে।

(৪) 'তিরচ্ছান-বিজ্জা মিচ্ছাজীব-বিরতি'—তির্য্যক্-বিদ্যা-মিথ্যাজীব-বিরতি। তাহা কিরূপ ?—অঙ্গ বিদ্যা, লক্ষণ বিদ্যা প্রভৃতি লৌকিক বিদ্যা সকল ঋষি ও ভিক্ষুদিগের পক্ষে লাভের অযোগ্য বিদ্যা। তাহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ঋষি ও ভিক্ষুদিগের

পক্ষে তির্য্যক্-বিদ্যা (হীনবিদ্যা) মিথ্যাজীব কর্ম্মের অন্তর্গত। তাহা বর্জ্জন করাকে তির্য্যক্-বিদ্যা মিথ্যাজীব-বিরতি কর্ম্ম বলে।

সম্যক্ আজীব দেশনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

৬—সম্মা বায়ামো উদ্দেস।

(১) 'অনুপ্পন্নানং অকুসলানং ধম্মানং অনুপ্পাদায় বায়ামো; (২) উপ্পন্নানং অকুসলানং ধম্মানং পহাণায় বায়ামো, (৩) অনুপ্পন্নানং কুসলানং ধম্মানং উপ্পাদায় বায়ামো, (৪) উপ্পন্নানং কুসলানং ধম্মানং ভিয়্যো ভাবায় বায়ামো।'

(১) 'অনুপ্পন্নানং অকুসলানং ধম্মানং অনুপ্পাদায় বায়ামো'— "আমার সংস্থিতিতে বর্ত্তমান জন্মে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম্ম সমূহের (বর্ত্তমান জন্ম হইতে অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত) অনুৎপাদনের জন্য, (অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্ম) চেষ্টা করিব।"

(২) 'উপ্পন্নানং অকুসলানং ধম্মানং পহাণায় বায়ামো'—(আমার সংস্থিতিতে বর্ত্তমান জন্মে) উৎপন্ন অকুশল ধর্ম্ম সকল (ইহ জন্ম হইতে নির্ব্বাণ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত) পরিত্যাগের জন্য (অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্ম) চেষ্টা করিব।

(৩) 'অনুপ্পন্নানং অকুসলানং ধম্মানং উপ্পাদায় বায়ামো'— (আমার সংস্থিতিতে, বর্ত্তমান জন্মে) অনুৎপন্ন

(সাঁইত্রিশ প্রকার বোধি পক্ষীয়) কুশলধর্ম্ম উৎপন্ন করিবার জন্য (অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্ম) চেষ্টা করিব।

(৪) 'উপ্পন্নানং কুসলনাং ধম্মানং ভিয্যো ভাবায় বায়ামো'—(আমার সংস্থিতিতে ইহ জন্মে) উৎপন্নশীল কুশল ধর্ম্ম সমূহ (যে পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ না পাই, সেই পর্য্যন্ত) উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য (অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্ম) চেষ্টা করিব।

(চারি প্রকার সম্যক্ ব্যায়াম উদ্দেশ সমাপ্ত।)

৬—সম্যক্ ব্যায়াম নির্দ্দেশ।

এই চারি প্রকার সম্যক্ ব্যায়ামকে ইহশাসনে চারি প্রকার (১) সম্যক্ প্রধান—চেষ্টা কর্ম্ম বলে। তাহা কি? এই সত্ত্বলোকে সত্ত্বদিগকে সন্তপ্ত ও পরিতপ্তকারী উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন এই দুই প্রকার অকুশল কর্ম্ম আছে। সত্ত্বের সুখ ও বিশুদ্ধি লাভের জন্য উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন এই দুই প্রকার কুশল কর্ম্ম আছে। তন্মধ্যে অকুশল পক্ষে, দশ প্রকার দুশ্চারিত ইহ জন্মে নিজ সংস্থিতিতে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বকৃত অকুশলকে উৎপন্ন অকুশল বলা হয়। সেই দুশ্চারিত কর্ম্ম ভবিষ্যতে নিজ সংস্থিতিতে উৎপন্ন হইবার অকুশলকে অনুৎপন্ন

(১) "ভূসংদহতি বহতী 'তি পধানং. সম্মদেব পধানং সম্মপ্পধানং।' অর্থাৎ—'সমস্ত দুশ্চারিত ক্লেশ দহন করিয়া নির্ব্বাণ মার্গে বহন করে বলিয়া এই অর্থে প্রধান; সম্যক্ রূপে প্রধান বলিয়া ইহার নাম সম্যক্ প্রধান।

অকুশল বলে। কুশল পক্ষে শীলাদি সাত প্রকার বিশুদ্ধি ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল বিশুদ্ধি ধর্ম্ম নিজ সংস্থিতিতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই উৎপন্ন কুশল। আর যে সকল বিশুদ্ধি ধর্ম্ম এখনও নিজ সংস্থিতিতে উৎপন্ন হয় নাই; তাহা অনুৎপন্ন কুশল। এই রূপে উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন দুই প্রকার কুশল, এবং উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন দুই প্রকার অকুশল বলিয়া এই চারি প্রকার কুশলাকুশল কর্ম্ম জানা উচিত।

বর্ত্তমান জন্মে এই অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্ম সম্যক্ প্রধান-ভাবে চেষ্টা করিলে, বর্ত্তমান নিজ সংস্থিতিতে উৎপন্ন দুশ্চারিত মূলক অকুশল ধর্ম্ম অষ্ট-মার্গ প্রভাবে বর্ত্তমান জন্ম হইতে যে পর্য্যন্ত অনুপাদি শেষ নির্ব্বাণ লাভ না হয় সেই পর্য্যন্ত ভবিষ্যতে নিজ সংস্থিতিতে আর উৎপন্ন হইবে না। এই রূপে উৎপন্ন অনুৎপন্ন এই দুই প্রকার দুশ্চারিত মূলক অকুশল ইহ জন্মে অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্ম অনুরূপ চেষ্টা দ্বারা বিনষ্ট হইলে ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হইবে না। ইহ জন্মে নিজ সংস্থিতিতে অনুৎপন্ন অকুশল অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্মের প্রভাবে মূল বীজ ছিন্ন হইবে। এই রূপ অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্ম চেষ্টা দ্বারা শীলাদি সাত প্রকার বিশুদ্ধি পরম্পরা অষ্ট-মার্গ প্রভাবে অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ লাভ হইলে, আর ভেদ হইবার থাকে না। ইহাই চিরস্থিতি সম্প্রাপ্তি।

ইহ জন্মে নিজ সংস্থিতিতে যে সকল বিশুদ্ধি-ধর্ম্ম পূর্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই, অথবা সম্পূর্ণ লাভ হয় নাই; তাহা অষ্ট-

মার্গ-ধর্ম্ম অনুরূপ চেষ্টা দ্বারা অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্ম প্রভাবে ইহ জন্মে নিজ সংস্থিতিতে উৎপাদিত হয়। সেই জন্য ইহ শাসনে সুচারিত মূলক কুশল উৎপাদনকারী ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা এই চারি পারিষদ বৃন্দের মধ্যে যে কেহ অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্ম অনুরূপ চেষ্টা করিবার জন্য সম্যক্ ব্যায়াম কর্ম্মই এক মাত্র পরমার্থ হিতকর কর্ম্ম বলিয়া সম্যক্ রূপে জানা উচিত। এতদ্ব্যতীত ভিক্ষুর অপরাপর কর্ম্ম, এবং গৃহীর কৃষি, শিল্প বাণিজ্যাদি অপরাপর কর্ম্ম সকল স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্ম নহে। ঐ সকল কর্ম্মকে প্রকৃত অর্থহিত-কর কর্ম্ম বলা যায় না। কিন্তু উহা লৌকিক স্বার্থ হিতকর কর্ম্ম বলিয়া জানা উচিত। এই অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্ম অনুরূপ চেষ্টা করাই একমাত্র অর্থ হিত-কর কর্ম্ম। সেই হেতু ইহাকে সম্যক্-প্রধান কর্ম্ম বলে।

(১) অকুশল পক্ষে ইহ জন্মে নিজ সংস্থিতিতে উৎপন্ন দুশ্চারিত কর্ম্ম দ্বারা ভবিষ্যৎ জন্ম সমূহে নিজ সংস্থিতিতে আবার দুশ্চারিত কর্ম্ম উৎপন্ন না হইবারজন্য অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্মকে প্রধান-ভাবে চেষ্টাকরাই সম্যক্ ব্যায়াম।

(২) ইহজন্মে নিজ সংস্থিতিতে অনুৎপন্ন অকুশল উৎপন্ন না হইবার জন্য ইহ জন্ম হইতে যে পর্য্যন্ত অনুপাদি-শেষ নির্ব্বাণ-লাভ না হয় সে পর্য্যন্ত অষ্ট-মার্গ-ধর্ম্ম প্রধান ভাবে চেষ্টা করাই সম্যক্ ব্যায়াম।

(৩) কুশলপক্ষে ইহজন্মে সেই সকল বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হই-

বার জন্য "কামং তচো, ন্হারু চ অট্ঠি, উপস্সুস্সতু অবসিস্সতু মে সরীরে মাংস লোহিতং যং তং পুরিস-থামেন, পুরিস পরক্কমেন পত্তব্বং, ন তং অপত্বা বীরিয়স্স সণ্ঠানং ভবিস্সতি।" অর্থাৎ—'আমার শরীরে ত্বক্, স্নায়ু, অস্থি ও অবশিষ্ট মাংস রক্ত • নিশ্চয় শুষ্কতাপ্রাপ্ত হউক, এইধ্যান, বিদর্শন, মার্গ ও ফল ধর্ম্মকে পুরুষ শক্তিতে, ও পুরুষ পরাক্রমে যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা প্রাপ্ত না হইয়া যেন (আমার) বীর্য্য-সংস্থিতির পরিহানি না হয়, চেষ্টায় শিথিলতা না জন্মে,—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রধানভাবে কুশল চেষ্টা করাই সম্যক্ ব্যায়াম।

(৪) ইহ জন্মে নিজ সংস্থিতিতে রক্ষা করিবার "পঞ্চশীল, আজীবাষ্টকশীল ইত্যাদি অন্তমার্গে অনুষ্ঠিত শীল সকল, শীল-বিশুদ্ধি শ্রেণীর শীল। তাহা ভবিষ্যতে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার জন্য প্রধানভাবে অষ্টমার্গ চেষ্টা করাই সম্যক্ ব্যায়াম।

এইরূপে চারিভাগে মনুষ্যের জানিবার সহজ উপায়। ইহা কার্য্যভেদে চারি প্রকার বটে, কিন্তু চেষ্টাহিসাবে এক প্রকার। একটি বিশুদ্ধিলাভের চেষ্টা করিলে, সেই চারিটি কার্য্য একত্রে সম্পন্ন হয়।

চারিপ্রকার সম্যক্ব্যায়াম দেশনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

৭—সম্যক্ স্মৃতি উদ্দেশ।

'কায়ানুপস্‌সনা সতিপট্‌ঠানং, বেদনানুপস্‌সনা সতি-পট্‌ঠানং, চিত্তানুপস্‌সনা সতিপট্‌ঠানং, ধর্ম্মানুপস্‌সনা সতিপট্‌ঠানং।'

(১) "কায়ানুদর্শন-স্মৃতি-উপস্থান, (২) বেদনানুদর্শন-স্মৃতি-উপস্থান, (৩) চিত্তানুদর্শন-স্মৃতি-উপস্থান, (৪) ধর্ম্মানু-দর্শন-স্মৃতি-উপস্থান"। এইরূপে স্মৃতি উপস্থান চারি প্রকার।

সম্যক্ স্মৃতি নির্দ্দেশ।

স্বভাবতঃ চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল, কখনও একটি বিষয়ে স্থির থাকে না। সর্ব্বদাই রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ইত্যাদি অবলম্বনে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। ইহার গতি অতি বিচিত্র। চিত্ত সমাধি ও বিদর্শন ভাবনায় স্থির হইতে চায় না। সাধারণ লোক চিত্তের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। সেই জন্যই পৃথক্‌জন বা অব্যবস্থিতচিত্ত-ব্যক্তিকে উন্মত্ত বলিয়া বলা হয়। কারণ ধীর, পণ্ডিত, মেধাবিগণের ন্যায় তাহারা স্বীয় চিত্তকে বশীভূত করিতে পারে না।

এই অস্থির, চঞ্চল, অব্যবস্থিত-চিত্তকে সুস্থির, সংযত ও উপস্থাপিত করিবার জন্যই ভগবান বুদ্ধ চারিটি স্মৃত্যোপস্থান ভাবনার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ['আনাপান' নীতিদ্রষ্টব্য]

চারিটি স্মৃতি উপস্থানের সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

৮—সম্যক্ সমাধি উদ্দেশ।

'পঠমজ্ঝান সমাধি, দুতিয়জ্ঝান সমাধি, ততিয়-জ্ঝান সমাধি, চতুত্থজ্ঝান সমাধি।'

(১) প্রথম ধ্যান সমাধি, (২) দ্বিতীয়ধ্যান সমাধি, (৩) তৃতীয়ধ্যান সমাধি, (৪) চতুর্থধ্যান সমাধি ভেদে সমাধি চারি প্রকার। তন্মধ্যে,—

'কসিণ' * অবলম্বন যুক্ত যে-কোন একটি সমাধি কর্ম্মস্থান ভাবনাবলম্বনে চিত্তের অবিক্ষিপ্ত ভাবযুক্ত একাগ্রতাকে প্রথম-ধ্যান সমাধি বলা হয়। তদ্রূপ দ্বিগুণ একাগ্রতাকে দ্বিতীয়-ধ্যান, তিনগুণ একাগ্রতাকে তৃতীয়ধ্যান, এবং চতুর্গুণ একাগ্রতাকে চতুর্থধ্যান সমাধি বলাহয়।

৮—সম্যক্-সমাধি-নির্দ্দেশ।

ভাষা শিক্ষাকারীর পক্ষে "বর্ণপরিচয়" প্রথম ভাগ, পঠন যেমন প্রথম সম্পাদ্য কর্ম্ম, তদ্রূপ ভাবনা কার্য্যের মধ্যেও স্মৃতি উপস্থান ভাবনাই প্রথম সম্পাদ্য কর্ম্ম। স্মৃতি-উপস্থান কার্য্য সম্পাদিত হইলে চিত্তের উন্মত্ততা বিলুপ্ত হইয়া একাগ্রতা লাভ হয়। পরে তদূর্দ্ধ বিভিন্ন কর্ম্মস্থান ভাবনায় চিত্তকে

---

* 'কসিণ' কৃৎস্ন অর্থাৎ সকল। পৃথিবী কৃৎস্ন ইত্যাদি দশ প্রকার রূপাবচর সমাধির ধ্যানাবলম্বনকে বুঝা উচিত। যোগী ব্যতীত ইহা জানিবার উপায় নাই। ইহা এক একটি মহাসমুদ্র তুল্য। কিন্তু উহা লাভ করিবার জন্য পৃথিবী মণ্ডলাদি কৃত্রিম কৃৎস্ন ধ্যানের অভ্যাসের জন্য ব্যবহৃত হয়।

নিযুক্ত করিতে পারা যায়। স্মৃতি- উপস্থান কার্য্য সম্পাদিত হইলে নিজের রূপাদি স্কন্ধ সমূহে যথাবিধি প্রত্যহ এক হইতে দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত যোগ অভ্যাস দ্বারা নিজের চিত্তকে শান্ত ভাবে দমন করিয়া রাখা সেই প্রথম ভাগ পাঠের ন্যায় বলিয়া জানিবে। অতঃপর "মঙ্গলসূত্র" "পরিত্রাণ" "ব্যাকরণ" ও 'সংগ্রহ' পাঠ করার ন্যায় চিত্ত বিশুদ্ধিভূক্ত সমাধির চারিটি ধ্যানে সম্যক্ প্রণিহিত হইতে হইবে। সেই চারিটি ধ্যানের মধ্যে,—

প্রথম ধ্যান প্রভৃতি সমাধি বলিলে 'কসিণং' দশটি, অশুভ দশটি, কেশ, লোম ইত্যাদি দ্বাত্রিংশৎ প্রকার একটি, 'আনাপান' একটি, মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা ব্রহ্ম বিহারের তিনটি, এই পঞ্চ বিংশতি কর্ম্মস্থানের মধ্যে যে কোন একটি কর্ম্মস্থান ভাবনা অভ্যাস দ্বারা 'পরিকর্ম্ম,' 'উপাচার' ও 'অর্পণা' ভাবনার সহিত উপরোক্ত প্রথম ধ্যানাদি লাভ হয়। উহা সম্পাদন করিবার জন্য প্রথম ধ্যানাদি লাভের অনুকূল 'আনাপান' সমাধি ভাবনা অভ্যাস করা উচিত। কারণ তদ্বারা স্মৃতি-উপস্থান কার্য্য সমাধির চারিটি ধ্যানের কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সমাধি সম্বন্ধে বিশুদ্ধি-মার্গ নামক অর্থ কথা গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। [এস্থানে 'আনাপান দীপনী' নীতি দ্রষ্টব্য।]

সম্যক্ সমাধির চারিটি ধ্যানের সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের স্বরূপ বর্ণনা সমাপ্ত।

সমাধি ভাবনার কার্য্য ফল নির্দ্দেশ।

কোন কোন সাধু, সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ও তীর্থকরগণ সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মলোককেই তাঁহাদের অনবশেষ নির্ব্বাণ বলিয়া মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দৃষ্টি অপনীত করিবার জন্য নিম্নে সমাধি ধ্যানের ফল বিপাকের সহিত বুদ্ধের নবাবিষ্কৃত মধ্যপথের নির্দ্দেশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। সমাধি সাধারণতঃ 'পরিকর্ম্ম', 'উপচার' ও 'অর্পণা' ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে 'উপচার' অর্থে কামাবচর সমাধিকে বুঝায়। 'অর্পণা' সমাধি সাকার ও নিরাকার ব্রহ্ম ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে 'সাকার' ব্রহ্ম বা রূপাবচর সমাধির ধ্যানপ্রাপ্ত ও নিরাকার ব্রহ্ম বা অরূপাবচর সমাধির ধ্যান প্রাপ্ত যোগিগণ, মরণান্তে সাকার ও নিরাকার ব্রহ্ম ভূমিতে ঔপপাতিক সত্ত্ব রূপে জন্মগ্রহণ করতঃ পরিমিত আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া চ্যুতির পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। নিম্নে উক্ত ভূমির একটি তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে।

রূপলোক বা সাকারব্রহ্ম ভূমি,—

ধ্যান—হীন, মধ্যম ও শ্রেষ্ঠতানুক্রমে,

প্রথম ধ্যানভূমি,—

১। ব্রহ্ম পরিসজ্জা

২। ব্রহ্ম পুরোহিত

৩। মহাব্রহ্মা

দ্বিতীয় ধ্যানভূমি,—

৪। পরিত্তাভা

৫। অপ্‌পমাণাভা

৬। আভাস্‌সরা

তৃতীয় ধ্যানভূমি,—

৭। পরিত্ত সুভা

৮। অপ্‌পমান সুভা

৯। সুভকিণ্‌হা

চতুর্থ ধ্যানভূমি,—

১০। বেহপ্‌ফলা

১১। অসঞ্‌ঞ সত্তা

পঞ্চ শুদ্ধ বাসভূমি,—

১২। অবিহা

১৩। অতপ্‌পা

১৪। সুদস্‌সা

১৫। সুদস্‌সী

১৬। অকনিট্‌ঠা

ইহাই সাকার ব্রহ্মভূমির সর্ব্বোচ্চ স্তর। চতুর্বিধ ধ্যানই চারিটি সমাপত্তি বা বিমোক্ষের অষ্ট সোপানের প্রথম ভাগ, চারিটি সোপান।

অরূপ লোক বা নিরাকার ব্রহ্ম ভূমি,

১ম ধ্যান—১৭ :—আকাসানঞ্চায়তন,

২য় „ —১৮ ঃ—বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন,

৩য় „ —১৯ ঃ—আকিঞ্চঞ্ঞঞ্ঞায়তন,

৪র্থ „ —২০ ঃ—নেব সঞ্ঞঞ্ঞা না সঞ্ঞঞ্ঞায়তন।

ইহা অরূপাবচর সমাধির চারিটি ধ্যানের চারি ভূমি। ইহাও চারিটি সমাপত্তি বা বিমোক্ষের অষ্ট সোপানের দ্বিতীয় ভাগ, পৃথক্জন-বিমোক্ষ বা নির্ব্বাণ। কিন্তু পৃথক্জন "শুদ্ধ বাস" ভূমিতে জন্ম লাভ করিতে পারে না, তজ্জন্য অভিধর্ম্মে 'পুথুজ্জনা নলব্ভন্তি সুদ্ধাবাসেসু সব্বথা'—বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

রূপাবচর সমাধির প্রথম ধ্যান "ব্রহ্মপরিসজ্জা" ভূমি হইতে চতুর্থ ধ্যানের "অসংজ্ঞ-সত্ব" ভূমির উপরে '(১২) অবিহা, (১৩) অতপ্পা, (১৪) সুদস্সা, (১৫) সুদস্সী, (১৬) অকনিট্‌ঠা' এই পঞ্চ "শুদ্ধ-বাস" ভূমিই (১) 'অন্তর পরি-নিব্বায়ী, (২) উপহচ্চ পরিনিব্বায়ী, (৩) অসঙ্খার পরিনিব্বায়ী, (৪) সসঙ্খার পরিনিব্বায়ী, (৫) উদ্ধং সোত অকনিট্‌ঠগামী।' এই পঞ্চ শ্রেণীর চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার অনাগামী ফলস্থ পুদ্গল-গণের বাসভূমি। তাঁহারা ইহলোকে আর জন্ম পরিগ্রহ করেন না। সেই স্থানেই বিদর্শন ভাবনা দ্বারা বিশুদ্ধি পরম্পরা, অর্হৎমার্গ ও অর্হৎ ফল লাভ করতঃ অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহাই বুদ্ধের নবাবিষ্কৃত নাম রূপ ধর্ম্মের উভয় ভাগ হইতে বিমুক্ত, নাম রূপ ধর্ম্মের মধ্য পথ বা আর্য্য-মার্গ।

যাঁহারা সেই "শুদ্ধ বাস" ভূমির নিম্নে একাদশটি সাকার ব্রহ্ম ভূমিতে 'অর্পণা' সমাধির ধ্যান ফলে জন্ম লাভ করেন, এবং সাকার ব্রহ্মের সামীপ্য লাভে চরম নির্ব্বাণ লাভ ঘটিয়াছে মনে করিয়া আর পুনরায় জন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে উচ্ছেদ-বাদী বা উচ্ছেদ-দৃষ্টি বলা হয়। যাঁহারা নিরাকার চিত্ত ও চৈতসিক নাম-ধর্ম্মকে আত্মা, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, ধ্রুব, শাশ্বত বলিয়া নিরাকার ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ চরম নির্ব্বাণ বা কৈবল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগকে শাশ্বত-বাদী বা শাশ্বত-দৃষ্টি বলা হয়। ইঁহারা উভয় দল ভ্রান্ত, ব্রহ্মজালে নিপাতিত, অন্ধ, বাল পৃথক্‌জন। ইঁহারাই লোকোত্তর মার্গ, ফল ও নির্ব্বাণ ধর্ম্ম না জানিয়া এইরূপ মিথ্যা-বাদ যুক্ত মিথ্যা দৃষ্টি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বোধিসত্ত্ব তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণের পর যখন বৈশালীতে গমন করেন তখন আরারের পুত্র কালাম নামক জনৈক খ্যাত-নামা সন্ন্যাসীর তিন শত শিষ্য ছিল। আরার কালাম 'অকিঞ্চঞ্ঞায়তন' যোগ শিক্ষাদিতেন। বোধিসত্ত্ব শাক্যসিংহ কালামের এই ধর্ম্ম অনির্ব্বাণিক—চরম নির্ব্বাণ লাভের অযোগ্য জানিয়া বৈশালী ত্যাগ করেন।

যখন শাক্যসিংহ মগধের পাণ্ডব পাহাড়ের গুহায় বাস করেন, তখন রামপুত্র রুদ্রক নামক জনৈক সংঘাধিপতি পরিব্রাজক রাজ গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে

সাত শত শিষ্য ছিল। রুদ্রক সাত শত শিষ্যের নেতা ও ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন।

একদা শাক্যসিংহ রুদ্রককে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার উপদেষ্টা কে ? আপনি কি রূপ ধর্ম্মজ্ঞাত আছেন ? ইহার উত্তরে রুদ্রক বলিলেন,—আমি স্বয়ং শিক্ষিত, স্বয়ং জ্ঞাত। বোধিসত্ত্ব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি রূপ ধর্ম্মজ্ঞাত আছেন ? রুদ্রক উত্তর করিলেন, আমি 'নেবসঞ্ঞা না সঞ্ঞায়তন' নামক সমাধির উপায় জ্ঞাত আছি। অনন্তর শাক্যসিংহ রুদ্রকের নিকট উপদেশ গ্রহণ না করিয়া কোন এক নির্জ্জন প্রদেশে গমন পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইলেন। পূর্ব্বোপার্জ্জিত পরমিতা বিশেষের বলে ও তপশ্চরণের প্রভাবে ব্রহ্মচর্য্য সহকৃত প্রনিধান সহস্রের ফলে শত শত প্রকারের সমাধি তাঁহার জ্ঞান গোচর হইয়াছিল। এইক্ষণে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া রুদ্রকের সমাধি বিনা উপদেশে আপনা আপনি জ্ঞাত হইতে পারিলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! এই সমাধির পরে আর কোন জ্ঞাতব্য বিষয় আছে কি না বলুন। শুনিয়া রুদ্রক বলিলেন, নাই। বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, রুদ্রকের শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর, রুদ্রকের জ্ঞেয় পথে নির্ব্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, সম্বোধি লাভের সম্ভাবনা নাই। এই বলিয়া তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। রুদ্রকের (১) কোণ্ডাণ্য, (২) বাপ্পা, (৩) ভদ্রিয়, (৪) মহানাম, (৫) অশ্বজিত নামক এই

পাঁচজন শিষ্য তাঁহার সহিত চলিয়া গেলেন। ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাঁরা প্রায়শঃ "ভদ্র পঞ্চ বর্গীয়" নামে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধ স্বীয় ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রথমে এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নিকট প্রচার করিবার জন্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর অষ্টম সপ্তাহে বারাণসী যাত্রা করিলেন। বুদ্ধ তথায় সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের মধ্যে আয়ুষ্মান কোণ্ডাণ্যের সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল।

উপরোক্ত কালাম ও রুদ্রক সন্ন্যাসীদ্বয়ের মধ্যে তাঁহারা কেহই পরম বিশুদ্ধির পথ জানিতেন না। কেহ আকিঞ্চঞ্ঞ-ঞ্ঞায়তন, ও কেহ নেবসঞ্ঞ্ঞানাসঞ্ঞ্ঞায়তন' ভবাগ্র ভূমিকে অনবশেষ নির্ব্বাণ বা কৈবল্য বলিয়া মিথ্যাবাদযুক্ত মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করেন। সেইজন্য একদা ভগবান তাঁহার অগ্রশ্রাবক সারিপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"অষ্টসমাপত্তি লাভী যে পুদ্গলের * (১) পঞ্চ নিম্ন ভাগীয় বন্ধন সমূহ বিনষ্ট হয় নাই, তিনি এই জন্মে নৈবসজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনে উপস্থিত হইয়া তথায় উপগত ব্রহ্মগণের সহিত বিচরণ করেন। তিনি তথা হইতে চ্যুত হইয়া আগামী হয়েন অর্থাৎ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন।"

"তজ্জন্য অভিধর্ম্মের বিভঙ্গ নামক প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, "জীবগণ পুন্য কর্ম্ম প্রভাবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কাম, রূপ, অরূপ

* (১) সৎকায়দৃষ্টি, (২) বিচিকিৎসা, (৩) শীলব্রত অর্থাৎ গোব্রত কুকুরব্রত ইত্যাদি, (৪) কামচ্ছন্দ, (৫) ব্যাপাদ এই পঞ্চনিম্ন ভাগীয় সংযোজন বা বন্ধন।

নৈবসংজ্ঞ নাসংজ্ঞায়তন ভবাগ্র ভূমি প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু তাদৃশ দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট সত্ত্ব গণের আয়ুষ্কাল অবসানে চ্যুতি ঘটে এবং দুর্গতিতেও গমন করিতে হয়।” মহর্ষি ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন—“লোকে কোন ভবই নিত্য নহে। সেই জন্য নিজ মঙ্গলান্বেষী সদ্বিবেচক, নিপুণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ জরা মরণের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য উত্তম মার্গ-ধর্ম্ম ভাবনা করেন। তাঁহারা শুচীভূত নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সমর্থ মার্গ-ধর্ম্ম ভাবনা করিয়া সর্ববভব,—(কর্ম্ম ও উৎপত্তিভব) পরিজ্ঞাত হইয়া আশ্রব শূন্য হইয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।”

যাঁহারা চরমবিশুদ্ধি বা সমুচ্ছেদ নির্ব্বাণার্থী তাঁহাদের ইহা জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, সমাধি ও বিদর্শন এই দুই ধর্ম্ম ভাবনার দ্বারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সমাধি ও বিদর্শন কর্ম্মস্থান ভাবিত হইলে তৃষ্ণা ও অবিদ্যা নষ্ট হয়। যাহা দ্বারা তৃষ্ণানুশয় ক্লেশকে বিনাশ করা যায় তাহাকে সমাধি এবং যাহা দ্বারা তৃষ্ণানুশয়ের কারণ অবিদ্যাকে বারণ করা যায় তাহার নাম বিদর্শন।

সমাধি ভাবনার ফল রাগের, বিরাগ অর্থাৎ বিনাশ বশতঃ চিত্তের বিমুক্তি এবং বিদর্শন ভাবনার ফল অবিদ্যা বিরাগ অর্থাৎ বিনাশ বশতঃ প্রজ্ঞা-বিমুক্তি। এই বিমুক্তিই চরম নির্ব্বাণ। অর্থাৎ সমাধি ভাবনার দ্বারা রূপারূপ ধ্যান বা অষ্ট সমাপত্তি অথবা বিমোক্ষ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু স্রোতাপন্ন হইয়া প্রথম লোকোত্তর মার্গস্থান ও ফলস্থান

লাভ অথবা শুদ্ধ বাস ভুমি লাভ করা যায় না। স্রোতাপন্ন মার্গ লাভ না হইলে চারি নরক গমনের হেতুও বন্ধ হয় না। তজ্জন্য স্রোতাপন্ন হইয়া প্রথম মার্গ ও ফলস্থান প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিদর্শন ভাবনা চেষ্টা করা উচিত। নতুবা দুর্গতিতে বিনিপাত, বা চারি অপায়ে পতনের ভয় থাকিবে।

বিমুক্তি সাধারণতঃ তিন প্রকার,—'তদঙ্গ' 'বিক্কম্ভণ' ও 'সমুচ্ছেদ'। তন্মধ্যে এই স্থানে "রূপাবচর সমাধির ধ্যান প্রাপ্তিকে "তদঙ্গ বিমুক্তি"। "অরূপাবচর সমাধির ধ্যান প্রাপ্তিকে "বিক্কম্ভন বিমুক্তি"। এবং বিদর্শন কর্ম্মস্থান ভাবনার দ্বারা দৃষ্টি বিশুদ্ধি ইত্যাদি বিশুদ্ধি পরম্পরা রূপারূপ বিমোক্ষ ভেদ পূর্ব্বক মধ্য পথে উভয় ভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়াকে "সমুচ্ছেদ্ বিমুক্তি" বলা হয়। ইহাই পরম বিশুদ্ধি বা চরম নির্ব্বাণ। [আনাপান দীপনী দ্রষ্টব্য।]

সমাধি ভাবনার সংক্ষিপ্ত কার্য্যফল সমাপ্ত।

ত্রিবর্ত্ত ধর্ম্ম সমুহের চতুর্ব্বিধ নির্দ্দেশ নীতি।

বর্ত্তদুঃখ অর্থে, ক্লেশ-বর্ত্ত, কর্ম্ম-বর্ত্ত, ও বিপাক-বর্ত্তকেই বুঝায়।

তন্মধ্যে,—

(ক) অপায় (নরক) সংসার সংযুক্ত ত্রিবর্ত্ত,

(খ) কাম সুগতি ,, ,,

(গ) রূপ ,, ,, ,,

(ঘ) অরূপ ,, ,, ত্রিবর্ত্ত।

এইরূপে ত্রিবর্ত্ত চারিভাগে বিভক্ত।

(ক) অপায় সংসার সংযুক্ত ত্রিবর্ত্ত বলিলে,—

(১) সৎকায় দৃষ্টি ও বিচিকিৎসা এই ক্লেশ দুইটিকে 'ক্লেশবর্ত্ত' বলা হয়।

(২) প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য, পিশুন বাক্য, কর্কশবাক্য, সম্প্রলাপ, ও অভিধ্যা, (লোভ) ব্যাপাদ, (দ্বেষ) মিথ্যাদৃষ্টি, (মোহ) এই "দশ অকুশল কর্ম্ম পথকে" 'কর্ম্মবর্ত্ত' বলা হয়।

(৩) নৈরয়িক, তির্য্যক্, প্রেত ও অসুরকায় স্কন্ধপ্রাপ্ত সত্ত্বগণ, অপায় বিপাক কর্ম্মজ স্কন্ধ দুইটিকে 'বিপাক-বর্ত্ত' বলা হয়।

যে সকল সত্ত্বগণের পূর্ব্বোক্ত সৎকায় দৃষ্টি ও বিচিকিৎসা এই দুইটি ক্লেশ বর্ত্তমান আছে, তাহারা উপরি ভবাগ্র ভূমিতে পুনঃ পুনঃ অসংখ্য, অনন্ত জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় ধীবর, ব্যাধ, চোর, ডাকাত প্রভৃতি অকুশল কর্ম্ম-বর্ত্তে জন্মলাভ করতঃ তদনুরূপ কর্ম্ম করিয়া পুনর্ব্বার অবীচি ইত্যাদি অপায় কায়স্কন্ধ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইয়া সংসার পরিভ্রমণ করাকে বর্ত্ত বলা হয়।

(খ) কাম সুগতি সংসার ত্রিবর্ত্ত।

(১) রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ ইত্যাদি পঞ্চ কাম গুণ প্রাপ্তির ইচ্ছা করাকেই কাম-তৃষ্ণারূপ ক্লেশবর্ত্ত বলা হয়।

(২) দান, শীল, ভাবনাদি দশটি কামাবচর পুণ্য ক্রিয়া বস্তুকে 'কর্ম্মবর্ত্ত' বলা হয়।

এক মনুষ্য লোকে স্থিত মনুষ্য সত্বগণ, ও ছয় দেবলোকে স্থিত দেব সত্বগণ, বিপাক স্কন্ধ প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগকে "বিপাক কর্ম্ম-বর্ত্ত" বলে। এই সকল সত্বগণের তাদৃশ কাম তৃষ্ণা থাকিলে তাহারা উপরি ভবাগ্র ভুমিতে ঐ সকল কর্ম্ম ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিলেও সেই তৃষ্ণার হেতু তাহাদিগকে তৃষ্ণার দাস হইতে হয়।

(গ+ঘ) রূপ ও অরূপ সংসার ত্রিবর্ত্ত।

(১) রূপ ও অরূপ ভব মধ্যে রূপ-তৃষ্ণা ও অরূপ-তৃষ্ণা সমূহকে "ক্লেশ-বর্ত্ত" বলা হয়।

(২) রূপ-কুশল ও অরূপ-কুশল বলিলে, রূপারূপ ধ্যান কুশল কর্ম্ম সমূহকেই রূপারূপ কর্ম্মবর্ত্ত বলা হয়।

(৩) রূপ-ব্রহ্মা কর্ম্মজ বিপাক পঞ্চ স্কন্ধ ও অরূপ-ব্রহ্মা বিপাক, রূপবিহীন চারিটি নাম স্কন্ধ প্রাপ্তিকে "বিপাকবর্ত্ত" বলা হয়।

রূপ-তৃষ্ণা, রূপ কুশল কর্ম্মদ্বারা রূপ-ব্রহ্মা স্কন্ধ, ও অরূপ তৃষ্ণা অরূপ কুশল কর্ম্মদ্বারা অরূপ-ব্রহ্মা স্কন্ধ প্রাপ্ত হয় বলিয়া ত্রিবর্ত্তকে একত্রে দুইভাগে বর্ণিত হইল।

ত্রিবর্ত্ত ধর্ম্ম চারিভাগে দেশনা নীতি সমাপ্ত।

অষ্টাঙ্গিকমার্গ এবং ত্রিবর্ত্ত চারিভাগে বর্ণনা নীতি।

স্রোতাপত্তি অষ্টাঙ্গিকমার্গ, সকৃদগামী অষ্টাঙ্গিকমার্গ, অনাগামী অষ্টাঙ্গিকমার্গ, ও অর্হৎ অষ্টাঙ্গিকমার্গ, অষ্টাঙ্গিকমার্গ এই চারিভাগে বিভক্ত।

(১) স্রোতাপত্তি অষ্টাঙ্গিকমার্গলাভী পুদ্‌গলগণের অপায় সংযুক্ত ত্রিবর্ত্ত নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়। পশ্চাৎ সাত জন্মের শেষ জন্মে কাম-সুগতি-সংযুক্ত ত্রিবর্ত্ত নিরবশেষ নিরুদ্ধ হইবে। তাঁহাদের সাত বারের অধিক আর জন্ম হইবে না।

(২) সকৃদাগামী অষ্টাঙ্গিকমার্গলাভী পুদ্‌গলগণের পূর্ব্বোক্ত স্রোতাপত্তির সাত জন্মের মধ্যে দুই জন্ম অবশিষ্ট থাকিতে উপরি পাঁচ জন্মের মধ্যে কাম-সুগতি-ত্রিবর্ত্ত নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়।

(৩) অনাগামী অষ্টমার্গাঙ্গলাভী পুদ্‌গলগণের সকৃদগামীর কাম-সুগতি অবশিষ্ট দুই জন্ম নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়। রূপারূপ ভবেও স্রোতাপত্তি ও সকৃদাগামীরা আছেন।

(৪) অর্হৎ অষ্টাঙ্গিকমার্গলাভী পুদ্‌গলগণের রূপ-সংসার ও অরূপ সংসার সংযুক্ত ত্রিবর্ত্ত নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ সমস্ত ক্লেশের সমুচ্ছেদ নির্ব্বাণ হয়।

অষ্টাঙ্গিকমার্গের মূল বিশেষের কার্য্যফল বর্ণনা নির্দ্দেশ।

ত্রিবর্ত্ত চারি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে,—বর্ত্তমান বৌদ্ধদিগের পক্ষে প্রথমতঃ অপায় সংযুক্ত ত্রিবর্ত্তকে নিরুদ্ধ করিবার কর্ম্মই

একমাত্র প্রধান। কারণ কোন লোকের মস্তকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, প্রথমে সেই অগ্নি নির্ব্বাপন করাই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। অন্যথা উহা এক মিনিট সময় প্রজ্বলিত থাকিলে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেইরূপ এই শাসনে যে অপায় সংযুক্ত ত্রিবর্ত্তের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নিরবশেষ নিরুদ্ধ করাই এক মাত্র প্রধান কর্ত্তব্য। তদ্ধেতু প্রতিপাদ্যগ্রন্থে অপায়-সংসার সংযুক্ত ত্রিবর্ত্ত নির্ব্বাণ করিতে অষ্টাঙ্গিকমার্গের বিশেষ বর্ণনানীতি অনুক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে,—

সৎকায় দৃষ্টি ও বিচিকিৎসা এই দুইটি ক্লেশের মধ্যে সৎকায়-দৃষ্টি প্রধান রূপে উৎপন্ন হয়। সৎকায়-দৃষ্টি নিরবশেষ নিরুদ্ধ হইলে, বিচিকিৎসা, দশ অকুশল কর্ম্মপথ এবং অপায় সংসার ইত্যাদি সমস্তই নিরবশেষ নিরূদ্ধ হয়।

সৎকায় দৃষ্টি অর্থে আত্মদৃষ্টিরই নামান্তর বুঝায়। চক্ষুকে 'আমার চক্ষু', দর্শককে 'আমার আত্মা', 'আমি আছি', 'আত্মা আছে', এরূপ 'আত্মার' একান্ত আস্তিক্য ভাবকেই দৃষ্টি বলা হয়। সেইরূপ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন আয়তনে 'আমি', ইহা 'আমার আত্মা', এরূপ আত্মার একান্ত আস্তিক্য ভাবকে দৃষ্টি বলা হয়। সেই সেই রূপ সংস্থিতি দেখিবার সময় 'আমার চক্ষু', 'আমি' দর্শন করিতেছি বলিয়া চক্ষুতে 'আত্ম' ভাব, সেই সেই শব্দ শ্রবণ করিবার সময় 'আমি' শ্রবণ করিতেছি, সেই সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিবার সময় 'আমি' ঘ্রাণ করিতেছি, সেই সেই রসাস্বাদন কালে আমি আস্বাদন করিতেছি, কায়ে উষ্ণ, শীত,

ক্লান্তি বেদনা ইত্যাদি উৎপন্ন হইবার সময় 'আমার' উষ্ণ বোধ হইতেছে, আমার শীত বোধ হইতেছে, আমার ক্লান্তি বোধ হইতেছে, আমার বেদনা বোধ হইতেছে, প্রভৃতি চিন্তা হইলে 'আমার' চিন্তা ইত্যাদি এরূপ 'আমিত্ব' ভাব পোষণ করে; ইহাই 'আমিত্ব'—কর্ম্ম। এই মন 'আমার', মনই 'আমি' বলিয়া মনের আমিত্ব; এইরূপে অভ্যন্তরে আপন কায়ে স্বীয় আয়তন সমূহে সৎকায়-দৃষ্টি উৎপাদিত হয়। অতীত জন্মেও এরূপ অন্ধ বিশ্বাস ও আত্ম ভ্রম থাকাতে, সমস্ত দুশ্চারিত কর্ম্ম সৎকায় দৃষ্টির আশ্রয়ে সম্পন্ন করিয়া সত্ত্বাস সংস্থিতিতে অনুগত থাকে। পর পর জন্মেও অন্ধ বিশ্বাস ও আত্ম ভ্রম থাকাতে অনাগতে ও সমস্ত দুশ্চারিত কর্ম্ম সৎকায় দৃষ্টির আশ্রয়ে উৎপন্ন হইবে। সেইজন্য সৎকায় দৃষ্টি বর্ত্তমান চেষ্টায় নির্ব্বাপিত হইলে পুরাতন ও নূতন দুশ্চারিত কর্ম্ম সকল অনবশেষ নিরুদ্ধ হয়। তাহাতে অপায় সংসার ও নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়। বর্ত্তমান জন্মে অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ লাভ করিবার সময় সেই সেই সংস্থিতি দুশ্চারিতকে ভাল বলিয়া মিথ্যা দৃষ্টি গত সমস্ত নিরয়, তির্য্যক্, প্রেত, ও অসুর কায় সত্ত্বগণের অপায় ভব ও সৎকায় দৃষ্টি নিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়। সেই অপায় সংসার ত্রিবর্ত্তনিরুদ্ধ হইয়া সউপাদিশেষ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে লৌকিক ভূমির পুদ্গল হইতে লোকোত্তর ভূমির পুদ্গল ও পৃথক্ জন হইতে আর্য্য পুদ্গল নামে অভিহিত হয়। এইরূপে

সৎকায় দৃষ্টি রূপ ক্লেশ-কর্ম্ম-বীজ প্রদর্শিত হইল। সেই সৎকায় দৃষ্টি সত্ত্বাসস্কন্ধ নিচয়ে তিন ভূমিতে অবস্থিত থাকে। প্রথম 'অনুশয়' ভূমিতে, দ্বিতীয় 'পরি উত্থান' ভূমিতে, ও তৃতীয় 'ব্যতিক্রম' ভূমিতে অবস্থিত থাকে। তন্মধ্যে তিন প্রকার কায়িক দুশ্চারিত কর্ম্ম, ও চারি প্রকার বাচনিক দুশ্চারিত কর্ম্ম, এই সাত প্রকার দুশ্চারিত কর্ম্মকে ব্যতিক্রম কর্ম্ম বলে। মন কর্ম্মকে "পরিউত্থান" কর্ম্ম বলে। এই কায়, বাক্য ও মন এই তিন প্রকার কর্ম্মের মূল বীজ-স্বরূপ 'আত্মদৃষ্টি' এই কায় স্কন্ধের ভিতরে অব্যক্ত ভাবে আশ্রিত বলিয়া অনন্ত সংসারে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত দৃষ্টিকে 'অনুশয়' ভূমি বলা হয়। এইরূপে 'অনুশয়' 'পরিউত্থান' ও 'ব্যতিক্রম' ভেদে সৎ কায় দৃষ্টির তিন ভূমি প্রদর্শিত হইল।

দৃষ্টি-দুশ্চারিত উৎপন্ন হইবার অবলম্বনের সহিত চক্ষু প্রভৃতি ষড়বিধ দ্বারের এক এক দ্বারের স্পর্শ হইতে সেই দুষ্টি হেতুতে অকুশল উৎপন্ন হইবার সময়ে উহা প্রথমতঃ অনুশয় ভূমিতে থাকে, পরে উহা যখন 'পরিউত্থান' করে তখন তাহাকে মন-কর্ম্ম বলা হয়। এই মন-কর্ম্মকে নির্ব্বাণ করিতে না পারিলে তৎ দৃষ্টি 'পরিউত্থান' ভূমি হইতে 'ব্যতিক্রম' ভূমিতে অবতরণ করে। দিয়াশলাইয়ের বাস্কের ভিতরে যে অগ্নি অব্যক্ত ভাবে থাকে, তাহাকে অনুশায়িত অগ্নি বলা হয়। যখন শলাকার সঙ্ঘাতে উহা হইতে অগ্নি শলাকায় জাত হইয়া শলাকাখণ্ড প্রজ্বালিত করে, তখন উহাকে 'পরিউত্থান' অগ্নি, এবং সেই অগ্নিদ্বারা যখন

বাহিরের কোন গৃহাদি জ্বলিতে থাকে, তখন তাহাকে "ব্যতিক্রম" অগ্নি বলা হয়। আত্মদষ্টি-'অনুশয়'-ক্লেশাগ্নি, আত্মদৃষ্টি-'পরিউত্থান'-ক্লেশাগ্নি ও আত্মদৃষ্টি-"ব্যতিক্রম"-ক্লেশাগ্নিও তদ্রূপ।

অষ্টাঙ্গিকমার্গের মূল বিশেষের কার্য্যফল বর্ণনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

অষ্টাঙ্গিক মার্গধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধে বিভাগ নীতি।

সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত ও সম্যক্ আজীব এই তিনটি মার্গাঙ্গকে শীল-স্কন্ধ বলে।

সক্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, ও সম্যক্ সমাধি এই তিনটি মার্গাঙ্গকে সমাধি-স্কন্ধ বলে।

সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প এই দুইটী মার্গাঙ্গকে প্রজ্ঞা-স্কন্ধ বলে।

শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই ত্রিবিধ কল্যাণই বুদ্ধশাসনের মুল।

শীল স্কন্ধ মার্গাঙ্গ তিনটীকে বিভাগে বিস্তার করিলে আজীবাষ্টক শীল হয়। যথা :—প্রাণী হত্যা-বিরতি, অদত্তাদান-বিরতি, মিথ্যাকামাচার-বিরতি, এই তিনটী সম্যক্ কর্ম্মান্ত মার্গাঙ্গের বিস্তার।

মৃষাবাদ বা মিথ্যা কথন বিরতি, পিশুন বাক্য বিরতি, কর্কশ বাক্য বিরতি, ও সম্প্রলাপ বিরতি এই চারিটী সম্যক্ বাক্য মার্গাঙ্গের বিস্তার। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রাণীহত্যা ইত্যাদি উপরোক্ত সাত প্রকার কর্ম্ম বর্জ্জন করিলে সম্যক্ আজীব-মার্গাঙ্গের বিস্তার হয়। এইরূপে শীলস্কন্ধ মার্গাঙ্গ তিনটীর বিস্তার দ্বারা আজীবাষ্টক শীল হয়।

গৃহীর পঞ্চশীল, ঋষি ও পরিব্রাজকের দশ শীল, শ্রামণেরের দশ শীল এবং ভিক্ষুগণের ২২৭টী শিক্ষা পদই নিত্য শীল। সেই সকল শীল আজীবাষ্টক শীলেরই অন্তর্ভূক্ত। গৃহীর পঞ্চ-শীলই নিত্যশীল। তন্মধ্যে উপোসথ অষ্ট শীল, দশ শীল প্রভৃতি পঞ্চ শীলেরই শোভা বর্দ্ধক।

সম্যক্-বাক্য, সম্যক্-কর্ম্মান্ত, সম্যক্-আজীব; এই শীল-স্কন্ধ মার্গাঙ্গ তিনটী সৎকায়-দৃষ্টি ক্লেশের তৃতীয় ভূমি পরিত্যাগের ধর্ম্ম। ইহার দ্বারা তিন প্রকার কায়-দুশ্চারিত ও চারি প্রকার বাক্য-দুশ্চারিত পরিত্যক্ত হয়।

সম্যক্-ব্যায়াম, সম্যক্-স্মৃতি ও সম্যক্-সমাধি, এই সমাধি স্কন্ধ মার্গাঙ্গ তিনটী সৎকায়-দৃষ্টি ক্লেশের দ্বিতীয় ভূমি পরিত্যাগের ধর্ম্ম। ইহা দ্বারা তিন প্রকার মন-দুশ্চারিত পরিত্যক্ত হয়।

সম্যক্-দৃষ্টি সম্যক্-সঙ্কল্প এই প্রজ্ঞা-স্কন্ধ মার্গাঙ্গ দুইটী সৎকায়-দৃষ্টি ক্লেশের প্রথম বৃহৎ ভূমি পরিত্যাগের ধর্ম্ম। ইহার দ্বারা নিখিল সত্ত্ব স্কন্ধের অনন্ত সংসার হইতে অনুশায়িত ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়।

শীলাদি তিনটি স্কন্ধ মার্গাঙ্গ ধর্ম্মের দ্বারা সৎকায় দৃষ্টির তিনটি ভূমি পরিত্যাগ।

সৎকায়-দৃষ্টি বীজ বর্দ্ধিত হইবার তিন প্রকার কায়-দুশ্চারিত ও চারি প্রকার বাক্য-দুশ্চারিত এই সাত প্রকার দুশ্চারিত-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য শীল স্কন্ধ মার্গাঙ্গত্রয়ের নীতিতে আজীবাষ্টক শীল হয়। তাহা পালন করিলে ঐ সকল দুশ্চারিত পরিত্যক্ত হইয়া শীল বিশুদ্ধি হয়।

সৎকায়-দৃষ্টি-বীজ বর্দ্ধিত হইবার তিন প্রকার মন-দুশ্চারিত কর্ম্ম আছে। তাহা পরিত্যাগের জন্য সমাধি-স্কন্ধ মার্গাঙ্গত্রয়ের নীতি দ্বারা 'আনাপান' কর্ম্মস্থান, অস্থি কর্ম্মস্থান ও 'কসিণ' কর্ম্মস্থানের যে কোন একটি কর্ম্মস্থান যথাবিধি দিবা রাত্র এক হইতে তিন চারি ঘণ্টা প্রত্যহ দুই তিনবার অভ্যাস করিলে চিত্তের একাগ্রতা যুক্ত সমাধি লাভ হইবে, এবং তদ্বারা মন-দুশ্চারিত পরিত্যক্ত হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে।

সৎকায়-দৃষ্টির প্রথম বৃহৎ ভূমি পরিত্যাগের জন্য প্রজ্ঞা-স্কন্ধ মার্গাঙ্গদ্বয়ের নীতি দ্বারা বিদর্শন ভাবনা অভ্যাস করিলে দশবিধ বিদর্শন-জ্ঞান পরম্পরা বিশুদ্ধি-লাভের সহিত ঐ ভূমি পরিত্যক্ত হইবে। এইরূপে অষ্টমার্গ ধর্ম্ম সমূহ শীলাদি তিনটী স্কন্ধে বিভাগ দ্বারা সৎকায় দৃষ্টির তিনটী ভূমি পরিত্যাগ নীতি প্রদর্শিত হইল।

আজীবাষ্টক শীলের সংস্থিতি নির্দ্দেশ।

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া তথা কথিত দৃষ্টির তৃতীয় ক্লেশ-

ভূমি সম্যক্‌রূপে বর্জ্জন করিবার জন্য শীল বিশুদ্ধিই আমার একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহা মনে করিয়া, আজীবাষ্টক শীল পালন করা উচিত। সেই শীল যাহাতে একবারে ভগ্ন না হয় তদ্রূপ ভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। আজীবাষ্টক শীল অন্যের নিকট গ্রহণ না করিয়া কেবল নিজে নিজে গ্রহণ ও পালন করিতে পারা যায়। অথবা নিজে নিজে অধিষ্ঠান করিলেও হয়। অধিষ্ঠান বিধি নিম্নে প্রদর্শিত হইল,—

(১) 'অজ্জ তগ্‌গে পানুপেতং পানাতিপাতা বিরমামি'।

(২) 'অজ্জতগ্‌গে পানুপেতং আদিন্নাদানা বিরমামি'।

(৩) 'অজ্জতগ্‌গে পানুপেতং কামেসু মিচ্ছাচারা বিরমামি'।

(৪) 'অজ্জতগ্‌গে পানুপেতং মুসাবাদা বিরমামি'।

(৫) 'অজ্জতগ্‌গে পানুপেতং পিসুনায় বাচায় বিরমামি'।

(৬) 'অজ্জতগ্‌গে পানুপেতং ফরুসায় বাচায় বিরমামি'।

(৭) 'অজ্জতগ্‌গে পানুপেতং সম্ফপ্পলাপা বিরমামি'।

(৮) 'অজ্জতগ্‌গে পানুপেতং মিচ্ছাজীবা বিরমামি।'

অনুবাদ।

(১) আমি আজ হইতে যাবজ্জীবন প্রাণাহত্যা হইতে বিরত হইব।

(২) " " অদত্তাদান বা চুরি হইতে বিরত হইব।

(৩) আমি আজ হইতে যাবজ্জীবন মিথ্যা কামাচার বা পরস্ত্রী-গমন ও মদ্যপান হইতে বিরত হইব।

(৪) ,, ,, ,, মিথ্যা বাক্য হইতে বিরত হইব।

(৫) ,, ,, ,, পিশুন বাক্য হইতে ,, ,,

(৬) ,, ,, ,, কর্কশ বাক্য হইতে ,, ,,

(৭) ,, ,, ,, সম্প্রলাপ হইতে ,, ,,

(৮) ,, ,, ,, মিথ্যাজীব হইতে ,, ,,

এইরূপে শীল পালন কারীর যদি কোন একটি শীল ভগ্ন হয়, কেবল ঐ ভগ্নশীল অধিষ্ঠান করিয়া পুনরায় শীল বিশোধন করা যায়। ভগ্ন হইলে পুনরায় গ্রহণ করা উচিত। নতুবা যেটি ভগ্ন হয় কেবল সেইটি গ্রহণ করিলে ও হয়। ইহাও পঞ্চ শীলের ন্যায় নিত্যশীল। কেবল উপোসথ দিবসে উহা গ্রহণ করিবার শীল নহে। উপোসথ দিবসে উপোসথ শীল* গ্রহণ করা উচিত। শ্রামণের দশ শীলই নিত্যশীল, ঋষি পরিব্রাজক-গণেরও দশ শীল নিত্যশাল, কিন্তু ভিক্ষুগণের ২২৭টি নিত্যশীল বা শিক্ষাপদ। ভিক্ষুগণের আজীবাষ্টকশীল গ্রহণের প্রয়োজন নাই। উহা ২২৭ শীলের অন্তর্গত।

আজীবাষ্টক শীল নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

সপ্ত দুশ্চারিতাঙ্গ নির্দ্দেশ।

তন্মধ্যে,—প্রাণীহত্যার অঙ্গ ৫টি।

(১) 'পাণো'—প্রাণ আছে এরূপ যে কোন সত্ত্ব।

(২) 'পাণসঞ্ঞিতা'—প্রাণীবলিয়া সংজ্ঞা বা জ্ঞান।

(৩) 'বধকচিত্তং'—বধচিত্ত বা বধ করিবার চেতনা, বা ইচ্ছা।

(৪) 'উপক্কমো'—উপক্রম বা কায়বাক্য প্রয়োগ।

(৫) 'তেন মরণং'—সেই প্রয়োগ দ্বারা জীবের মৃত্যু।

এই পাঁচটি অঙ্গানুযায়ী প্রাণীহত্যাকারীর প্রথম শিক্ষাপদ নষ্ট হয়। এইরূপ হইলে পুনরায় শীলগ্রহণ করা উচিত। অবশিষ্ট শীলগুলিও তদ্রূপ জানা উচিত।

অদত্তাদান বা চুরির অঙ্গ ৫টি।

(১) 'পরপরিগ্গহিতং'—পরাধিকার ভুক্ত বস্তু।

(২) 'পরপরিগ্গহিত সঞ্ঞিতা'—পরাধিকার ভুক্ত বলিয়া-জ্ঞান।

(৩) 'থেয্যচিত্তং'—চৌর্য্য চেতনা বা চুরি করিবার ইচ্ছা।

(৪) 'উপক্কমো' উপক্রম, বা কায়বাক্য প্রয়োগ।

(৫) 'তেন হরণং'—সেই প্রয়োগদ্বারা বস্তুর অপহরণ।

মিথ্যাবাক্যের অঙ্গ ৪টি।

(১) 'অতথং বত্থু'—অসত্য বস্তু।

(২) 'বিসংবাদনচিত্তং'—প্রবঞ্চনাচিত্ত।

(৩) 'তজ্জো বায়ামো'—তদ্বিষয়ে বাক্যপ্রয়োগ।

(৪) পরস্সতদত্থ বিজাননং—অপরব্যক্তির তাহামিথ্যা-বলিয়া জানা।

পিশুনবাক্যের অঙ্গ ৪টি।

(১) 'ভিন্দিতব্বোপরো'—পরকে ভেদকরিবার ভাব।

(২) 'ভেদপুরক্খারতা'—অপরকে ভেদ করিয়া নিজে প্রিয় হইবার কাম্যতা।

(৩) 'তজ্জোবায়ামো'—তদ্বিষয়ে বাক্যপ্রয়োগ।

(৪) 'তস্সতদত্থবিজাননং'—তাহার বাক্যদ্বারা 'সেই-ভাব জানান।

কর্কশবাক্যের অঙ্গ ৪টি।

(১) 'অক্কোসিতব্ব পরো'—পরকে আক্রোশের ভাব।

(২) 'কুপিতচিত্তং'—কোপনের চেতনা।

(৩) 'অক্কোসনা'—আক্রোশকরা।

সম্প্রলাপবাক্যের অঙ্গ ২টি।

(১) 'নিরত্থকা কথাপুরক্খারতা'—নিরর্থক কথাভিমুখ।

(২) 'তথারূপী কথাকথনং'—তাদৃশ বাক্যবলা।

অর্থ, ধর্ম্ম ও বিনয় সংযুক্ত কথার অভাব এরূপ জাতক বস্তু আছে যেমন, "রামজাতক," "ঈশজাতক", "সুধনুজাতক," প্রভৃতি সম্প্রলাপ বাক্যসংযুক্ত নিরর্থক জাতক বস্তু সমূহেরদ্বারা মিথ্যাবাক্য ইত্যাদি কর্ম্মপথ অঙ্গসমূহ নষ্ট হয়। বুদ্ধের উপদেশসমূহে শিক্ষাপদ ও কর্ম্মপথভেদে অঙ্গ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যথাকথিত নিয়মে শীলাদি গ্রহণ করাকে শিক্ষাপদ এবং যথাবিধি পালন করাকে কর্ম্মপথ বলিয়া বলা হয়। যে সকল জাতকাদি বস্তুদ্বারা মিথ্যাকথা প্রভৃতি বলিতে বাধ্য হওয়া যায়, তাদৃশ

মিথ্যা বলাদ্বারা কর্ম্মপথ অঙ্গসমূহ নষ্টহয়। কিন্তু জাতক বস্তুদ্বারা শিক্ষাপদের অঙ্গ ভগ্ন হয় না। অপিচ কর্ম্মপথের অঙ্গ সকল ভগ্ন হয়। যে সকল মিথ্যাবাক্য দ্বারা পরের অর্থ নষ্ট হয়; পিশুনবাক্যদ্বারা পরের মনে কষ্ট হয়, এবং সম্প্রলাপ বা নিরর্থক বাক্যযুক্ত রামজাতক প্রভৃতিদ্বারা অর্থ-ধর্ম্ম-বিনয় নষ্টহয়, তাহা অজ্ঞলোকেরা জানে না। সেইজন্য নিরর্থক কথাদ্বারা অর্থ-ধর্ম্ম-বিনয় সকল নষ্ট করিয়া নিজের কর্ম্মপথ ধ্বংস করে। এইরূপে শিক্ষাপদ ও কর্ম্মপথ জানিয়া অর্থ-ধর্ম্ম-বিনয় ধ্বংসকর জাতক কথাদি পরিহার করিয়া বোধিসত্ত্ব জাতকাদিদ্বারা কর্ম্মপথ অঙ্গসমূহ পরিপূরণের সম্যক্ চেষ্টাকরা উচিত। এইরূপে শিক্ষাপদ ও কর্ম্মপথ এই দুইটি পৃথক অঙ্গ প্রদর্শিত হইল। পুনরায় প্রাণীহত্যা চুরি ব্যভিচার ও কর্কশ বাক্য ইহাদের মধ্যে ও শিক্ষাপদ ও কর্ম্মপথ ভিন্ন হইবার দ্বিবিধ অঙ্গ আছে;—আজীব-শীল নিত্য পালন করিতে হইলে কায়-দুশ্চারিত প্রভৃতি সপ্তদুশ্চারিত কর্ম্মকে নিশ্চয় জানিতে হইবে। শীলগ্রহণ অঙ্গ ও কর্ম্ম-পথ অঙ্গসমূহ পরস্পর ভিন্ন। সেই জন্য দুইটি অঙ্গই বিশেষরূপে জানা উচিত। অন্যথা কর্ম্মপথ পূর্ণ হইবে না।

শীলস্কন্ধ মার্গাঙ্গতিনটির নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

সমাধি-স্কন্ধ-মার্গাঙ্গ তিনটির সংস্থিতি নির্দ্দেশ।

তিনপ্রকার কায়িককর্ম্ম, চারিপ্রকার বাচনিককর্ম্ম এই সাতপ্রকার দুশ্চারিত-কর্ম্ম মিথ্যাজীবশীলের অন্তর্গত কর্ম্ম। ইহাদের দ্বারা সৎকায় দৃষ্টির তৃতীয় বৃহৎ ভূমির বীজ বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং ঐ সাতপ্রকার দুশ্চারিত-কর্ম্ম বর্জ্জনদ্বারা সম্যক্ আজীব শীলযোগ্য হইলে দৃষ্টির তৃতীয় ভূমির কর্ম্মবীজ উৎপন্ন হইতে পারে না।

দৃষ্টির দ্বিতীয় ভূমির তিনপ্রকার মন-দুশ্চারিত কর্ম্মবীজ আছে। উহা নষ্ট করিবার জন্য সম্যক্-ব্যায়াম, সম্যক্-স্মৃতি, সম্যক্-সমাধি এই তিনটি মার্গাঙ্গদ্বারা সমাধি উৎপাদিত হইতে পারে। তাহা উৎপাদিত হইবার জন্য দশটি 'কসিণং' ইত্যাদি ৪০ প্রকার সমাধি কর্ম্মস্থানের যে কোন একটি কর্ম্মস্থান বিধিমতে অভ্যাস করিলে সমাধি উৎপন্ন হয়। গৃহীরা, গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য দিনের মধ্যে সমাধি অভ্যাস করিতে পারে না, কিন্তু রাত্রিকালে নিদ্রিত না হইবার পূর্ব্বে এক হইতে দুই তিন ঘণ্টা এবং রাত্রির শেষ যামে প্রভাত হইবার পূর্ব্বে ও ঐ নিয়মে এইগ্রন্থে 'আনাপান' নির্দ্দেশ অনুযায়ী 'আনাপান' কর্ম্মস্থান অভ্যাস করিলে, মন একযুক্ত হইয়া সমাধিস্থ হইবে। অর্থাৎ পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া মনকে স্ত্যান-মিদ্ধ-নীবরণ ও রূপ, শব্দ ইত্যাদি অবলম্বন হইতে অপনীত করিয়া কেবল নিজের শরীরস্থিত

আশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অবলম্বনে স্মৃতি দৃঢ় রূপে স্থাপিত করিলে চিত্তে একাগ্রতাযুক্ত সমাধি হয়। তাদৃশ চেষ্টাকে কায়িক ও চৈতসিক বীর্য্য বা সম্যক্-ব্যায়াম-মার্গাঙ্গ, স্মৃতি-কে সম্যক্-স্মৃতি-মার্গাঙ্গ, এবং মনের স্থিরতাকে সমাধি-মার্গাঙ্গ বলা হয়। ইহাতে চিত্ত বিশুদ্ধি ভূমিতে স্থিত সৎকায়-দৃষ্টি উৎপন্ন হইবার "অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যা দৃষ্টি" এই ত্রিবিধ মনো-কর্ম্ম নষ্ট হয়। এইরূপে চিত্ত বিশুদ্ধি হইলে দৃষ্টির দ্বিতীয় ভূমিতে আর কর্ম্ম বীজ উৎপন্ন হইতে পারে না। [আনা পান দীপনী নীতি দ্রষ্টব্য।]

সমাধি-স্কন্ধ-মার্গাঙ্গ তিনটির সংস্থিতি নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

প্রজ্ঞা-স্কন্ধ-মার্গাঙ্গ দুইটির সংস্থিতি নির্দ্দেশ।

শীল ও চিত্ত বিশুদ্ধি লাভ হইলে পর সৎকায়দৃষ্টির প্রথম ভূমি পরিত্যাগের জন্য সম্যক্-দৃষ্টি ও সম্যক্-সঙ্কল্প এই দুইটি প্রজ্ঞা-স্কন্ধ-মার্গাঙ্গ লাভের চেষ্টা করা উচিত। ইহা বিদর্শন কর্ম্ম-স্থানভাবনার বিষয়। এই বিদর্শন-কর্ম্মস্থান ভাবনার বিষয় এই স্থানে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এই জন্য 'আনাপান' কর্ম্মস্থান নীতিতে "অনিত্যানুদর্শী ইত্যাদি আশ্বাস ও প্রশ্বাসের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।" সংক্ষেপতঃ 'দৃষ্টি বিশুদ্ধি', 'সন্দেহ-বিনোদিনী বিশুদ্ধি', মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি', 'প্রতি-

পদা-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি', ও জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি' এই পঞ্চ-বিশুদ্ধিই শরীর। এই সমস্তের কার্য্য নীতি,—

যোগীর আপন আপন শরীরের 'কঠিন' ও 'কোমল' এই দুইটি লক্ষণে পরমার্থ পৃথিবী ধাতু, 'আবন্ধন' ও 'ক্ষরণ' লক্ষণে আপ ধাতু, 'উষ্ণ ও শীতল' লক্ষণে তেজ ধাতু, এবং 'উপস্তম্ভন' (সঙ্কোচন) ও 'সমুদীরণ' (প্রসারণ) লক্ষণে বায়ু ধাতু, এই চারিটি পরমার্থ ধাতু বিদ্যমান আছে। এই শরীরের মধ্যে মস্তক, ও হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ এই চারি ধাতুরই সমষ্টি। সমস্ত কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, বিষ্ঠা ও মগজ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি চারি ধাতুর সংমিশ্রণে শক্তিহীন ও শক্তিমান, কোমল ও কঠিন লক্ষণে পৃথিবী ধাতু।

চারি ধাতুর লক্ষণ বা স্বভাবের পরমার্থ।

শক্তি হীন ও শক্তিমান 'কঠিন' ও 'কোমল' এই দুইটি পৃথিবী ধাতুর লক্ষণ বা স্বভাব। 'আবন্ধন' ও 'ক্ষরণ' এই দুইটি আপধাতুর লক্ষণ। 'উষ্ণ' ও 'শীতল' এই দুইটি তেজ ধাতুর লক্ষণ, এবং 'উপস্তম্ভন' ও 'সমুদীরণ' এই দুইটি বায়ু ধাতুর লক্ষণ। এইরূপে চারি ধাতুর লক্ষণ বা স্বভাবের পরমার্থ গ্রহণ করা উচিত।

(১) "কঠিন ও কোমল লক্ষণে"—পৃথিবী ধাতু।

(২) "আবন্ধন ও ক্ষরণ লক্ষণে"—আপ-ধাতু।

(৩) "উষ্ণ ও শীতল লক্ষণে"—তেজ-ধাতু।

(৪) "উপস্তম্ভন ও সমুদারণ লক্ষণে"—বায়ু-ধাতু।

এইরূপে চারি ধাতুর লক্ষণ বা স্বভাব। পৃথিবী কঠিন ইত্যাদি লক্ষণ ধারণ করে বলিয়া এই অর্থে ধাতু। অন্যান্য ধাতুও তদ্রূপ জানা উচিত। বিষয়টি উপমা দ্বারা আরও একটু প্রকট করা যাইতেছে,—

(১) স্বভাবতঃ লাক্ষাধাতুতে পৃথিবী-ধাতুর কঠিন লক্ষণ থাকে, কিন্তু উহা অগ্নি সন্তপ্ত করিলে কোমল পৃথিবী লক্ষণ উৎপন্ন হয়, পুনরায় অগ্নি হইতে উত্তোলন করিলে পৃথিবীর কোমল লক্ষণ নিরোধ হয় এবং কঠিন লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

(২) স্বাভাবিক লাক্ষা ধাতুর মধ্যে যে আপ ধাতু তাহাতে শক্তি হীন আপ ও আবন্ধন লক্ষণ প্রকাশ থাকে। উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, আবন্ধন লক্ষণ নিরোধ হয়, ও ক্ষরণ লক্ষণ উৎপন্ন হয়। পুনরায় উত্তোলন করিলে ক্ষরণ লক্ষণ নিরোধ হয়, আবন্ধন লক্ষণ উপন্ন হয়।

(৩) এই লাক্ষা ধাতুর মধ্যে স্বভাবতঃ শক্তি হীন শীত তেজ লক্ষণ প্রকাশ থাকে, অগ্নি দ্বারা স্পর্শ করিলে শীত লক্ষণ নিরুদ্ধ হয় ও উষ্ণ তেজ লক্ষণ উৎপন্ন হয়। উহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলে উষ্ণ-তেজ লক্ষণ নিরুদ্ধ হয় এবং শীত-তেজ লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

(৪) এই লাক্ষা ধাতুর মধ্যে স্বভাবতঃ শক্তি হীন উপস্তম্ভন লক্ষণে বায়ু ধাতু আছে। অগ্নি দ্বারা স্পর্শ করিলে বায়ুর

উপস্তম্ভন লক্ষণ নিরুদ্ধ হয় ও সমুদীরণ (চঞ্চলতা) লক্ষণ উৎপন্ন হয়। পুনরায় গ্রহণ করিলে উপস্তম্ভন লক্ষণ উৎপন্ন হয় ও সমুদীরণ লক্ষণ নিরুদ্ধ হয়।

উৎপন্ন হওয়াকে উদয়, নিরোধ হওয়াকে ব্যয়, এইরূপে উদয় ব্যয়, জ্ঞান জ্ঞাতব্য। এই কার্য্য বিদর্শন ভাবনা স্থানে উদয়, ব্যয় স্বভাবকে জানিবার জন্য লাক্ষা ধাতুর মধ্যে ঐরূপ প্রকাশ দ্বারা ধাতু সকল স্ব স্ব লক্ষণে আছে বলিয়া জানা যায়। তাহাকে জানিয়া নিজের শরীরে সহিত তুলনা করিতে হইবে। শির-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি সমস্তই লাক্ষা ধাতুর সদৃশ। শরীরে শীত, উষ্ণ এই দুইটি ঋতু নিত্য বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যোদয় হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত সকল শরীরে উষ্ণ-ঋতু প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শীত ঋতু প্রতিক্ষণে হ্রাস পায়। তিনটার পর হইতে শীত ঋতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, উষ্ণ ঋতু হ্রাস পায়। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সামান্য নীতিকে জানিলে অনেক নীতি জানিতে পারা যায়। উষ্ণ-ঋতু বৃদ্ধি হইবার সময় শির অঙ্গাদি সমস্ত শরীর লাক্ষা ধাতু অগ্নিতে প্রক্ষেপ করার ন্যায় এবং শীত-ঋতু বৃদ্ধি হইবার সময় সমস্ত শরীর লাক্ষা ধাতুকে অগ্নি হইতে পুনরায় তুলিয়া লওয়ার ন্যায়, শীত ও উষ্ণ ঋতু প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শীত-ঋতু বৃদ্ধি হইবার সময় উষ্ণ-ঋতু হ্রাস হয়; উষ্ণ-ঋতু বৃদ্ধি হইবার সময় শীত-ঋতু হ্রাস হয়। বৃদ্ধি হওয়াকে উদয় ও হ্রাস হওয়াকে ব্যয় বলিয়া কথিত

হয়। এই উষ্ণ ও শীত ঋতুর বৃদ্ধি ও হ্রাস দ্বারা কঠিন ও কোমল পৃথিবী ধাতু নিত্য বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। তদ্রূপ আবন্ধন ও ক্ষরণ লক্ষণে আপধাতু, উপস্তম্ভন ও সমুদীরণ লক্ষণে বায়ু-ধাতু নিত্য বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। শির-অঙ্গাদি সমস্ত শরীরই এই চারি ধাতুর সমষ্টি।

কোন জলের ভাণ্ডে জল উষ্ণ করিলে তাহাতে যেমন অসংখ্য বুদ্বুদ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। তাদৃশ চারি ধাতু সকল শরীরে উদয় ও ব্যয় হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ রাশি একত্র হইয়া যেমন একটি বৃহৎ বুদ্বুদে পরিণত হয়; আর সেই বুদ্বুদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তাহাতে মানুষের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই প্রতিবিম্ব যুক্ত বুদ্বুদ নষ্ট হইলে প্রতিবিম্বও নষ্ট হইয়া যায়। এই উপমায় বুদ্বুদ-সদৃশ চারি ধাতুই 'রূপ'। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শন এই পঞ্চ বিজ্ঞানের সহিত মন বিজ্ঞান, এই ষড়বিধ-বিজ্ঞানই প্রতিবিম্ব সদৃশ 'নাম' ধর্ম্ম। এই নামরূপ ধর্ম্ম মাত্র। চারি ধাতু নষ্ট হইতে হইতে 'রূপ' ও 'নাম' ধর্ম্মদ্বয় ধ্বংস হয়। এই ষড়বিধ বিজ্ঞানের সহিত চারি ধাতু চিরস্থায়ী নহে, এই অর্থে 'অনিত্য' ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংশ হয় এই অর্থে দুঃখ,' অসার এই অর্থে 'অনাত্ম,' এইরূপে প্রজ্ঞা স্কন্ধমার্গাঙ্গ জানা উচিত।

এইরূপে শির হইতে সকল শরীরে দুইটি প্রজ্ঞাস্কন্ধ-মার্গাঙ্গ উৎপন্ন হইবার কার্য্য নীতি সমাপ্ত।

সম্প্রতি শির-অঙ্গেও শির অঙ্গের চারি ধাতুতে সৎকায়-দৃষ্টি এবং সম্যক্ দৃষ্টি উৎপন্নের ক্রম বর্ণনা করা যাইতেছে ;—

এই শির অঙ্গের মধ্যে,—কেশ, লোম, ও অস্থিগুলি কঠিন লক্ষণ-যুক্ত। চর্ম্ম, মাংস, রক্ত ও মগজ গুলি কোমল লক্ষণ যুক্ত। কঠিন ও কোমল লক্ষণই পৃথিবী ধাতু। শির অঙ্গ এই দুই প্রকার পৃথিবী ধাতুতে পূর্ণ। তদ্রূপ এই শির অঙ্গ আপ, তেজ ও বায়ু ধাতুতেও পূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু পৃথিবী ধাতু শির অঙ্গ নহে, আপ, তেজ, বায়ু-ধাতুও শির-অঙ্গ নহে। অথবা এই চারি ধাতু হইতে পৃথক্ শির অঙ্গ বলিয়া কিছুই নাই। যিনি চারি প্রকার ধাতুকে পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারেন না, তিনি কঠিন ও কোমলাদি লক্ষণকে, সেই সেই ধাতু বলিয়া জানিতে পারেন না। অপিচ শির অঙ্গ বলিয়াই জানে, শির-অঙ্গ বলিয়াই দেখে এবং শির-অঙ্গ বলিয়াই মনে করে। এইরূপে শির-অঙ্গ বলিয়া জানা মনের বিপরীত কার্য্য। শির-অঙ্গ বলিয়া মনে ধারণা করা সংজ্ঞা বিপরীত কার্য্য। চারি প্রকার ধাতুকে শির-অঙ্গ বলিয়া জানা, লক্ষিত করা, মনে উদিত হওয়া প্রভৃতি সৎকায় দৃষ্টির কার্য্য। তজ্জন্য এই কার্য্যগুলি 'অনিত্য' ও 'অনাত্ম' চারি প্রকার ধাতুকে 'নিত্য', 'আত্ম' এইরূপ বিপরীত ভাবে লক্ষিত করে, প্রকাশ করে, দর্শন করে ও জানে। এই চারি প্রকার ধাতু এক ঘণ্টার মধ্যে শতাধিক বার ভগ্ন শীল বা ভগ্ন স্বভাবযুক্ত। সেই জন্য ক্ষয়ার্থে 'অনিত্য' অসারার্থে

'অনাত্ম' এই বাক্যানুসারে 'অনিত্য' ও 'অনাত্ম' ধর্ম্ম হয়। এই শির-অঙ্গ মৃত্যু হইলেও নষ্ট হয় না শশ্মানে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত স্থিত থাকে বলিয়াই ইহাকে 'নিত্য' ও 'আত্ম' ধর্ম্ম বলা হয়। তজ্জন্য চারি প্রকার ধাতুকে শির অঙ্গ বলিয়া জানা, বিচার করা, প্রকাশ হওয়া, দর্শন করা প্রভৃতি কার্য্যগুলি অনিত্যকে নিত্য, অনাত্মকে আত্ম বলিয়া বিপরীত ভাবে জানা হয়। সেই শির-অঙ্গের মধ্যে অবশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ যে কোন প্রত্যঙ্গ আছে, তৎসমস্তের মধ্যেও চারি প্রকার ধাতুকে কেশ, এইরূপ জানা, মনে করা, চিহ্নিত করা, প্রকাশ করা, দর্শন করা, এবং চারি প্রকার ধাতুকে, লোম, দন্ত, চর্ম্ম, মাংস স্নায়ু, অস্থি, মগজ, এইরূপে জানা, বিচার করা কল্পনা করা, প্রকাশ করা ও দর্শন করাকেই অনিত্য-ধাতুকে 'নিত্য-ধর্ম্ম' অনাত্ম-ধাতুকে 'আত্ম-ধর্ম্ম' বলিয়া ধারণা জন্মে, ইহা অনুচিত। কঠিনাদি লক্ষণ যুক্ত ধাতুকে ধাতু এরূপে জানিতে পারে না, সেইজন্য কঠিন লক্ষণ সংযুক্ত ধাতুকে, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু অস্থি ও মগজ বলিয়া বিচার করাই সৎকায়-দৃষ্টি। কঠিন লক্ষণই পৃথিবী-ধাতু, শির নহে। কেশ, লোম, নখ, দন্ত, অস্থি, মগজ ইত্যাদি নহে, সমস্তই পৃথিবী-ধাতু। 'আবন্ধন' ও ক্ষরণ, লক্ষণে আপ-ধাতু, উষ্ণ ও শীতল লক্ষণে তেজ-ধাতু। উপস্তম্ভন ও সমুদীরণ লক্ষণে বায়ু ধাতু। কেশ নহে, লোম নহে, দন্ত নহে, অস্থি নহে, স্নায়ু নহে, স্বভাবতঃ শির, কেশ, মগজ ইত্যাদি নাই, কেবল চারি ধাতু আছে। সেইরূপ স্পষ্ট জানাই সম্যক্

দৃষ্টি। তাদৃশ শির-অঙ্গ হইতে অন্যান্য অঙ্গেও সৎকায় দৃষ্টি ও সম্যক্ দৃষ্টি উৎপন্ন হইবার প্রণালী জ্ঞাতব্য।

চারি-ধাতুকে পৃথক্ ভাবে জানিবার জন্য যুক্তি, ন্যায়, ও মার্গকে পুনঃপুনঃ বিচার করাই সম্যক্ সঙ্কল্প। সম্যক্-দৃষ্টি তীরের সদৃশ, সম্যক্-সঙ্কল্প তীরকে চিহ্নিত স্থানে ঋজু ভাবে প্রবেশ করাইবার জন্য উত্তোলিত হস্ত সদৃশ। ইহা সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সঙ্কল্প এই দুই প্রজ্ঞা-স্কন্ধ মার্গকে উৎপন্ন হইবার জন্য ব্যাখ্যা করা হইল। সেইরূপ শির-অঙ্গ হইতে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি করা কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞান ধাতুবুদ্বুদ সদৃশ ক্ষণে ক্ষণে উদয় ব্যয় হয়। তাহাতে অনিত্য ও অনাত্ম লক্ষণ প্রকাশ হইবার জন্য পুনঃপুনঃ দর্শন করা। যিনি এই দুই প্রকার প্রজ্ঞা-স্কন্ধ মার্গকে আরম্ভ করিবেন তিনি জ্ঞান বৃদ্ধি হইবার জন্য বারংবার যাবজ্জীবন বিদর্শন ভাবনা কার্য্য করিতে থাকিবেন। পর্ব্বতবাসী হৌক অথবা কৃষক হৌক যে কেহ মধ্যে মধ্যে আপনার কার্য্য করিয়া মধ্যে মধ্যে শিরঅঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গে উদয় ব্যয় জ্ঞান প্রকাশ হইবার জন্য বিদর্শন ভাবনা করিবেন। এইরূপে পুনঃপুনঃ নিত্য বিদর্শন চিন্তা করিলে, ধাতু সমূহের উদয়, ব্যয় লক্ষণকে স্পষ্টভাবে সম্যক্ দৃষ্টি জ্ঞান দ্বারা সমস্ত শরীর দৃষ্ট হইবে। সৎকায়-দৃষ্টি ক্লেশ লুপ্ত হইবে। অনন্ত সংসার হইতে আগত সৎকায়-দৃষ্টির বৃহৎ ভূমি হইতে নিবৃত্ত হওয়া যাইবে। সম্যক্ দৃষ্টি উৎপন্ন হইবে। দশবিধ দুশ্চারিত ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। দশবিধ

সুচারিত ধর্ম্ম স্থিত হইবে। অপায় সংসার অনবশেষ নিবৃত্তি হইবে। মনুষ্য দেব, ও ব্রহ্ম ভব এই সংসার মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এইরূপে শীল স্কন্ধ মার্গাঙ্গ তিনটি, সমাধি স্কন্ধ মার্গাঙ্গ তিনটি, প্রজ্ঞা স্কন্ধ মার্গাঙ্গ দুইটির বিশেষ কার্য্যনীতির সহিত শির অঙ্গাদিতে ও চারি ধাতুতে সৎকায় দৃষ্টি ও সম্যক্ দৃষ্টি হইবার কার্য্যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সমাপ্ত।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের বর্ণনা সমাপ্ত।

আনাপান-দীপনী

বা

(শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে সমাধি ও বিদর্শন ভাবনা)।

নমো তসস ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স।

—:—

(১) মার্গাঙ্গ দীপনী গ্রন্থে সমাধি ও বিদর্শন এই দ্বিবিধ কর্ম্মস্থান ভাবনার বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত কর্ম্মস্থান কিরূপে ভাবনা করা উচিত তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। এইজন্য চারিটি স্মৃতি উপস্থানের মোট এক বিংশ কর্ম্মস্থান হইতে কেবল 'আনাপান সতি'—এই একটি কর্ম্মস্থান অবলম্বন করিয়া 'আনাপান দীপনী'—নামক গ্রন্থ ইহার সহিত সংযোজিত করিলাম। ইহা "লৌকিক সমাপত্তি" ও লোকোত্তর মার্গফল "নির্ব্বাণ" লাভের পরম সহায় হইবে। অতএব যে কেহ [ভূমিকা দ্রষ্টব্য] 'আনাপান' ভাবনা অভ্যাস দ্বারা নব লোকোত্তর ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া লোকোত্তর বিদ্যা, বিমুক্তি ও ফল সাক্ষাৎ করিতে যত্নবান্ হইতে পারেন।

(২) ফল ও কর্ম্ম জ্ঞানে জ্ঞানী ও শান্ত ব্যক্তি 'তিন্নং অঞ্ঞ্‌ঞতরং যামং পটিজগ্‌গেয়্য পণ্ডিতো'—এই ধর্ম্মপদ পালির অনুরূপ প্রথম, মধ্যম, ও শেষ এই তিন বয়সের মধ্যে প্রথম

বয়সে ভোগ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ভব সম্পত্তির জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিবে। যদি প্রথম বয়সে চেষ্টা করিতে না পারে তাহা হইলে দ্বিতীয় বয়সে চেষ্টা করিবে। যদি দ্বিতীয় বয়সেও চেষ্টা করিতে না পারে তবে তৃতীয় বয়সে চেষ্টা করিবে। সেই তিন বয়সে কেবল ভোগ সম্পত্তি ভোগ করিয়া এই কল্পবৃক্ষ সদৃশ মনুষ্য শরীরকে নষ্ট করিবে না। আজ কাল অল্প বয়সে রোগ ও মৃত্যুর দ্বারা শরীর নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য ৫০ অথবা ৫৫ বৎসরের পর ভোগ-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া নিশ্চয় "ভব-সম্পত্তি" বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবে। বুদ্ধের উৎপত্তিকালে ভব-সম্পত্তি বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত সুলভ। কিন্তু বুদ্ধের উৎপত্তিকাল দুর্লভ। তজ্জন্য বর্ত্তমানে গৌতম বুদ্ধের শাসনে পুণ্য কার্য্য সম্পাদন করা উচিত।

"ভোগ-সম্পত্তি" ত্যাগ করিয়া ভব-সম্পত্তি লাভের চেষ্টা নানা প্রকার। তিমি রাজা, হস্তিপাল রাজা, ইহাঁরা প্রথম বয়সেই রাজ-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়া বনে গমন পূর্ব্বক ভব-সম্পত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। মঘ-দেবরাজ হইতে নিমিরাজ পর্য্যন্ত ৮৪ সহস্র রাজা প্রথম ও দ্বিতীয় বয়সে রাজ-সম্পত্তি ভোগ করিয়া তৃতীয় বয়সে রাজোদ্যানে সুখে একাকী 'ব্রহ্ম-বিহার ভাবনা' সম্পাদন করিয়া ধ্যান সমাপত্তির চেষ্টা করিয়াছেন। রাজ চক্রবর্ত্তী 'মহা সুদস্সন' রাজোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্র-নির্ম্মিত রত্নময় ধর্ম্ম প্রাসাদে একচর বা একাকী উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-বিহার সমাপত্তি চেষ্টা করিয়া ধ্যান-

সমাধি সুখে সুখী হইয়াছিলেন। রাজগিরির রাজা স্বর্ণ পাত্রে 'আনাপান' কর্ম্মস্থান কার্য্যের আকার লিখিয়া তক্ষশিলার রাজার নিকট প্রেরণ করেন। তাহা দেখিয়া সপ্ততল প্রাসাদোপরি একাকী বসিয়া এই 'আনাপান' কর্ম্মস্থান অভ্যাস করিতে করিতে রূপাবচর সমাধির চতুর্থ ধ্যান পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে পূর্ব্ব কালে অনেক রাজা পূর্ব্বে ভব-সম্পত্তি ভোগ করিয়া পরে সমাধি-কার্য্যের বিরুদ্ধ মৈথুন-কার্য্য ত্যাগ করিয়া ভব-সম্পত্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই রূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া জ্ঞানী ও শান্ত লোকের ভব-সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা উচিত।

(৩) এখন ভব-সম্পত্তি কি?—দুর্লভ বুদ্ধোৎপত্তি কালে মনুষ্য জন্ম লাভ করতঃ গৃহী হইয়া আজীবাষ্টক শীল [আজীবা শীল নির্দ্দেশ দ্রষ্টব্য] রক্ষা করিয়া কায়গত-স্মৃতি যথাবিধি অভ্যাস করাকেই ভব সম্পত্তি বৃদ্ধি বলে। শমথ (সমাধি) ও বিদর্শন ভাবনার পূর্ব্বে কায়গত-স্মৃতি অভ্যাস করিবে। কায়গত-স্মৃতি আর স্মৃতি উপস্থান অর্থতঃ এক। তাহা একটী উপমা দ্বারা বুঝাইতেছি;—

এই মনুষ্যলোকে যে, উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, পাগল, আত্মহিত ও পরহিত কি জানে না, ভোজনকালেও শেষ পর্য্যন্ত তাহার মন স্থির থাকে না, খাইবার সময় হয়ত ভাতের থালাটা পর্য্যন্ত উল্টাইয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যায়, আর অন্য কার্য্যের কথাই বা কি? যথাযথ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা গেলে সেই পাগল

ভাল হয় এবং সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। জ্ঞানী এবং শান্ত লোক হইলেও সূক্ষ্ম সমাধি ও বিদর্শন ধ্যান অভ্যাস না করিয়া নিজের মনকে ইচ্ছামত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। এই কারণ ইহারাও সেই পাগলের ন্যায়। কেবলমাত্র বুদ্ধকে প্রণাম করিবার সময় 'ইতিপি সো' ইত্যাদি একটি পদেও তাহাদের মনের স্থিরতা থাকে না, বুদ্ধের গুণ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, মুখে কেবল 'ইতিপি সো ভগবা' ইত্যাদি উচ্চারণ করিতে থাকে। কিন্তু মন ইতস্ততঃ বিচরণ করে। ইহলোকে এইরূপ পাগলের ন্যায় যদি মন স্থির না থাকে তাহা হইলে মার্গফল-নির্ব্বাণের কথা দূরে থাকুক, মৃত্যুর পর তাহাদের স্বর্গ প্রাপ্তিও কঠিন। ইহলোকে নিজের হস্ত পদ ইত্যাদি দমন করিতে না পারিলে হস্ত পদাদির কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না; জিহ্বা দমন করিতে না পারিলে জিহ্বার কার্য্য ঠিক হয় না, মন দমন করিতে না পারিলে মনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এই স্থানে ভাবনা কার্য্যই মনের কার্য্য। সেইজন্য যিনি নিজের মন দমন করিতে পারেন না তিনি গৃহীই হউন অথবা প্রব্রজিতই হউন ভাবনা কার্য্য সম্পূর্ণ ভাবে করিতে পারেন না। অদক্ষ কর্ণধার বোঝাই করা নৌকাতে আরোহণ করিয়া বেগবতী নদীতে অন্ধকার রাত্রে গ্রাম নগর ইত্যাদি কিছুই দেখিতে পায় না এবং দিনের বেলায় স্রোত বেগে গ্রামশূন্য স্থানে গিয়া পড়াতে কোথাও সেই নৌকা লাগাইতে পারে না। তাহার কারণ কি? অদক্ষ বলিয়া দেখিতে

দেখিতে নৌকা স্রোতবেগে সমুদ্রে গিয়া পড়ে। এই উপমায়, স্রোতশীল বেগবতী নদীর ন্যায় কামাদি চারি 'ওঘ'কে জানিতে হইবে, মাল বোঝাই নৌকার সদৃশ এই শরীর, সেই অদক্ষ কর্ণধারের ন্যায় পৃথক্‌জন এবং গ্রামশূন্য নদীর তীরের ন্যায় শূন্য কল্পকে (যেই কল্পে বুদ্ধ উৎপন্ন হন না) জানিতে হইবে। গ্রাম থাকিলেও রাত্রির অন্ধকার হেতু যেমন গ্রামে যাইতে পারে না, তদ্রূপ বুদ্ধ উৎপন্ন হইলেও অষ্ট 'অক্ষণ' অন্ধকারে প্রবেশ হেতু নির্ব্বাণ-স্বরূপ তীর সম্যক্ দৃষ্টি জ্ঞান-চক্ষুর অভাবে দৃষ্ট হয় না। দিনের বেলায় গ্রাম দৃষ্ট হইলেও অদক্ষতার দরুণ নিজের ইচ্ছানুসারে চালিত করিতে পারে না। অবশেষে স্রোত-বেগে সমুদ্রে গিয়া পড়ে। সেইরূপ বুদ্ধের উৎপত্তি কালে বৌদ্ধ হইলেও ভাবনা-কার্য্য না করিলে মনের স্থিরতা না থাকা বশতঃ মার্গফল-নির্ব্বাণ রূপ তীর প্রাপ্ত না হইয়া নিরর্থক চারি ওঘ সমুদ্রে চলিয়া যায়। অনন্ত কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত অজ্ঞ কর্ণ ধারের ন্যায় জীবগণ চলিয়া আসিতেছে। তীর প্রাপ্ত হইতেছে না।

(৫) এখন বুদ্ধশাসনে বৌদ্ধ হইয়া যদি কায়গত-স্মৃতি ভাবনা অভ্যাস না করে তবে চঞ্চল মন লইয়া মৃত্যু হইলে ভাসমান ভেলার ন্যায় সে সংসার সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইবে। সুতরাং সমাধি ও বিদর্শন ভাবনার দ্বারা মনকে স্থির করা কর্ত্তব্য। নিজের মন দমন করাই নির্ব্বাণতীর প্রাপ্ত হইবার ঋজুমার্গ। কারণ মন স্থির হইলে যে কোন কালে সমাধি

অথবা বিদর্শন ভাবনা করিতে পারা যায়। কায়গত-স্মৃতি ভাবনাই নিজের মনকে দমন করিবার প্রকৃষ্ঠ উপায়। সমাধি ও বিদর্শন কার্য্য করিতে না পারিলেও নিজের মনকে কায়গত স্মৃতিদ্বারা দমন করিতে পারা যায়। এরূপ হইলে নির্ব্বাণ-রস আস্বাদন করিবার সুযোগ ঘটে। তজ্জন্যই বলা হইয়াছে,—'অমতং তেসং বিরদ্ধং, যেসং কায়গতাসতি বিরদ্ধা, অমতং তেসং অবিরদ্ধং, যেসং কায়গতাসতি অবিরদ্ধা, অমতং তেসং অপরিভুত্তং, যেসং কায়গতাসতি অপরিভুত্তা, অমতং তেসং পরিভুত্তং, যেসং কায়গতাসতি পরিভুত্তা।'—"যাহারা কায়গতস্মৃতি, সমাধি ও বিদর্শন ভাবনার বিরোধী, তাহারা নির্ব্বাণেরও বিরোধী; যাহারা কায়গতস্মৃতির অবিরোধী, তাহারা নির্ব্বাণেরও অবিরোধী; কায়গতস্মৃতি যাহাদের অপরিভুক্ত; তাহাদের নির্ব্বাণও অপরিভুক্ত; যাহাদের কায়গতস্মৃতি পরিভুক্ত, নির্ব্বাণও তাহাদের পরিভুক্ত, বলিয়া জানা উচিত। অর্থাৎ কায়গতস্মৃতি ভাবনা অভ্যাস দ্বারা নিজের মনকে দমন করিতে এবং পরিণামে নির্ব্বাণ লাভের অধিকারী হইতে পারা যায়। চিত্ত উক্ত স্মৃতিতে নিবদ্ধ হইলে অবাধেই সমাধি বিদর্শন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। সুতরাং প্রকাশমান নির্ব্বাণদ্বার হইতে পৃথক্ হইবার আর সম্ভাবনাও থাকে না। কায়গতস্মৃতি ভাবনার দ্বারা নিজের মন দমনে সমর্থ না হইলে নিঃসংশয়ে পাগলের ন্যায় ইতস্তত

ঘুরিয়া ফিরিয়া সমাধি ও বিদর্শন ভাবনায় উদাসীন হইয়া নির্ব্বাণ তীর হইতে পৃথক হইয়া বহুদূরে গিয়া পড়িতে হইবে। নিজের মন দমনের নানা উপায় আছে। পাগল না হইয়া স্বাভাবিক মনের দ্বারা গৃহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়। এই কার্য্য দ্বারা যাহারা সংসারী হইয়া নিজের মন দমন করিতে পারে তাহারাই উত্তম। ভিক্ষু হইয়া ইন্দ্রিয় সংবরণশীল রক্ষা করাও তদ্রূপ। এইরূপে যাহাদের চিত্ত স্থির হইয়াছে, তাহারা তাহাদের চিত্তকে স্থির বলিলেও প্রকৃত পক্ষে ইহাকে মনের স্থিরতা বলিয়া বলা যায় না। পরন্তু কায়গতস্মৃতি ভাবনার দ্বারাই প্রকৃত স্থিরতা সম্পাদিত হয়। কেননা ইহা সমাধি ও বিদর্শন ভাবনার প্রধান হেতু বা প্রকৃত উপায়। ইহাতে উপচার সমাধি ও অর্পণা সমাধির দ্বারাও মন স্থির হয়। অভিজ্ঞান কার্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু ইহা সমাধি-মার্গ-নীতি। তৎপর বিদর্শন কার্য্য করিলে বিদর্শন নীতি হইবে। ইহা কায়-গতস্মৃতি অবলম্বনে সমাধি ও বিদর্শন কার্য্যের পূর্ব্বাভাস।

(৫) তজ্জন্য এই বুদ্ধোৎপত্তিকালের নবম ক্ষণে দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া নিজের মন দমন করিতে না পারিলে ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর হইতে পারে না। এইরূপে সমাধি ও বিদর্শন ভাবনা প্রণালী জ্ঞাত হইয়া অতঃপর মহা স্মৃত্যুপস্থান সূত্রে বর্ণিত যে কোন কায়গত স্মৃতি ভাবনা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। এই কায়গত স্মৃতি ভাবনা 'উপরি-পণ্নাস' পালিগ্রন্থে কায়গত স্মৃতি সূত্রে 'আনাপান স্কন্ধ'

'ইর্য্যাপথ স্কন্ধ' 'সম্প্রজ্ঞান স্কন্ধ' 'প্রতিকূল মনোনিবেশ' 'ধাতু ব্যবস্থান স্কন্ধ' 'নব সিবথিকের' সহিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান ইত্যাদি অষ্টাদশ প্রকার ধ্যানের বিষয় নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে 'আনাপান' সূত্রে একমাত্র 'আনাপান' ভাবনার দ্বারা কায়গত স্মৃতি ভাবনা ও চারিটি ধ্যান এবং বিদর্শন-বিদ্যা-বিমুক্তি কথিত মার্গ ভাবনা কার্য্য সম্পূর্ণ হয়।

বোধিসত্ব দিগকেও বুদ্ধত্ব লাভের জন্য আনাপান স্মৃতি কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতে হয়। ইহাই ধর্ম্মতা—চিরন্তন নীতি। এমন কি বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরেও তাঁহারা 'আনাপান স্মৃতি' কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করেন না। চল্লিশ প্রকার সমাধি কর্ম্মস্থানের মধ্যে 'আনাপান স্মৃতি' সমাধি প্রত্যহ ভাবনার যোগ্য সরল নীতি। বুদ্ধগণ অন্য কর্ম্মস্থান হইতে 'আনাপান' কর্ম্মস্থানকে নানা প্রকারে প্রশংসা করিয়াছেন। অর্থকথাচার্য্যগণও ইহা মহাপুরুষ-ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সামান্য বা সাধারণ ব্যক্তির সাধারণ জ্ঞান লাভের ও প্রব্রজ্যার, বিশেষ যোগ্য জ্ঞানী ব্যক্তির বিশেষ জ্ঞান লাভের ও প্রব্রজ্যার উপযোগী। তজ্জন্য পূর্ব্বোল্লিখিতানুরূপ বুদ্ধাঙ্কুর গণের মধ্যে তক্ষশিলা নগরের রাজা 'পক্কুসাতি' সপ্ততল প্রাসাদোপরি প্রকৃত রাজবেশে নির্জ্জনে বসিয়া এই 'আনাপান' কার্য্য করিতে করিতে কায়গতস্মৃতি ভাবনা হইতে চতুর্থ ধ্যান সমাধি ভাবনা পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই কার্য্য দর্শন করিয়া বুদ্ধোৎপাদরূপ দুর্লভ ফলের

সহিত ভব সম্পত্তি লাভের জন্য প্রত্যেক জ্ঞানীরই 'আনাপান' স্মৃতি ভাবনা করা কর্ত্তব্য। তাহাদের বোধ সৌকর্য্যার্থে নিম্নে উক্ত স্মৃতির বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে,—

(৬) আনাপানসতি ভিক্খবে ভাবিতা বহুলীকতা চত্তারো সতিপট্ঠানে পরিপূরেন্তি। (১)। চত্তারো সতিপট্ঠানা ভাবিতা বহুলীকতা সত্তবোজ্ঝঙ্গে পরিপূরেন্তি। (২)।। সত্তবোজ্ঝঙ্গা ভাবিতা বহুলীকতা বিজ্জা-বিমুত্তিং পরিপূরেন্তি।' (৩)।

হে ভিক্ষুগণ! আনাপান স্মৃতি ভাবিত, পুনঃপুনঃ উৎপাদিত ও বর্দ্ধিত হইলে চারিটি স্মৃতি উপস্থান পরিপূর্ণ হয়। (১)। চারিটি স্মৃতি উপস্থান ভাবিত পুনঃপুনঃ উৎপাদিত ও বর্দ্ধিত হইলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়। (২)। সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত, পুনঃপুনঃ উৎপাদিত ও বর্দ্ধিত হইলে (চারি মার্গজ্ঞান লোকোত্তর) বিদ্যা,—(চারি ফলজ্ঞান লোকোত্তর) বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।" (৩)

(৭) ইধপন ভিক্খবে ভিক্খু অরঞ্ঞগতো ব, রুক্খমূলগতো ব, সুঞ্ঞাগার গতো ব, নিসীদতি পল্লঙ্কং আভুজিত্বা উজুং কায়ং পণিধায় পরিমুখং সতিং উপট্ঠপেত্বা'।

"হে ভিক্ষুগণ! ইহ শাসনে ভিক্ষু, অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, অথবা শূণ্যাগারে যাইয়া পদ্মাসনে (১) মেরুদণ্ডকে সরল

---

(১) গ্রন্থের প্রারম্ভে যেই পদ্মাসন যুক্ত চিত্র দেওয়া হইল, তাহাই পদ্মাসনের নমুনা। এইরূপ আসনের নাম পদ্মাসন।

করিয়া প্রণিধান পূর্ব্বক আশ্বাস প্রশ্বাস কর্ম্মস্থান আরম্মণাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন”—

(৮) ১—প্রথম পাঠঃ—সো সাতো ব অস্‌সসতি সতো ব পস্‌সসতি ;

২—দ্বিতীয় পাঠ ঃ—দীঘং বা অস্‌সসন্তো দীঘং অস্‌সসামী’তি পজানাতি; দীঘং বা পস্‌সসন্তো দীঘং পস্‌সসামীতি পজানাতি। রসসং বা অস্‌সসন্তো রস্‌সং অস্‌সসামীতি পজানাতি, রস্‌সং বা পস্‌সসন্তো, রস্‌সং পস্‌সসামীতি পজানাতি। •

৩—তৃতীয় পাঠ ঃ—সব্বকায়-পটিসংবেদী অস্‌সসিস্‌ সামীতি সিক্‌খতি, সব্বকায়পটিসংবেদী পস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি।

৪—চতুর্থ পাঠ ঃ—পস্‌সম্ভয়ং কায়সংখারং অস্‌সসিস্‌-সামীতি সিক্‌খতি, পস্‌সম্ভয়ং কায়সংখারং পস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি।

(পঠমা চতুষ্ক পালি)।

১—প্রথম পাঠ ঃ—তিনি স্মৃতিশীল হইয়া আশ্বাস পরিত্যাগ করেন ও স্মৃতিশীল হইয়া প্রশ্বাস গ্রহণ করেন।

২—দ্বিতীয় পাঠ ঃ—অথবা দীর্ঘ আশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ দীর্ঘ আশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। দীর্ঘ প্রশ্বাস গ্রহণ করতঃ দীর্ঘ প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি বলিয়া

প্রকৃষ্টরূপে জানেন। হ্রস্ব আশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ হ্রস্ব আশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। হ্রস্ব প্রশ্বাস গ্রহণ করতঃ হ্রস্ব প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন।

৩—তৃতীয় পাঠ ঃ—আশ্বাসের আদি, মধ্য, ও অন্ত সর্ব্ব আশ্বাস-কায়প্রতিসংবেদী আশ্বাস পরিত্যাগ করিব বলিয়া চেষ্টা করেন। প্রশ্বাসের আদি, মধ্য ও অন্ত সর্ব্বপ্রশ্বাসকায়প্রতি-সংবেদী প্রশ্বাস গ্রহণ করিব বলিয়া চেষ্টা করেন।

৪—চতুর্থ পাঠ ঃ—কায় সংস্কার প্রশমন করিবার জন্য আশ্বাস পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন। কায় সংস্কার প্রশমন করিবার জন্য প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন।

এই 'আনাপান' ভাবনার প্রথম হইতে চতুষ্ক পাঠের মধ্যে, ১মঃ—স্মৃতি উপস্থিত করা; ২য়ঃ—দীর্ঘ ও হ্রস্ব জ্ঞান; ৩য়ঃ—সকল জ্ঞান; ৪র্থঃ—ক্রমাগত নিরোধজ্ঞান।

(৯) এখন অর্থ কথানুসারে প্রথম হইতে চতুষ্ক নীতি দ্বারা যোগ অভ্যাস আরম্ভ করা উচিত। তাহার বিধান এই,—

'গণনা' ঃ—"ধীর ও শীঘ্র এই দ্বিবিধ গণনা নীতি দ্বারা আশ্বাস প্রশ্বাস আরম্মণ (অবলম্বন) গণনা করা"।

'অনুবন্ধনা' ঃ—"অনুবন্ধনা নীতি দ্বারা আশ্বাস প্রশ্বাস 'আরম্মণ শীঘ্র বন্ধন করা।"

'থপনা' ঃ—"আশ্বাস প্রশ্বাসারম্মণ স্তম্ভে আশ্বাস প্রশ্বাস 'আরম্মণে' মনের স্থাপন করা।"

অর্থাৎ আশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ু স্পর্শ হইবার দুইটি স্থান, নাসাগ্র ও ওষ্ঠাগ্র। এই বায়ু কাহারও কাহারও নাসিকার অগ্রভাগে স্পর্শ হয় এবং কাহারও কাহারও ওষ্ঠের অগ্রভাগে স্পর্শ হয়। যাহার যে স্থানে ভাল স্পর্শ হয় তিনি সেই স্থানকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বে গণনা দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করিবেন। মধ্যে অনুবন্ধনা ও পরে স্থাপনা দ্বারা কার্য্য করা উচিত। এই তিন প্রকার কার্য্য নীতির মধ্যে গণনা শীঘ্র ও ধীর ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ধীরে গণনা কিরূপ?—পূর্ব্বোক্ত দুইটি স্থানের মধ্যে আশ্বাস প্রশ্বাস তাহাকে স্মৃতির দ্বারা স্থাপন করিবার সময় চিত্ত চঞ্চল হয়। সেইজন্য মধ্যে মধ্যে স্পর্শ জানা যায়, মধ্যে মধ্যে জানা যায় না, লুপ্ত হয়। যদি প্রকাশ হয়, তাহাকে গণনা করিবে, প্রকাশ না হইলে ত্যাগ করিবে। সেই হেতু ঐ গণনাকে ধীর গণনা বলা হয়।

গণনা করিলে এক হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত একবার, এক হইতে ছয় পর্য্যন্ত একবার, এক হইতে সাত পর্য্যন্ত একবার, এক হইতে আট পর্য্যন্ত একবার, এক হইতে নয় পর্য্যন্ত একবার ও এক হইতে দশ পর্য্যন্ত একবার; এই ছয়বার গণনা করিবে। ছয় বার শেষ হইলে পুনরায় প্রথমবার আরম্ভ করিবে। ছয়বার সম্পূর্ণ হইলে একবার বলা হয়। পূর্ব্বে মনকে নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া আশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে যে কোনটি প্রকাশ হয়, তাহাকে এক বলিয়া গ্রহণ করিবে। সেইরূপ দুই, তিন, চারি, পাঁচ গণনা করিবে।

প্রকাশ না হইলে গণনা করিবে না। যে পর্য্যন্ত প্রকাশ না হয় এক, এক, এক বলিয়া, যখন প্রকাশ হয় তখন দুই বলিবে। পাঁচ হইলে পুনরায় এক, সেইরূপে দশবার পর্য্যন্ত প্রকাশ্য-ভাবে আশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ কারীর এই গণনাকে ধীর গণনা বলা হয়। তদ্রূপ গণনা করিতে করিতে আশ্বাস প্রশ্বাস অনেক প্রকাশ হইবে। তাহাতে গণনাও শীঘ্র শীঘ্র হইবে। যখন সমস্ত আশ্বাস প্রশ্বাস স্পষ্ট হয় তখন গণনা পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বে বাক্যের দ্বারা গণনা করিয়া প্রকাশ হইলে বাক্যের দ্বারা গণনা করা উচিত নহে। কেবল মনের দ্বারা গণনা করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়।

কেহ কেহ জপমালা গ্রহণ করিয়া ছয় বারের শেষে এক একদানা পরিত্যাগ করে, তাহারা একদিনে জপমালা কত হয়, সেরূপ গণনা করে। এস্থানে যাহা 'আরম্মণ' প্রকাশ হয় তাহাই প্রমাণ, জপমালার আবশ্যক নাই।

যখন গণনা না করিলেও গণনার স্বরূপ আশ্বাস প্রশ্বাস নিজের স্থানে সমস্ত প্রকাশ হয়, তখন গণনাকার্য্য বন্ধ করিয়া অনুবন্ধনাকার্য্য গ্রহণ করিবে। অনুবন্ধনা কি?—অনুবন্ধনা বলিলে,—গণনার স্থানে বারংবার স্পর্শ হওয়ার ন্যায় এই আরম্মণকে গণনা না করিয়া কেবল মন দ্বারা বন্ধন করিবে। ঐরূপ পুনঃ পুনঃ—বন্ধন করাকে অনুবন্ধনা বলা হয়। এরূপ অনুবন্ধনা দ্বারা কতদিন কতকাল পর্য্যন্ত অভ্যাস করিবে?—যে পর্য্যন্ত 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' প্রকাশ না হয়, ততদিন অনু-

বন্ধনা অভ্যাস করিবে। প্রতিভাগনিমিত্ত কি?—স্বাভাবিক আশ্বাস প্রশ্বাস অতিক্রম করিয়া রূপসংস্থান আলোকের সহিত তুলার (কার্পাসের) সদৃশ, তারার সদৃশ, মণি, মুক্তা ও মুক্তামালার সদৃশ কোন একটি প্রকাশ হইলে এই প্রজ্ঞাপ্তিকে (ব্যবহারিক ধর্ম্মকে) 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' বলা হয়। এই 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' নিজের ইচ্ছানুরূপ নানাপ্রকার প্রকাশ হইলে অনুবন্ধনা ত্যাগ করিবে। গণনা ও অনুবন্ধনা এই কার্য্যদ্বয় প্রথমোক্ত স্পর্শস্থানে গ্রহণ কবিয়া কার্য্য সিদ্ধ হয়।

'প্রতিভাগনিমিত্ত' প্রকাশ হইবার পরে স্থাপনা নীতি-দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করিবে। স্থাপনা কি?—এই 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' প্রজ্ঞাপ্তি আরম্মণ বিশেষ, সেই জন্য নূতন আরম্মণ সদৃশ হয়, স্বভাব ধর্ম্ম নহে। সেইজন্য মধ্যে মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। পুনরায় প্রকাশ হইবার জন্য কার্য্য করিলে বহু কষ্টকর হয়। তদ্ধেতু প্রকাশমান 'প্রতিভাগ নিমিত্ত'কে রক্ষা করিয়া প্রতিদিন প্রকাশ হইতে প্রকাশতর হইবার জন্য আরম্মণে স্মৃতিরদ্বারা স্থিরভাবে স্থাপন করাকেই স্থাপনা বলা হয়। স্থাপনা কার্য্যস্থানে প্রাপ্ত হইলে সপ্ত অযোগ্য বর্জ্জনপূর্ব্বক সপ্তযোগ্য সেবন করিবে। তাহা এরূপ,—

'আবাসো, গোচর, ভস্সং, পুগ্‌গলো, ভোজনং, উতু;
ইরিয়া পথোতি সত্তেতে অসপ্পায়েপি বজ্জয়ে।
সপ্পায়ে সত্ত সেবথ এবংহি পটিপজ্জতো,
ন চিরেনেব কালেন হোতি কস্সচি অপ্পণা।'

"আবাস গোচর কথা পুদ্গল ভোজন ঋতু,
ঈর্য্যাপথ এই সপ্ত অযোগ্য বর্জ্জিবে কিন্তু ;
সেবা যোগ্য সপ্তবিধ যেবা করে এ সেবনা,
অচির কাল মাঝে হয় কাহারও অর্পণা।"

এইরূপে অর্থকামী যোগিগণ এই সপ্তবিধ অযোগ্য বিষয় বর্জ্জন করিয়া যাহা যোগ্য তাহাই সেবন করিবে। তাদৃশ যোগ্য আচার শীল সম্পন্ন হইয়া বিচরণকারীর অচিরেই অর্পণা উৎপন্ন হয়। পুনরায় প্রতিভাগ নিমিত্ত অধিকতর বর্দ্ধিত হইবার জন্য বহুদিন বহু মাস পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবে। কত দিন পর্য্যন্ত করিবে?—রূপাবচর চতুর্থ ধ্যান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত।

গণনা, অনুবন্ধনা, ও স্থাপনা এই ত্রিবিধ কার্য্য নীতি দ্বারা অনুক্রমে চেষ্টা করিতে করিতে তিন প্রকার নিমিত্ত, তিন প্রকার ভাবনা উৎপাদিত করিবে। সেই তিন প্রকার নিমিত্ত ও ভাবনা কি?—গণনা স্থানে প্রকাশমান আশ্বাস প্রশ্বাস আরম্মণকে 'পরিকর্ম্ম নিমিত্ত', অনুবন্ধনা স্থানে প্রকাশমান আরম্মণকে 'উদগ্রহ নিমিত্ত', স্থাপনা স্থানে প্রকাশমান আরম্মণকে 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' বলা হয়। পরিকর্ম্ম নিমিত্ত বা উদগ্রহ নিমিত্তকে গ্রহণ করিয়া যে কোন সমাধি-চিত্ত-উৎপন্ন হয়; তাহাকে পরিকর্ম্ম ভাবনা বলা হয়। স্থাপনার স্থানে অর্পণার পূর্ব্বভাগে যেই কোন ভাবনা চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপচার ভাবনা বলা হয়। নীতি দুই প্রকার—চতুষ্ক নীতি

ও পঞ্চক নীতি; চতুর্থনীতিঅনুসারে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যানকে অর্পণা ভাবনা বা সমাধি বলা হয়। পঞ্চক নীতিতে এক হইতে পঞ্চম ধ্যান পর্য্যন্ত। অর্পণা সমাধি সমাপ্ত।

'আনাপান' কার্য্য গ্রহণ করিবার সময় গণনা ও অনুবন্ধনা স্থানে আশ্বাস প্রশ্বাস সূক্ষ্ম হইতে হইতে লুপ্ত হয়; সেই জন্য নিজের মনকে স্পর্শ-স্থানে স্থির ভাবে স্থাপন করিয়া সূক্ষ্ম আরম্মণকে ঐ স্থানে গ্রহণ করিবে; অপ্রকাশ হইলে পুনরায় এইরূপ চিন্তা করিবে যে আমি আশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত জীব, এখন আমার আশ্বাস প্রশ্বাস লুপ্ত হইবার কারণ কি? এইরূপ তর্ক বিতর্ক দ্বারা বিচার পূর্ব্বক আশ্বাস প্রশ্বাস চেষ্টা করিবে। ঐরূপ চেষ্টা দ্বারা যদি প্রকাশ হয় অল্পমাত্র প্রতিভাগ নিমিত্ত প্রকাশ হইবে। উপচার ধ্যান প্রাপ্ত হইবে; পঞ্চনীবরণ পরিত্যক্ত হইবে।

যোগ অভ্যাস করিবার সময় আশ্বাস প্রশ্বাস ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম হইয়া লুপ্ত হয়; তাহা আমি দেখিয়াছি। এ স্থানে যদি আরম্মণ লুপ্ত হয়, তাহা হইলে এই ভাবনা কার্য্যে অপটু যোগী আমার নিকট আশ্বাস প্রশ্বাস লুপ্ত হইয়াছে, এরূপ মনে করিয়া ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করে। তজ্জন্য স্থির ভাবে স্মৃতি রক্ষা করিবে।

(১০) পালি গ্রন্থে বার চারি প্রকার, এই চারি প্রকারের মধ্যে স্পর্শ স্থানে স্মৃতি স্থাপন করিয়া গণনা দ্বারা আশ্বাস ত্যাগ

ও প্রশ্বাস গ্রহণ করাকে প্রথম বার। এইরূপে কাল পরিচ্ছেদ করিয়া সাধ্যানুসারে এক ঘণ্টা হইতে তিন চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত যোগ অভ্যাসের স্থানে প্রবেশ করিয়া অভ্যাস করিবার সময় বাহ্য আরম্মণে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে দমন করিবার জন্য গণনা নীতি দ্বারা যোগ অভ্যাস করিবে। ঐ সময় দীর্ঘ ও হ্রস্ব আশ্বাস প্রশ্বাস জানিবার জন্য অভ্যাস করা উচিত নহে। পালি গ্রন্থ মতে আশ্বাস বলিতে ত্যাগ করা এবং প্রশ্বাস বলিতে গ্রহণ করাকে বুঝায়। এই পালির অনুরূপ স্পর্শ স্থানে স্মৃতি স্থাপন করিয়া বিক্ষিপ্ত চিত্ত দমন করা উচিত। সেই জন্য অর্থ কথা গ্রন্থে,—

'বহিৰ্বিসট বিতক্ক বিচ্ছেদং কত্বা আস্সাস পস্সাসারম্মণে সতি সংথপনত্থংযেব হি গণনা।' অর্থাৎ—"গণনা নীতির দ্বারা বাহ্য বিস্তৃত বিতর্ক বিচ্ছেদ করিয়া নিজের শরীরের স্থিত আশ্বাস প্রশ্বাসারম্মণে স্মৃতি সংস্থিতির জন্যই গণনা" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

গণনার পর অনুবন্ধনা কালে আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ নীতির অনুরূপ স্পর্শ স্থানে স্মৃতি স্থাপন করা। দীর্ঘ আশ্বাস ও দীর্ঘ প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ পালির অনুরূপ স্পর্শ স্থানে স্থির ভাবে স্মৃতি স্থাপন করিয়া দীর্ঘ ও হ্রস্ব আশ্বাস প্রশ্বাসকে জানিবার জন্য চেষ্টা করিবে। দীর্ঘ ও হ্রস্ব আশ্বাস প্রশ্বাস জানিবার জন্য আদি, মধ্য ও অন্ত

গ্রহণ করিয়া স্মৃতি দ্বারা কার্য্য করা উচিত নহে। স্পর্শ স্থানে স্মৃতি স্থির ভাবে স্থাপন করিয়া আমি দীর্ঘ হ্রস্ব ঠিক জানিবার জন্য স্মৃতি স্থাপন করিব এই রূপই করা উচিত। দীর্ঘ কিরূপ ?—স্পর্শ স্থানে স্পর্শ করিতে বিলম্ব হয় ; হ্রস্ব স্পর্শকালে শীঘ্র হয়। ধীরে ধীরে নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশকে দীর্ঘ, শীঘ্র শীঘ্র নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশকে হ্রস্ব বলা হয়। মনের ব্যাপার অনেক বিস্তার, সেই জন্য কেবল স্পর্শ স্থানে স্মৃতি স্থাপন করিলে, স্থান হইতে ভিতরে ও বাহিরে দুইটি স্থান প্রকাশ হইবে। স্বয়ং প্রকাশ হইবে। দীর্ঘ ও হ্রস্ব আশ্বাস প্রশ্বাস জানা স্থির হইলে অর্থাৎ—দ্বিতীয় বার শেষ হইলে, আশ্বাসের আদি মধ্য ও অন্ত সর্ব্ব আশ্বাসকায়-প্রতি-সংবেদী আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাসের আদি, মধ্য ও অন্তসর্ব্বপ্রশ্বাসকায় প্রতিসংবেদী প্রশ্বাস গ্রহণ করিব বলিয়া এই তৃতীয় পাঠ পালি অন্বয়ের অনুরূপ স্পর্শ-স্থানে স্মৃতি স্থির ভাবে স্থাপন করিয়া দীর্ঘ ও হ্রস্ব আশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত সমস্ত জানিবার জন্য বিশেষ ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবে। পালি গ্রন্থে "বহির্নিষ্ক্রমণ আশ্বাস বায়ুর নাভি আদি, হৃদয় (বক্ষমূল) মধ্য, নাসিকার অগ্রভাগ অন্ত। অভ্যন্তর প্রবিষ্ট প্রশ্বাস বায়ুর নাসিকাগ্র আদি, হৃদয় মধ্য ও নাভি অন্ত।"

আশ্বাস পরিত্যাগ করিবার সময়, সাধারণ ভাবে পরিত্যাগ না করিয়া আদি স্থান হইতে স্পর্শ স্থান মনে স্পর্শ করিয়া

আমি আশ্বাস পরিত্যাগ করিব এইরূপ মনে বিচার করিয়া পরিত্যাগ করিবে। স্পর্শ স্থান হইতে নাভি স্থান পর্য্যন্ত প্রশ্বাস মনে স্পর্শ করিয়া আমি প্রশ্বাস গ্রহণ করিব এইরূপ বিচার করিয়া গ্রহণ করিবে। এরূপ চেষ্টা কালে প্রথম স্পর্শ স্থান পরিত্যাগ করিবে না। পরিত্যাগ না করিলেও আদি, মধ্য, অন্ত জানা যায়। তৃতীয়বার সমাপ্ত।

যখন আদি, মধ্য ও অন্ত প্রকাশ হয়, তখন কায় সংস্কার প্রশমণ করিবার জন্য আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ এই চতুর্থ পাঠ পালি অন্বয়ের অনুরূপ যে পর্য্যন্ত কর্কশ আশ্বাস প্রশ্বাস স্বয়ং সূক্ষ্ম, ও ধীরে ধীরে লুপ্ত না হয়, আমি সূক্ষ্ম আশ্বাস প্রশ্বাস করিবার জন্য লুপ্ত আশ্বাস প্রশ্বাসানুরূপ হইবার জন্য এই কার্য্য করিব, এইরূপ বিচার করিয়া পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিবে। এরূপ কাহারও স্বয়ং লুপ্ত হইয়া যায়। ইহা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 'গণনা বসেনেব পন মনসিকার-কালতো পভূতি অনুক্কমতো ওলারিক অস্সাস পস্সাস নিরোধ বসেন কায়দরথে বুপসন্তে কায়ো পি চিত্তং পি লহুকং হোতি ; সরীরং আকাসে লঙ্ঘনাকারপত্তং হোতি।' অর্থাৎ "গণনানীতি বশে মনোনিবেশ কাল হইতে যোগপ্রভৃত্ব অনুক্রম হইতে স্থূল আশ্বাস প্রশ্বাস নিরোধদ্বারা কায়িকক্লেশ উপশান্ত হইলে, এই ভূতরূপ শরীর ও চিত্ত লঘু হয় এবং শরীর অন্তরীক্ষে লঙ্ঘনাকার প্রাপ্ত হয়" (অর্থ কথা)।

পদ্মাসন ভূমি হইতে চারি অঙ্গুল উর্দ্ধে উঠার কথা আমি

শুনিয়াছি ; প্রত্যক্ষ করিনাই। সেইরূপ আশ্বাস প্রশ্বাস লুপ্তের স্থায় সূক্ষ্ম হইলে স্পর্শ স্থানে স্মৃতি স্থাপন করিয়া পুনরায় আরম্মণ প্রকাশ হইবার জন্য কার্য্য করিবে। যদি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' উৎপন্ন হইবে। তখন ভয়-ত্রাস, নিদ্রা, আলস্যাদি পঞ্চনীবরণ পরিত্যক্ত হইবে,—উপাচার ধ্যানপ্রাপ্ত হইবে।

'গণনা, অনুবন্ধনা, ফুসনা, ঠপনা, সল্লক্খনা, বিবট্ঠনা, পরিসুদ্ধি।' এই সাতপ্রকার 'আনাপান' কার্য্যনীতির মধ্যে 'গণনা, অনুবন্ধনা, ঠপনা' এই তিন প্রকার কার্য্যনীতি সমাপ্ত। এই প্রথম চতুষ্ক অভ্যস্ত হইলে তৎপর বিদর্শন ভাবনা আরম্ভ করা উচিত।

প্রথম চতুষ্ক সমাপ্ত।

(১১) এখন অর্পণা ধ্যান কথিত স্থাপন নীতিতে দ্বিতীয় চতুষ্ক বর্ণনা করিব,—

(১) 'পীতিপটিসংবেদী অস্সসিস্সামীতি সিক্খতি ;
পীতিপটিসংবেদী পস্সসিস্সামীতি সিক্খতি।

(২) সুখপটিসংবেদী অস্সসিস্সামীতি সিক্খতি ;
সুখপটিসংবেদী পস্সসিস্সামীতি সিক্খতি।

(৩) চিত্তসংখারং পটিসংবেদী অস্সসিস্সামীতি সিক্খতি ;

চিত্তসংখারং পটিসংবেদী পস্সসিস্সামীতি সিক্খতি।

(৪) পস্সম্ভয়ং চিত্ত সংখারং অস্সসিস্সামীতি সিক্খতি; পস্সম্ভয়ং চিত্তসংখারং পস্সসিস্সামীতি সিক্খতি।'

(তৃতীয় চতুক্কপালি)।

(১) প্রীতি প্রতিসংবেদী আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, অর্থাৎ যখন "প্রতিভাগ নিমিত্ত" আরম্মণ-গ্রহণ করিয়া যে কেহ রূপাবচর প্রথম ধ্যান ও দ্বিতীয় ধ্যান উৎপাদন করে তখন তাহার অত্যধিক প্রীতি প্রকাশ হয়।

(২) সুখ প্রতিসংবেদী আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, যখন 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' আরম্মণ গ্রহণ করিয়া যে কেহ রূপাবচর তৃতীয় ধ্যান উৎপাদন করে, তখন তাহার অধিক সুখ প্রকাশিত হয়।

(৩) (বেদনা সংজ্ঞা যুক্ত) চিত্ত সংস্কার প্রতিসংবেদী আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ যখন এই প্রতিভাগ নিমিত্ত আরম্মণ গ্রহণ করিয়া যে কেহ উপেক্ষা বেদনা কথিত চিত্তসংস্কার যুক্ত চতুর্থ ধ্যান উৎপাদন করে, তখন তাহার চিত্তে সংস্কার প্রকাশিত হয়।

(৪) চিত্তের সংস্কার প্রশমণ করিবার জন্য আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, অর্থাৎ—যে কেহ কর্কশ বেদনা ও সংজ্ঞাকে ক্রমে ক্রমে শান্ত করিবার

জন্য কার্য্য করে, তখন তাহার চিত্ত সংস্কার শান্ত হয়। ইহা চিত্ত সংস্কারের শান্তি কার্য্য।

এই চারি ধ্যানকে অর্থ-কথা গ্রন্থে অর্পণা ধ্যানের স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। যখন 'প্রতিভাগ নিমিত্ত' স্থিরভাবে প্রাপ্ত হইবে। তখন হইতে উপচার ধ্যান স্থানে মনের তৃপ্তি প্রকাশিত হইবার জন্য কার্য্য আরম্ভ করিবে। মনের শান্তি প্রকাশ হইবার জন্য কার্য্য আরম্ভ করিব ঐরূপ বিচার হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় চতুষ্ক সমাপ্ত।

(১২) এখন সেই অর্পণা ধ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক তৃতীয় চতুষ্কের বর্ণনা করিব,—

১ 'চিত্তপটিসংবেদী অস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি ;
চিত্তপটিসংবেদী পস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি।
২ অভিপমোদয়ং চিত্তং অস্‌সসিস্‌সমীতি সিক্‌খতি ;
অভিপমোদয়ং চিত্তং পস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি।
৩ সমাদহং চিত্তং অস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি,
সমাদহং চিত্তং পস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি।
৪ বিমোচয়ং চিত্তং অস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি ;
বিমোচয়ং চিত্তং পস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি।'

তৃতীয় চতুক্ক পালি।

১ "চিত্ত প্রতিসংবেদী আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন।" অর্থাৎ মনের বিশেষ প্রকাশ হইবার

জন্য সেই আরম্মণে চারি প্রকার ধ্যানে পুনঃপুনঃ প্রবেশ করাকে চিত্ত প্রতিসংবেদী বলা হয়।

২ "চিত্তকে অভিপ্রমোদিত করিয়া আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন"—মনের বিশেষ প্রকাশ হইবার পরে মনের বিশেষ আনন্দ হইবার জন্য প্রীতি সংযুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানকে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করাকে অভিপ্রমোদিত চিত্ত বলা হয়।

৩ "চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্থাপন পূর্ব্বক আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন"—মনের বিশেষ ভাবে প্রফুল্লিত হইবার পরে, বিশেষ স্থির হইবার জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান চেষ্টা করাকে 'সমাদহং' চিত্ত বলা হয়।

৪ "চিত্ত পঞ্চ নীবরণ হইতে বিমুক্ত করিয়া আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন"—মনকে প্রতিপক্ষ ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য সেই চারি প্রকার ধ্যান পুনঃপুনঃ চেষ্টা করাকে বিমুক্ত চিত্ত বলা হয়।

এই চতুর্থ ধ্যানকে অর্থকথা গ্রন্থে অর্পণা ধ্যান চেষ্টা করিবার স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় চতুষ্ক সমাপ্ত।

(১৫) এখন অর্পণা ধ্যানের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বিদর্শন কর্ম্মস্থান ভাবনা কার্য্য চারি প্রকারের চতুষ্ক কার্য্যনীতি বর্ণনা করিব,—

'অনিচ্চানুপস্‌সী অস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি;
অনিচ্চানুপস্‌সী পস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি।

২ বিরাগানুপস্‌সী অস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি; বিরাগানুপস্‌সী পস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি।

৩ নিরোধানুপস্‌সী অস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি; নিরোধানুপস্‌সী পস্‌সিস্‌সামীতি সিক্‌খতি।

৪ পটিনিস্‌সগ্‌গানুপস্‌সী অস্‌সসিস্‌সামীতি সিক্‌খতি; পটিনিস্‌সগ্‌গানুপস্‌সী পস্‌সসিস্‌সমীতি সিক্‌খতি।'

চতুত্থ চতুক্‌ক পালি।

১ "অনিত্য অনিত্য এইরূপ পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে করিতে অনিত্যানুদর্শী হইয়া আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন।

২ বিরাগানুদর্শী হইয়া আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন।

৩ নিরোধানুদর্শী হইয়া আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন।

৪ প্রতিনিসর্গানুদর্শী (পরিত্যাগ দর্শন করিয়া) হইয়া আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন।"

ইহা বিদর্শন কর্ম্মস্থান ভাবনার কার্য্যনীতির মূল বচন। পরে বিশেষ বর্ণিত হইবে। চতুর্থ চতুষ্ক সমাপ্ত।

১৪ এখন যে কেহ এই 'আনাপান' স্মৃতির কার্য্য নিত্য অভ্যাস করে, তাহার জন্য চারি স্মৃতি উপস্থানের কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার নীতি এরূপ,—

চতুর্থ চতুষ্কের মধ্যে গণনা, অনুবন্ধনা এই দুইটি কার্য্যদ্বারা প্রথম চতুষ্ক প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই প্রথম চতুষ্ক কেবল কায়ানু দর্শন স্মৃতি উপস্থানের কার্য্য মাত্র। তজ্জন্য বলা হইয়াছে যে,—'কায়েসু কায়ঞ্ঞতরাহং ভিক্‌খবে এতং বদামি; যদিদং অস্‌সাসপস্‌সাসা।'—ভিক্ষুগণ! যে কোন আশ্বাস প্রশ্বাসকে আমি, তাহা এই শরীরের পৃথিবীকায়, আপকায় ইত্যাদির মধ্যে অন্যতর একটি বায়ুকায় মাত্র বলি। ইহা প্রথম চতুষ্ক। ১।

বেদনাসু বেদনাঞ্ঞতরাহং ভিক্‌খবে এতং বদামি; যদিদং অস্‌সাস-পস্‌সাসানং সাধুকং মনসিকারো।'—হে ভিক্ষুগণ! যে কেহ এই আশ্বাস প্রশ্বাসকে সুন্দররূপে অভ্যাস করে, এই মনযোগীর বেদনা সমুহের মধ্যে অন্যতর একটি বেদনা বলিয়া আমি বলিতেছি। (এইস্থানে সুন্দররূপে বলিলে, প্রীতি 'প্রতি সংবেদী' উৎসাহ বিশেষকে বুঝায়, তাহাকে সাধু প্রযত্ন বলা হয়।) এইস্থানে আশ্বাস প্রশ্বাসকে আরম্মণ করিয়া জ্ঞানে বেদনা স্পষ্ট উৎপন্ন হয়। সেইজন্য এই চতুষ্ককে বেদনানুদর্শন স্মৃতি উপস্থানের কার্য্য বলে। ২।

তৃতীয় চতুষ্কের কার্য্য চিত্তানুদর্শন স্মৃতি উপস্থানের কার্য্য। এইস্থানে আশ্বাস প্রশ্বাসকে 'আরম্মণ' করিয়া জ্ঞানে, মন প্রকাশ হয়; সেইজন্য এই চতুষ্ককে চিত্তানুদর্শন স্মৃতি উপস্থানের কার্য্য বলা হয়। ৩।

অনিত্যানুদর্শী ইত্যাদি চতুর্থ চতুষ্কের কার্য্য, ধম্মানুদর্শন স্মৃতি উপস্থানের কার্য্য। এইস্থানে আশ্বাস প্রশ্বাসকে 'আরম্মণ' করিয়া স্বীয় চিত্তের পরিত্যজ্য অভিধ্যা ও দৌর্ম্মনস্য এই দুইটি প্রহাণ ধর্ম্ম জ্ঞানে প্রকাশ হয়। সেইজন্য এই চতুর্থ চতুষ্ককে ধর্ম্মানুদর্শন স্মৃতি উপস্থানের কার্য্য বলে। যে যোগীর সেই অভিধ্যা ও দৌর্ম্মনস্য পরিত্যক্ত হয়, সেই যোগীর তাহা ভালরূপে জ্ঞান দ্বারা দৃষ্টি পূর্ব্বক অধ্যুপেক্ষিত হয়; সেই হেতু ও ধম্মানুদর্শন স্মৃতি উপস্থান কথিত হয়। ৪।

চারি স্মৃতি উপস্থান সমাপ্ত।

১৫। এখন 'আনাপান' কার্য্যকে যে কেহ নিশ্চয়ভাবে করে, তাহার জন্য সপ্ত বোধ্যঙ্গের কার্য্য সম্বন্ধে, ও কার্য্যের সিদ্ধি লাভ সম্বন্ধে বর্ণনা করা যাইতেছে,—স্মৃতি উপস্থান কার্য্য হইয়াছে বলিয়া প্রতিদিন সেই আরম্মণে স্মৃতি স্থির-হওয়া, বৃদ্ধি হওয়া এই কার্য্য স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা কার্য্য। 'যস্মিং সময়ে ভিকখুনো উপট্ঠিতা সতি হোতি, অসম্মুট্ঠা; সতি সম্বোজ্ঝঙ্গো তস্মিং সময়ে ভিক্খুনো আরদ্ধো হোতি।' "যে সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থিত হয়," সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ সিদ্ধি হয়,—সম্পুর্ণ হয় ইহাই অর্থ। সেই আনাপান কার্য্য সম্বন্ধে ধর্ম্মগুলি প্রতিদিন বিচার করিতে করিতে যদি জ্ঞানে প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা কার্য্য হয়। সেই কার্য্যে যদি প্রতিদিন চেষ্টা বৃদ্ধি হয়

তাহা হইলে বীর্য্য সম্বোধ্যঙ্গ হয়। প্রীতি প্রতিসংবেদী হইয়া সেই আরম্মণে, সেই কার্য্যে প্রতি দিন মনের আনন্দ বৃদ্ধি হওয়া প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের কার্য্য। সেই আরম্মণে, সেই কার্য্যে মনের আনন্দ হইবার পরে, সেই কার্য্যে আলস্য, তন্দ্রা, ইত্যাদি উষ্ণ ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে যদি শান্ত হয়, তাহা হইলে প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়। প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গের পরে, সেই আরম্মণে, সেই কার্য্যে যদি মন সম্পূর্ণরূপে স্থিত হয়, তাহা হইলে সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের কার্য্য হয়। সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হইলে পরে মনের চঞ্চলতা হওয়ার কোন ভয় থাকে না। সেই আরম্মণকে উপেক্ষা করিয়া আরম্মণ এবং মনকে ত্যাগ করিতে পারে। অর্থাৎ ত্যাগ করিলে তখন নষ্ট হয় না বলিয়া উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়। পালি গ্রন্থে এই সকল স্মৃতি উপস্থানের মধ্যে কোন এক ধর্ম্মে সাত প্রকার সম্বোধ্যঙ্গ ধর্ম্ম উৎপন্ন হইবার কথা বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

সপ্ত বোধ্যঙ্গ সমাপ্ত।

(১৬) এখন 'আনাপান' কার্য্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া বিদর্শন বিদ্যা, মার্গ বিদ্যা ও ফল কথিত বিমুক্তি মার্গ নীতি ও সংশোধন নীতি দর্শন করিবার জন্য 'কথং ভাবিতা চ ভিক্‌খবে সত্তবোজ্ঝাঙ্গা কথং বহুলীকতা বিজ্জা বিমুত্তিং পরিপুরেন্তি ? ইধ ভিক্‌খবে ভিক্‌খু সতিসম্বোজ্ঝাঙ্গং ভাবেতি বিবেক-নিস্‌সিতং বিরাগ-নিস্‌সিতং নিরোধ-নিস্‌সিতং বোস-

গ্‌গ-পরিণামিং। ধম্ম-বিচয়-সম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেতি ··· বীরিয়-সম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেতি ··· পীতি-সম্বোজ্ঝঙ্গং ভাবেতি ··· পস্‌সদ্ধি-সম্বোজ্‌ঝঙ্গং ভাবেতি ··· সমাধি-সম্বোজ্‌ঝঙ্গং ভাবেতি ··· উপেক্ষা-সম্বোজ্‌ঝঙ্গং ভাবেতি, বিবেক-নিস্‌সিতং বিরাগ-নিস্‌সিতং নিরোধ-নিস্‌সিতং বোসগ্‌গ-পরিণামিং।' অর্থাৎ—"ভিক্ষুগণ সপ্ত বোধ্যঙ্গকে কিরূপে ভাবিলে, কিরূপে বাড়াইলে বিদ্যা বিমুক্তি ধর্ম্ম পরিপূর্ণ হইবে! হে ভিক্ষুগণ! ইহ শাসনে কোন ভিক্ষু স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গকে ক্লেশ শূণ্য নির্ব্বাণ-স্থানকে 'আরম্মণ' করিয়া বিরাগ নিস্থত, ক্লেশ বিনষ্ট হইবার নির্ব্বাণ 'আরম্মণ' করিয়া, ক্লেশ পরিত্যাগ হইবার নির্ব্বাণ 'আরম্মণ' করিয়া এই স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন,··· ধর্ম্ম-বিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, ···বীর্য্য-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন,··· প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন,···প্রশ্রদ্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন, উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করেন। ভিক্ষুগণ! এইরূপে ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনা করিলে, বর্দ্ধিত করিলে বিদ্যা বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়। বিবেক, বিরাগ, নিরোধ ও উৎসর্গ-পরিণামী (ক্লেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বাণ আরম্মণ করা) এই চারিটি নির্ব্বাণেরই নাম। বর্ত্তমান জন্মে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার জন্য যে কোন ভাবনা কার্য্য করা হয় তাহাকে বিবেক নিস্থত বলা হয়। কেবল কুশল উৎপন্ন হইবার জন্য করিলে বর্ত্ত

নিস্থত বলে। গণনা ও অনুবন্ধনা নীতি দ্বারা উপচার ধ্যান অর্পণা ধ্যান কথিত স্থাপনা নীতি দ্বারা অনুক্রমে কার্য্য করিলে চারি স্মৃতি উপস্থানের সহিত সপ্ত বোধ্যঙ্গ উৎপাদিত হয়। তাদৃশ উৎপন্ন হইলে মৃত্যুর পর দেবতা ও ব্রহ্মা হইবার জন্য প্রার্থনা করিলে বর্ত্ত নিস্থত হয়। গণনা নীতি, অনুবন্ধনা নীতি উপচার ধ্যান কথিত স্থাপনা নীতি দ্বারা অনুক্রমে কার্য্য করিলে চারিটি স্মৃতি উপস্থানের সহিত সপ্ত বোধ্যঙ্গ উৎপাদিত হয়। সেইরূপ উৎপন্ন হইলেও মৃত্যুর পর দেব ব্রহ্ম হইবার জন্য প্রার্থনা করিলে বর্ত্তনিস্থত বলা হয়। উপচার ধ্যান অর্পণা ধ্যান অনিত্যানুদর্শন উৎপন্ন হইবা মাত্র যদি কার্য্য বন্ধ করে তাহা হইলে ত্রিভৌমিক বর্ত্তে নামিয়া যায়, পরে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করে। সেই জন্য উপচার ধ্যান, অর্পণা ধ্যানে অনিত্যানুদর্শন হইবা মাত্রই বন্ধ না করিয়া ইহ জন্মে বিবর্ত্ত মার্গ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি চেষ্টা করিব সেইরূপ বিচার করিয়া যদি কার্য্য করে তাহা হইলে বিবেক নিস্থত, বিরাগনিস্থত, নিরোধ নিস্থত ও উৎসর্গ পরিণামী বলা হয়। এইরূপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইবার জন্য কার্য্য করিলে বিদ্যা-বিমুক্তি মার্গ প্রাপ্ত হইবে। বিদ্যা-বিমুক্তি মার্গ প্রাপ্ত হইলে বিবেক বিরাগ, নিরোধ ও উৎসর্গ কথিত বিবর্ত্ত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। বিবর্ত্ত কি? নির্ব্বাণ এখন সংসারে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া, ইহ জন্মে একমাত্র বিবর্ত্ত ধর্ম্মকে নিজের হিত ধর্ম্ম জানিয়া আদর করিবে।

বিবর্ত্ত ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইবার জন্য, বিদ্যা-বিমুক্তি এই দুই ধর্ম্মকে চেষ্টা করিতে হইবে, বিদ্যা-বিমুক্তি এই দুই ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সপ্ত বোধ্যঙ্গ চেষ্টা করিতে হইবে; সপ্ত বোধ্যঙ্গ প্রাপ্ত হইবার জন্য চারিটি স্মৃতি উপস্থান ধর্ম্মকে চেষ্টা করিতে হইবে; চারিটি স্মৃতি উপস্থান ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইবার জন্য 'আনাপান' স্মৃতি কর্ম্ম স্থানকে চেষ্টা করিবে। এই 'আনাপান' কার্য্য দ্বারা চারিটি স্মৃতি উপস্থান সপ্ত বোধ্যঙ্গ বিদ্যা-বিমুক্তি দুই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয়। এই 'আনাপান' সূত্রের সামান্য ব্যাখ্যা।

বিদ্যা-বিমুক্তি এই দুই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ হইবার নিয়ম, অনিত্যানুদর্শী আশ্বাস পরিত্যাগ ইত্যাদি কথিত চতুর্থ চতুষ্ক কার্য্যনীতি অনুসারে সপ্ত বোধ্যঙ্গ সম্পূর্ণ হইবার জন্য, নির্ব্বাণকে আশ্রয় করিয়া অনিত্যানুদর্শন ধর্ম্মকে চেষ্টা করিলে পূর্ব্বে স্রোতাপত্তি কথিত বিদ্যা-বিমুক্তি প্রাপ্ত হইবে। তখন আত্মদৃষ্টি বিচিকিৎসা সমস্ত দুশ্চারিত,—দুরাজীব অপায় দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া ইহ জন্মে সউপাদিশেষ নির্ব্বাণ কথিত বিবর্ত্ত ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইবে।

(১৭) এখন সেই অনিত্যানুদর্শন আশ্বাস পরিত্যাগ করিব ইত্যাদি চতুর্থ চতুষ্ক কার্য্য নীতি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে,—'সুত্তন্ত পিটকে' অর্থ কথা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 'আনাপান' ভাবনা দ্বারা অর্পণা সমাধির চারিটি ধ্যান প্রাপ্ত হইবার পর এই চতুষ্ক নীতি দ্বারা বিদর্শন কর্ম্ম স্থান ভাবনার

কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিলে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর শিরোমণি। যদি না পারা যায় তাহা হইলে তৃতীয় ধ্যান হইতে এই বিদর্শন ভাবনা কার্য্য আরম্ভ করিতে পারাযায়, দ্বিতীয় ধ্যান হইতেও সেই বিদর্শন আরম্ভ করিতে পারাযায়, প্রথম ধ্যান হইতেও পারা যায় এবং অর্পণা ধ্যান প্রাপ্ত না হইয়া উপচার ধ্যানেও করিতে পারাযায়। অনুবন্ধনা নীতিতেও বিদর্শন করিতে পারাযায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিত্ত স্থির হওয়ার পূর্ব্বে গণনা নীতি হইতেও এই বিদর্শন কার্য্য আরম্ভ করিতে পারাযায়। বিদর্শন কার্য্য করিবার সময় এই 'আনাপানার' সহিত একত্রে কার্য্য করিবার নীতি এবং 'আনাপান' স্মৃতিকে উপচার কার্য্য মাত্র চেষ্টা করিয়া পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে নিজের ইচ্ছামত সংস্কার ধর্ম্ম সমূহকে কার্য্য করিবার নীতি এই দুই প্রকার নীতির মধ্যে 'সুওন্ত' গ্রন্থে অনিত্যানুদর্শী আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য শিক্ষা করিব। এইরূপ 'আনাপানার' সহিত যোগ করিয়া কার্য্য করিবার প্রণালী আছে। অর্থাৎ,—আশ্বাস পরিত্যাগ, ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় অমনোযোগী হইয়া পরিত্যাগ না করিয়া 'অনিত্য' 'অনিত্য' এইরূপে মনে মনে পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিয়া আশ্বাস পরিত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিবে। ইহা সুত্তন্ত পালি গ্রন্থের অর্থ।

বিদর্শন কার্য্য করিবার নীতি দুই প্রকার,—রূপকে গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা এবং নামকে গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা।

গণনা কার্য্য হইতে বিদর্শন আরম্ভ করিলে আশ্বাস প্রশ্বাস কথিত রূপধর্ম্মকে আরম্মণ করিয়া কার্য্য করিবে। কারণ, গণনা কালে, আশ্বাস প্রশ্বাস এই দুই রূপধর্ম্ম মাত্র জ্ঞানে প্রকাশ হয়।

অনুবন্ধনা কার্য্য হইতে বিদর্শন আরম্ভ করিলেও ঐরূপ করিতে হইবে। স্থাপনা বলিলে, উপচার ও অর্পণা এই দুই প্রকার স্থাপনার মধ্যে, উপচার সমাধিও বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রীতি প্রতিসংবেদী, সুখপ্রতিসংবেদী ইত্যাদি কথিত দ্বিতীয় চতুষ্ক বেদনানু দর্শন, চিত্ত প্রতিসংবেদী কথিত তৃতীয় চতুষ্ক চিত্তানুদর্শন; এই দুই বিদর্শন ভাবনার মধ্যে, বেদনানুদর্শন হইতে বিদর্শন ভাবনা কার্য্য করিলে, বেদনা কথিত নাম ধর্ম্মকে আরম্মণ করিয়া কার্য্য করিবে। চিত্তানুদর্শন হইতে বিদর্শন ভাবনা করিতে হইলে চিত্তধর্ম্ম কথিত নাম-ধর্ম্মকে আরম্মণ করিয়া কার্য্য করিবে। যদি অর্পণা সমাধি হইতে বিদর্শন ভাবনা করে তাহা হইলে, বেদনা চিত্ত এবং অর্পণা ধ্যানে যেই কোন অঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহাকে আরম্মণ করিয়া এই কার্য্য করিবে।

সম্প্রতি গণনা নীতি হইতে রূপধর্ম্মকে আরম্মণ করিয়া বিদর্শন ভাবনা কার্য্য আরম্ভ করিবার নীতি কথিত হইতেছে,—গণনানীতি সম্বন্ধে যে কোন বাক্য কথিত হইয়াছে, সেই বাক্য অনুসারে গণনার পর অনুবন্ধনা কার্য্য করিবার সময় অনুবন্ধনা কার্য্য না করিয়া, অনিত্যানুদর্শী আশ্বাস পরিত্যাগ শিক্ষা করা, এই

চতুর্থ চতুষ্ক স্কন্ধানুসারে অনিত্যানুদর্শন কার্য্য করিবে। গণনা কার্য্য ক্ষণিকা সমাধিকে উপচার সমাধির স্থানে স্থাপন করিবে। স্থাপন করিবার প্রণালী এরূপ,—বিদর্শন কর্ম্মস্থান কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সমস্ত দিন রাত্রি কার্য্য করিবার সুযোগ ঘটিয়া না উঠিলেও দিবা রাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে তিন চারি ঘণ্টা সময় ভাগ করিয়া ইহা চেষ্টা করিবে। এই কার্য্য করিবার সময় নিজের মনো-বিতর্ককে সংশোধন করিবার জন্য পূর্ব্বে 'আনাপান' স্মৃতিগ্রহণ করিবে। মন বিতর্ক শান্ত হইলে বিদর্শন কার্য্য করিবে। বিদর্শন কার্য্য সিদ্ধ হইয়া মার্গ ফলপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত 'আনা-পান' স্মৃতি ভাবনা ত্যাগ করিবে না,—অর্থাৎ 'আনাপান' স্মৃতি গ্রহণ করিয়া 'অনিত্য', 'অনিত্য' এরূপ চিন্তা করিবে। ফল সমাপত্তি কালে ফল বারংবার উৎপন্ন করিয়া নির্ব্বাণ আরম্মণ করাকেই ফল সমাপত্তি বলে। ইহাই তাহার অর্থ। সেই সমাপত্তিকালে, স্মৃতিকে উপচার সমাধির স্থানে স্থাপন করিবে। বিদর্শন নীতিতে,—'দিট্ঠিবিসুদ্ধি, কঙ্খবিতরণবিসুদ্ধি, মগ্গা-মগ্গঞাণদস্সণবিসুদ্ধি, পটিপদাঞাণদস্সনবিসুদ্ধি, ও ঞাণদস্সনবিসুদ্ধি,—এই পাঁচটিকে সম্যক্ দৃষ্টি বিদ্যাজ্ঞান বলে। এই পাঁচটির মধ্যে আশ্বাস প্রশ্বাসে দৃষ্টিবিশুদ্ধি কার্য্য কিরূপ?—আশ্বাস প্রশ্বাসে পৃথিবী ধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, রূপ, গন্ধ, রস, ওজঃ এই আটপ্রকার ধাতু বর্ত্তমান আছে। শব্দ হইবার সময় শব্দ-ধাতুর সহিত ইহা নয়প্রকার। এই

নয়প্রকার ধাতুর মধ্যে পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু এই চারি ধাতুই প্রধান। পৃথিবী ধাতুর লক্ষণ কিরূপ ?—কঠিন ও কোমল, এই লক্ষণ অনেক কঠিন বস্তুতে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেই প্রকাশ পায়, কোমল ও তদ্রূপ প্রকাশ পায়। সূর্য্যের আলোক, চন্দ্রের আলোক, স্পর্শ করিতে পারে না জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ হয়। আপধাতুতে আবন্ধন, (বন্ধনকরা) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। তাহাতে কঠিন বস্তু না থাকিলে, কাহাকে বন্ধন করিবে ?—এবং তেজধাতুতে "উষ্ণলক্ষণ" কঠিন ইন্ধন ইত্যাদি বস্তু না থাকিলে কাহাকে দগ্ধ করিবে ? বায়ুধাতুতে "উপস্তম্ভন" লক্ষণ, কঠিন উপস্তম্ভন করিবার বস্তু না থাকিলে কাহাকে উপস্তম্ভন করিবে ? এই যুক্তি জ্ঞানে প্রকাশ হইলে জানা যায় যে আশ্বাস প্রশ্বাস কায়ের সহিত কোন একবস্তু উৎপন্ন হইলে তাহাকে বন্ধন করা আপধাতুর ক্রিয়া বা লক্ষণ। আশ্বাস প্রশ্বাসে উষ্ণ ও শীতল লক্ষণে তেজধাতু বিদ্যমান রহিয়াছে। এই তেজ ধাতুকে চঞ্চল করাই বায়ুধাতুর কার্য্য। আশ্বাস প্রশ্বাসে বায়ু ধাতুরই আধিক্য থাকে। আশ্বাস প্রশ্বাসে চারিধাতুর যুক্তিকে জানিতে পারিলে, সমস্ত শরীরের বিষয় জানিবে বা জ্ঞানে প্রকাশ হইবে। আশ্বাস প্রশ্বাসে "কঠিনত্ব, বন্ধনত্ব, উষ্ণত্ব, চঞ্চলত্ব" প্রভৃতি এই চারিপ্রকার লক্ষণযুক্ত চারিধাতুর ক্রিয়া বিদ্যমান। এই চারিটি লক্ষণকে জ্ঞানদ্বারা আরম্মণ করিলে তাহাকে পরমার্থ জ্ঞান বলা হয়। এই চারিপ্রকার ধাতুর লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল

দীর্ঘ হ্রস্ব দ্বারা আশ্বাস প্রশ্বাস জানিলে সৎকায়-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। এই দৃষ্টিমার্গে আশ্বাস প্রশ্বাসের আদি স্থান নাভি, অন্ত স্থান নাসিকাগ্র। আদিতে একবার উৎপন্ন হইয়া অন্তে একবার বিনষ্ট হয়। মধ্যে সর্ব্বদা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় না। এই বিচার পৃথগ্‌জনের সর্ব্বদা উৎপন্ন হওয়াকে দৃষ্টি বলে, অথবা এই দৃষ্টি সর্ব্বদা পৃথগ্‌জনের নিকট উৎপন্ন হয়। সেইরূপ সকল শরীরে পৃথগ্‌জনের নিকট চিরকাল বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই জানিতে হইবে। আশ্বাস প্রশ্বাসে এই দৃষ্টিকে জ্ঞানদ্বারা নষ্ট করিবার জন্য চারি ধাতু বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা সংশোধন করিবে। সংশোধনের নিয়ম পৃথক্ পৃথক্ চারিপ্রকার ধাতুবিষয়ক জ্ঞানে প্রকাশ হইলে, দীর্ঘ ও হ্রস্ব জ্ঞানারূপ দৃষ্টি লুপ্ত হয়। দীর্ঘ হ্রস্ব নাই, আশ্বাস প্রশ্বাস নাই, ইহা কেবল চারি ধাতুরই ক্রিয়া মাত্র। এইরূপ দৃষ্টি-বিশুদ্ধি জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। আশ্বাস প্রশ্বাস হইতে অন্য কেশ, লোম, নখ, দন্ত ইত্যাদি সমস্ত শরীরে ও দীর্ঘ হ্রস্ব প্রভৃতি সংস্থিতি অনুরূপ 'এই কেশ', 'এই লোম', ইত্যাদি ব্যবহার-দৃষ্টি পৃথক্‌জনের বর্ত্তমান থাকে। 'এই কেশ', ইত্যাদি অংশের মধ্যে চারিপ্রকার ধাতু বর্ত্তমান আছে। সেই সেই অংশে চারিপ্রকার ধাতু স্পষ্টভাবে জানিবার জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, দৃষ্টি নষ্ট হইবে। প্রকৃতপক্ষে কেশ, লোম, কিছু নাই, কেবল চারি ধাতু মাত্র। এইরূপ জ্ঞাত হওয়াকেই -বিশুদ্ধি বলে। এইরূপ সমস্ত শরীরে দৃষ্টি উৎপন্ন হওয়া

এক, জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া পৃথক্ জানিয়া দৃষ্টি ত্যাগ করিবে ; এবং দৃষ্টি-বিশুদ্ধি গ্রহণ করিবে।

রূপেদৃষ্টি বিশুদ্ধি কার্য্য সমাপ্ত।

আশ্বাস প্রশ্বাসকে আরম্মণ কারী মন। চারি প্রকার ধাতুকে আরম্মণ কারীও মন। এই মনে সংযোগ কারী স্মৃতি বীর্য্য, এই সমস্তকে নাম বলে। মনের লক্ষণ আরম্মণকে জানা স্মৃতির লক্ষণ আরম্মণকে বারংবার স্মরণ করা, এইকার্য্যকে চেষ্টা করাই বীর্য্য, এই আরম্মণ এই কার্য্যে কুশল জানাই, জ্ঞান। আশ্বাস প্রশ্বাসকে আমি আরম্মণ করিব এইরূপ জানাই দৃষ্টি ; ইহাকে লুপ্ত করিবার জন্য সংশোধন করিবে। তাহা কিরূপে সংশোধন করিবে?—অশ্বাস প্রশ্বাসকে আরম্মণ কারী মন-ধাতু একমাত্র হৃদয়ে মন ধাতু উৎপন্ন হইবার সময় আশ্বাস প্রশ্বাসকে আরম্মণ করা ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া নাম ধাতুর ক্রিয়া মাত্র। রূপ নহে। রূপস্কন্ধের কার্য্য নহে, পুদ্গল ও নহে, পুদ্গলের কার্য্য ও নহে। সত্বও নহে, সত্বের কার্য্যও নহে, আমিও নহি, আমার কার্য্য ও নহে। এই ক্রিয়া মনোবিজ্ঞান "নাম" মাত্র। এইরূপ বারংবার দর্শন করিবে। সেইরূপ স্পষ্ট ভাবে জ্ঞাত হইয়া দৃষ্টিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে স্মৃতি, বীর্য্য, জ্ঞানে ও জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। অগ্রে একমাত্র ইহাই মনে জ্ঞাত হওয়া উচিত।

নামে দৃষ্টি বিশুদ্ধি কার্য্য বিধি সমাপ্ত।

সমস্ত শরীরে রূপধাতুর কার্য্য চারি প্রকার, নামধাতুর কার্য্য এক প্রকার। এই পাঁচটি ধাতুর পাঁচপ্রকার কার্য্যকে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানে স্পষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া পরে 'কঙ্খা-বিতরণ বিসুদ্ধি' (সন্দেহ বিনোদিনী বিশুদ্ধি) জ্ঞান ও উৎপন্ন করিবে। কিরূপে উৎপন্ন করিবে? 'পটিচ্চসমুপ্পাদ' কার্য্য জ্ঞানে, প্রকাশ হইলে 'কঙ্খাবিতরণ বিসুদ্ধি' উৎপন্ন হয়, কঙ্খাকে বিচিৎসা বলে, 'অনমতগ্গ' সংসারে পঞ্চ ধাতু উৎপন্ন হইবার কারণ গুলিকে নানা ভাবে নানা প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি উৎপন্ন হইয়া থাকে। রূপ ও নামের 'পটিচ্চ-সমুপ্পাদ' কার্য্যকে যথাভূত না জানিয়া মিথ্যাভূত • মিথ্যাবাদ, নিত্যবাদ, আত্ম বাদে চিত্ত নামিয়া যায়। ইহাই সামান্য বিচিকিৎসা।

'অহোসিন্নু খোহং অতীতমদ্ধানং'—অর্থাৎ আমি অতীতে ছিলাম কি না? ইত্যাদি ধারণা উৎপন্ন হওয়া বিশেষ বিচিকিৎসা। সমস্ত শরীরে চারি প্রকার রূপধাতু, মন দ্বারা চারি ধাতু, ঋতু দ্বারা চারি ধাতু, আহার দ্বারা চারি ধাতু উৎপাদিত হয় এইরূপ জানিবে। পূর্ব্বজন্মের পুরাতন কর্ম্মকে আরম্মণ করিয়া সমস্ত শরীরে নদীর স্রোতের মত অবিচ্ছিন্ন উৎপন্ন হয়। চারি প্রকার কর্ম্মজধাতু প্রত্যেক ক্ষণে মনকে আরম্মণ করিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন উৎপাদিত হয়। চারি প্রকার চিত্তজ ধাতু, ঋতু ও আহার সেরূপ প্রত্যেক ক্ষণে শীত, উষ্ণ, উৎপন্ন হয়। আহারে ও আরম্মণে সেই রূপ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হয়, এইরূপে উদয় জ্ঞান জানিবে।

মন ধাতুতে আশ্বাস প্রশ্বাস আরম্মণকে এবং বস্তুকে আরম্মণ করিয়া নিজের আশ্বাসের সহিত নিজের মন নিজের প্রশ্বাসের সহিত নিজের মন ভিত্তিগাত্রের ছিদ্র মধ্য হইতে সূর্য্যের আলোকে উৎপন্ন সূর্য্য সূত্রের ন্যায়, মৃগ তৃষ্ণার ন্যায় (মন) উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পাঁচ ধাতুর 'পটিচ্চসমুপ্পাদ' জ্ঞানে প্রকাশকে'কঙ্খা বিতরণ বিশুদ্ধি' বা সন্দেহ বিনোদিনী বিশুদ্ধি বলে। ইহাতে নিত্য আত্মজ্ঞান নষ্ট হয়।

(কঙ্খা বিতরণী বিশুদ্ধি সমাপ্ত)।

পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু ও মন এই পাঁচ প্রধান ধাতু। কর্ম্ম, চিত্ত, ঋতু আহার রূপের এই চারিটী কারণ। বস্তু ও আরম্মণ নামের এই দুই কারণ। এই ধর্ম্মকে নামরূপ পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিয়া এই দুই ধর্ম্মের উৎপন্ন হওয়া, ও বিনাশ হওয়া স্বভাবকে জ্ঞানদ্বারা দর্শন করিয়া, রূপ অনিত্য, ক্ষয়ের কারণ, দুঃখ ভয়ের কারণ, অনাত্ম অসার, এই ত্রিলক্ষণ দ্বারা পুনঃপুনঃ স্পর্শ করিয়া বিদর্শন কার্য্য করিবে। এই কার্য্য 'অনিত্যানুদর্শী আশ্বাস পরিত্যাগ শিক্ষা করেন,' এই পালি অনুরূপ আশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যোগ করিয়া বিদর্শন ভাবনা করিবার নীতি। অন্য নীতি কিরূপ?—আশ্বাস প্রশ্বাসকে উপচার কার্য্য করিয়া নিজের পঞ্চস্কন্ধ, রূপ ও নাম ধর্ম্মকে সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা স্পর্শ করিবে। উপচার কার্য্য কি?—সমভাগ করিয়া প্রত্যহ কার্য্য আরম্ভ করিলে, করিবার সময় মন স্থির করিবার পূর্ব্বে আশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিবে। মন স্থির হইলে

নিজের ইচ্ছামত স্কন্ধকে দর্শন করিবে। এই কার্য্য গণনা নীতি হইতে বিদর্শন ভাবনা কার্য্য করিবার সামান্য নীতি।

অনুবন্ধনা স্কন্ধ হইতে, উপচার সমাধি স্থাপনা স্কন্ধ হইতে ও অর্পণা সমাধি ধ্যান কথিত চারি প্রকার স্থাপনার মধ্যে প্রথম ধ্যান হইতে, দ্বিতীয় ধ্যান হইতে, এবং তৃতীয় ধ্যান হইতে বিদর্শন মার্গে আরোহণ। সেইরূপ গণনা স্কন্ধ হইতে উপরে পাঁচ পাঁচ প্রকার মার্গ বিদ্যমান আছে। সেই নিয়ম গুলিকে উপরের কথানুসারে জানিবে। অবশিষ্ট তিন প্রকার বিশুদ্ধি হইবার বিধি। স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞান ও ফলজ্ঞান কি?— বিদ্যা বিমুক্তি। বিদ্যা বিমুক্তিকে স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞান ও ফলজ্ঞান বলা হয়। তাহা উৎপন্ন হইবার বিধি,—অনিত্যানুদর্শী হইয়া আশ্বাস প্রশ্বাসাদির অনিত্য লক্ষণ অভ্যাসকারী যে কোন যোগীর বিদর্শন জ্ঞানে এইরূপেই সেই লক্ষণ-জ্ঞান প্রকাশ হইবে। অনিত্য কি? অনুদর্শন কি? এরূপ বিচার দ্বারা অনিত্যই লক্ষণ, অনুদর্শন করাই জ্ঞান। এই "নামরূপ" ধর্ম্মদ্বয়ের লক্ষণকে জ্ঞান দ্বারা সম্যক্‌রূপে লক্ষ্য করাই লক্ষণ। অথবা অনিত্যতাই ইহার লক্ষণ বলিয়া, অনিত্য লক্ষণ। এই ধর্ম্মদ্বয় অনিত্য লক্ষণ দ্বারা একান্ত সুবিচার্য্য বলিয়াই অনিত্য লক্ষণ। পূর্ব্বপদের ভাব প্রত্যয় লোপ। তাহা কিরূপ? অনিত্য অন্য, অনিত্যতা অন্য। যেমন, গমন ক্রিয়া বলিলে যে কোন ব্যক্তির গমন করাকেই বুঝায়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে গমন ক্রিয়াও ব্যক্তি নহে, ব্যক্তিও গমন ক্রিয়া নহে। ক্রিয়াও অন্য, ব্যক্তিও অন্য। তদ্রূপ

অনিত্যতা যোগে সমস্ত সংস্কৃত বা সংযুক্ত ধর্ম্ম অনিত্যরূপে বিদর্শনজ্ঞানে প্রকাশ হইবে। পরন্তু সেই "নামরূপ" ধর্ম্ম অনিত্যও নহে, সেই ধর্ম্ম অনিত্যতাও নহে, ইহা পরস্পর বিভিন্ন। তবে অনিত্যতা কি? "বৈপরীত্যাকার, জীর্ণাকার, ও ভেদনাকার।" তাদৃশ আকার দর্শন করিয়া তদনুরূপ ধর্ম্ম সমূহে এই সকল ধর্ম্ম অনিত্য এই অর্থে একান্তই জ্ঞানে প্রকাশ হইবে। সেইরূপ অনিত্যতাই এস্থানে লক্ষণ নামে কথিত হয়। তন্মধ্যে অনিত্য ও অনাত্ম এই উভয়ের সংপ্রতি-পীড়নাকারই দুঃখ, ও অবশতা উৎপাদন করে বলিয়া এই অর্থে অনাত্ম। যথা কথিত লক্ষণ দ্বারা অনিত্যতার সহিত অনিত্য ধর্ম্মের, অনিত্য ধর্ম্মের সহিত অনুঅনুপসৃসনা অনিচ্চানুপসৃসনা' অনু অনু দর্শন করাকেই অনিত্যানু দর্শন বলা হয়। অবশিষ্ট লক্ষণ দ্বয় তদ্রূপ জ্ঞাতব্য। এই "নামরূপ" ধর্ম্মদ্বয় স্বভাবতঃ 'আপন আপন লক্ষণে চিরকাল অনন্ত আকাশে স্থিত আছে বলিয়া এইরূপে ধর্ম্মের স্থিতিজ্ঞান প্রকাশিত হইবে। অতঃপর এই "নামরূপ" ধর্ম্মদ্বয়কে বিদর্শন জ্ঞান দ্বারা বিভাগ করিয়া এইরূপ বিচারকরিবে, ইহা 'রূপ', 'নাম' নহে। উহা 'নাম'রূপ নহে। রূপ অনিত্য কার্য্য, নাম অনাত্ম কারণ, উভয়ের সংপ্রতি-পীড়নে (সংঘাতে) দুঃখ ফলের উৎপন্ন হয়। এই দুঃখই একমাত্র দুঃখ সত্য। অনাত্ম নাম কারণই একমাত্র সমুদয় সত্য। রূপ ও নাম এই উভয় অন্ত বর্জ্জন পূর্ব্বক নাম রূপের নিরোধই একমাত্র নিরোধ সত্য বা নির্ব্বাণ।

এই নিরোধের উপায় জ্ঞান আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ ই একমাত্র মার্গ সত্য। এই চারি সত্য দর্শন করিতে করিতে অনিত্য-দুঃখ অনাত্ম পুনঃ পুনঃ ভাবনার সহিত দশবিধ বিদর্শন জ্ঞানের প্রকাশ হইবে। তাহাতে মার্গা-মার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদা-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং "স্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞান বিশুদ্ধি ও ফলজ্ঞান" বিশুদ্ধি এই তিন প্রকার বিশুদ্ধি ধর্ম্ম স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবে। সেই দশ প্রকার বিদর্শন জ্ঞান কি?—'সম্মসন ঞাণং, (১) উদয়ব্বয় ঞাণং, (২(ভঙ্গ ঞাণং, (৩) ভয়ঞাণং, (৪) আদীনবঞাণং, (৫) নিব্বিদঞাণং, (৬) মুচ্চিতুকম্যতাঞাণং; (৭) পটিসঙ্খাঞাণং, (৮) সঙ্খারুপেক্‌খাঞাণং, (৯) অনুলোমঞাণঞ্চেতি'। এই দশ প্রকার বিদর্শন জ্ঞান। তন্মধ্যে,—

(১) 'সম্মসনঞাণং' "সংমর্ষণজ্ঞান"—শরীরস্থিত যাবতীয় ধর্ম্ম অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণযুক্ত হেতু দ্বারা আত্ম জ্ঞানে জানা যায় না। সেই জন্য অনিত্য দুঃখ অনাত্ম এই শব্দত্রয় বারংবার আবৃত্তি করিতে করিতে ত্রিলক্ষণ ভাবনার দ্বারা 'পুনপ্‌পুনমসনং, আমসনং সম্মসনং' পুনঃপুণ মর্ষণ, আমর্ষণ ও পরিমার্জ্জন করিতে হইবে। ঐরূপ করিলে, এই সংমর্ষণ জ্ঞান প্রকাশ হইবে। সংমর্ষণাকারে প্রবর্ত্তিত জ্ঞানকেই সংমর্ষণ জ্ঞান বলা হয়।

(২) 'উদয়ব্বয়ং ঞাণং' "উদয়ব্যয় জ্ঞান" তন্মধ্যে সেই

সেই ক্ষণানুরূপের ও প্রত্যয়ানুরূপের নূতন নূতন ধর্ম্ম সমূহের প্রকাশ, উপর্য্যুপরি বর্দ্ধিত ভাবে এই জ্ঞান প্রকাশ হইবে। অর্থাৎ সেই সেই লব্ধ প্রত্যয় পুরাতন ধর্ম্ম সমূহের অন্তর্দ্ধান হইবে। সমূহের (সমষ্টির) "স্থিতি" ভেদ করিতে করিতে উদয় পক্ষের ও ব্যয় পক্ষের সমানুদর্শন প্রকাশ হওয়াকেই উদয় ব্যয় জ্ঞান বলা হয়। এই উদয় ব্যয়-জ্ঞান বিদর্শন আরম্ভকারী যে কেহ এই জ্ঞান প্রকাশ হইলে তরুণ বিদর্শকের অবভাস ইত্যাদি বিদর্শন জ্ঞানের দশ প্রকার উপক্লেশ যুক্ত সূক্ষ্ম তৃষ্ণা, মার্গের পরিপন্থী (প্রতিকূল) রূপে উপস্থিত হইবে। যোগী তখন অতি সাবধানে ঐ সকল সূক্ষ্ম তৃষ্ণা বলিয়া তাহার প্রতি অনাশক্ত হইয়া অন্তরায় বিমুক্ত হইবে। সেই 'অবভাসা'দির স্বরূপ পরে বর্ণিত হইবে।

(৩) 'ভঙ্গঞাণং' "ভঙ্গজ্ঞান"—পূর্ব্ব কথিত উদয়, ব্যয় পক্ষের মধ্যে উদয় অংশ উপর্য্যুপরি প্রকাশ হইবে। কিন্তু ব্যয় অংশ অপ্রকাশিত থাকিবে। সেই অংশই শ্রেষ্ঠতর ভাগ বলিয়া সম্যক্‌রূপে অনুদর্শনকে ভঙ্গজ্ঞান বলা হয়।

(৪) 'ভয়ঞাণং' "ভয়জ্ঞান"—যোগীর ভঙ্গ দৃষ্টিলাভ হইবে। অর্থাৎ জগতের সমস্ত বস্তুই তিনি ভঙ্গভাবে দর্শন করিবেন। এরূপ ভেদন স্বভাব যুক্ত ধর্ম্ম সমূহের বহু সহস্র শোক, দুঃখ বিষয় ভাব দ্বারা সেই সেই স্থান ভীতিপ্রদ বলিয়া অনুদর্শন হইবে। ইহাকেই ভয়জ্ঞান বলা হয়।

(৫) 'আদিনবঞাণং' "আদীনবজ্ঞান"—যদি কোন ভয়ের বস্তু দৃষ্ট হয়, তবে নিকটে অন্য কোন প্রতি শরণ থাকিলে

ভয় করে না, না থাকিলেই ভয় করিয়া থাকে এইরূপ ভীতিজনক সেই কারণ গুলির অন্য প্রতিশরণাভাব দৃষ্ট হইবে। তাহাকেই আদীনব দর্শন জ্ঞান বলা হয়।

(৬) 'নিব্বিদাঞাণং' "নির্ব্বেদ-জ্ঞান"—কোন স্থানে প্রতিশরণ অভাবেই উৎকণ্ঠিতাকারে এই জ্ঞান দর্শন হইবে। ইহাকেই নির্ব্বেদ-জ্ঞান বলা হয়।

(৭) 'মুঞ্চিতুকম্যতাঞাণং' 'মুক্তি-কাম্যতা-জ্ঞান'—নির্ব্বেদমান যোগীর উৎকণ্ঠা হইতে নিজকে বিমুক্ত করিতে অধ্যবসায়ের সহিত এই জ্ঞান উপস্থিত হইবে। ইহাকে মুক্তি-কাম্যতা-জ্ঞান বলা হয়।

(৮) 'পটিসঙ্খাঞাণং' "প্রতিসংখ্যা বা উপায় জ্ঞান"—প্রধান ভাবে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র মুক্তির জন্য সেই সকল ধর্ম্মের চল্লিশ প্রকার আকার দর্শন করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ বিস্তৃত ভাবে এই জ্ঞান প্রকাশ হইবে। তাহাকে প্রতি সংখ্যা বা উপায় জ্ঞান বলা হয়।

(৯) 'সঙ্খারুপেক্খাঞাণং' "সংস্কার সমূহে উপেক্ষা জ্ঞান"—পুনরায় সেই সকল অনেক আদীনব রাশি ভালরূপে দৃষ্ট হইলে, সংস্কার সমূহ 'নিকন্তি' (সূক্ষ্ম তৃষ্ণা) দ্বারা গৃহীত হইবে। তখন মুক্তির উপায় প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া অধিক মাত্র ব্যাপার না করিয়া সংযম ও দমন করিতে করিতে সংস্কার পরিগ্রহণে মধ্যস্থ আকার সহিত সংস্কার সমূহে ভয় ও নন্দী

পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন ভাবে এই জ্ঞান প্রকাশ হইবে। তাহাকে সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান বলা হয়।

(১০) 'অনুলোম ঞাণং'—"অনুলোমজ্ঞান" উপরোক্ত জ্ঞান উৎপাদিত করিতে করিতে যে কোন যোগীর যোগ্য ভাবদ্বারা অনুলোমশক্তি সম্পন্ন বিদর্শন জ্ঞান উপস্থিত হইলে তাহাকে অনুলোমজ্ঞান বলে। তাহা কিরূপ? লক্ষণত্রয়ের ভাবনা বলে তাহার নিম্নতর জ্ঞান সকল অনুক্রমে উৎপাদিত হইবে। তাহাকে অনুলোম জ্ঞান বলে। এবং পদস্থানে স্থিত জ্ঞানকে পরিকর্ম্ম-ভাবনা দ্বারা তদুপরি জ্ঞান তাহার অনুলোম হইবে। অর্থাৎ সংমর্ষণ হইতে অনুক্রমে অবশিষ্ট জ্ঞান উৎপাদন করা। পুনরায় সংস্কার উপেক্ষা হইতে অনুক্রমে সংমর্ষণ জ্ঞান উৎপাদিত করাকে অনুলোম জ্ঞান বলা হয়। এইরূপে দশপ্রকার-বিদর্শন-জ্ঞান সমাপ্ত। এখন উদয় ব্যয়জ্ঞানে তরুণবিদর্শকের যথা কথিত দশ-উপক্লেশভূত পরিপন্থী ধর্ম্ম সমূহ কি তাহা সংক্ষেপে বলিব,—

'ওভাসো পীতি পসৃসদ্ধি অধিমোক্‌খ চ পগ্‌গহো,
সুখং ঞাণ মুপট্‌ঠান উপেক্‌খা নিকন্তি চেতি।'

তন্মধ্যে,—

(১) 'ওভাসো'—'অবভাস' বলিলে, বিদর্শন চিত্ত সমুত্থিত শরীরের আভা—দীপ্তি। কোন কোন যোগীর পালঙ্ক-স্থান মাত্র উদ্ভাসিত করিয়া 'অবভাস' উৎপন্ন হয়। কাহারও

অভ্যন্তরপ্রকোষ্ঠ,...কাহারও বহিঃপ্রকোষ্ঠ,...কাহারও সমস্ত বিহার,...কাহারও গবুতি (৬৪০ হাত পরিমিত স্থান) অর্দ্ধযোজন,...দুইযোজন,...তিনযোজন ও কাহার পৃথিবীতল হইতে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত একালোকে আলোকিত করিয়া অবভাস উৎপাদিত হয়। কিন্তু ভগবানের দশ সহস্র লোকধাতু (চক্রবাল) উদ্ভাসিত করিয়া অবভাস উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহাই অবভাসের বাস্তু।

(২) 'পীতি'—"প্রীতি" বলিলে, ক্ষুদ্রিকা, ক্ষণিকা, অবক্রান্তিকা, উদ্বেগা ও স্ফুরণা, এই পঞ্চবিধ প্রীতি বুঝায়। তখন সেই প্রীতি তাহার সমস্ত শরীর পূর্ণ হইয়া উৎপাদিত হয়।

(৩) 'পস্সদ্ধি'—'প্রশ্রদ্ধি' বলিলে,—বিদর্শনা প্রশান্তি। সেই যোগীর সেই সময়ে রাত্রি বা দিবা স্থানে উপবিষ্ট হইলে কায় ও চিত্তের দরথ বা দুঃখ অনুভূত হয় না। ভারবোধ, কর্কশতা, অকর্ম্মণ্যতা, দুর্ব্বলতা, ও বক্রতা প্রভৃতি থাকে না। তখন তাঁহার কায়চিত্ত প্রশান্ত, লঘু, মৃদু, কর্ম্মজ্ঞ, সুবিশদ এবং ঋজু হয়। তিনি প্রশান্তি প্রভৃতির দ্বারা অনুগৃহীতকায় ও চিত্ত হইয়া, সেই সময় অমানুষিক রতি অনুভব করিয়া থাকেন।

(৪) 'অধিমোক্খ'—"অধিমোক্ষ" বলিলে,—শ্রদ্ধাধিমোক্ষ।

(৫) 'পগ্গহো'—"প্রগ্রহ"—বলিলে,—বীর্য্য; তখন

সেই যোগীর বিদর্শন চিত্ত সম্প্রযুক্ত অতি শীতল সুগৃহীত বীর্য্যবল উৎপন্ন হয়।

(৬) 'সুখং'—'সুখ'—বলিলে,—বিদর্শন চিত্ত সম্প্রযুক্ত সৌমনস্য।

(৭) 'ঞাণং'—"জ্ঞান" বলিলে,—বিদর্শনজ্ঞান। কথিত আছে যে, সেই যোগী রূপারূপ ধর্ম্ম তুলনা ও সিদ্ধান্ত করিতে করিতে বিশিষ্ট ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্নবেগে তীক্ষ্ণশূর অতি বিশদ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

(৮) 'উপট্‌ঠানং'—"উপস্থান" বলিলে—স্মৃতি; তখন যোগীর বিদর্শন সম্প্রযুক্ত হইয়া নিখাত অচল পর্ব্বতরাজ সদৃশ স্মৃতি উৎপন্ন হয়। সেই যোগী, যে যে স্থান স্মরণ করেন বা মনোনিবেশ করেন, তাঁহার সেই সেই স্থান ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইয়া দিব্য-চক্ষুস্মানের পর লোকদর্শনের ন্যায় স্মৃতি উপলব্ধি হইয়া থাকে।

(৯) 'উপেক্‌খা'—"উপেক্ষা" বলিলে, তত্র মধ্যস্থতা উপেক্ষা ও ধ্যান উপেক্ষা।

(১০) 'নিকন্তী'—"ইহা সেই 'অবভাসা'দির সহিত বিদর্শন হইতে আলয় করিয়া সূক্ষ্ম তৃষ্ণা।" এই দশপ্রকারই একমাত্র বিদর্শনের উপক্লেশ। 'অবভাস' প্রভৃতি যোগীর বিষয়ভূত হইবার হেতু এই সকল উপক্লেশ নামে কথিত হয়। সেই উপক্লেশ সকল উৎপাদিত হইলে যোগী তখন ভাবেন

আমার ইতিপূর্ব্বে ঐরূপ 'অবভাস' উৎপন্ন হয় নাই। ঐরূপ প্রীতি,...উপেক্ষা ইত্যাদি ইতিপূর্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই, আমি নিশ্চয়ই মার্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপে অমার্গে মার্গ সংজ্ঞা, অফলে ফল সংজ্ঞা, উৎপাদিত করে। তখন ব্যর্থ যোগী নিজের মূল কর্ম্ম স্থান বিসর্জ্জন করিয়া অধিমান-দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া বিচরণ করে। পুণরায় ব্যর্থ যোগী তাবৎ মাত্র স্মৃতি লাভ করিয়া এখন এই সকল 'অবভাস' প্রভৃতিতে ইহা আমি, উহা আমার, এবং ইহাই আমার আত্মা এই সকল চিত্তেরই প্রবৃত্তি মূলক বা কামনা বলিয়া জানিবে। তখন যোগী বিচার করিবে লোকোত্তর ধর্ম্ম বলিলে, এইরূপ কাম্য-বস্তু নহে। নিশ্চয়ই আমার ক্লেশ-বস্তু উৎপাদিত হইয়াছে। ইহারা বর্দ্ধিত হইয়া আমাকে নির্ব্বাণ মুখ হইতে পাতিত করিয়া পুনরায় সংসার-বর্ত্ত মুখে যোজিত করিবে। তখন সেই ক্লেশ-বস্তু সমূহে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, এই ত্রিলক্ষণ আরোপণ করিবে, এবং 'অবভাসাদির' আলয় সূক্ষ্ম তৃষ্ণা হইতে বিশোধন করিবে। অতঃপর যথা প্রবর্ত্তিত বীথিকে প্রতিপাদন করিব এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই 'অবভাসাদিকে' এইরূপ গ্রহণ করিতে হইবে;—আমার এই 'অবভাস' ইত্যাদি অনিত্য-ক্ষয়শীল, দুঃখ-ভয়শীল, ও অনাত্ম—সারহীন জানিয়া পুনরায় অনিত্য,-দুঃখ,-অনাত্ম, বারংবার স্মরণ পূর্ব্বক স্মৃতি উপস্থিত করিবে। এই সকল 'অবভাস' ইত্যাদি বিদর্শন উপক্লেশ ভূত সমস্ত পরিপন্থী ধর্ম্মকে পরিপন্থী ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে।

পরে ভেদ পূর্ব্বক বিচার করিবে, ইহা সূক্ষ্ম তৃষ্ণা, ইহার বর্দ্ধিত হইয়া আমাকে নির্ব্বাণ মুখ হইতে পাতিত করিয়া পুনর্ব্বার সংসার-বর্ত্তমুখে যোজিত করিবে। আবার সেই সকল ক্লেশের প্রতি ত্রিলক্ষণ আরোপ করিয়া 'অবভাস' ইত্যাদির আলয় সূক্ষ্ম তৃষ্ণা বিশোধন করিবে। পরে যথা কথিত বীথি প্রবর্ত্তিত বিদর্শন বীথিকে প্রতি পাদন করিব এই বলিয়া সেই 'অবভাস' ইত্যাদি অনিত্য-ক্ষয়শীল, দুঃখ-ভয়শীল, অনাত্ম-সারহীন, এইরূপ 'অবভাস' ইত্যাদিতে বিদর্শন উপক্লেশ যুক্ত পরিপন্থী ধর্ম্ম সমূহ গ্রহণ করিয়া তাহাদের পরিগ্রহণ ভেদ পূর্ব্বক উহা সূক্ষ্ম তৃষ্ণা জানিয়া স্থিত, উৎপন্ন মার্গামার্গ লক্ষণ ব্যবস্থাপন জ্ঞানকে মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি নামে কথিত হয়। পূর্ব্বোক্ত অমার্গ যুক্ত 'অবভাস' প্রভৃতিতে মার্গ সংজ্ঞা মল হইতে, এবং যথা কথিত সূক্ষ্ম তৃষ্ণা বিষ্কম্ভণ দ্বারা এরূপ অবভাসাদি প্রতি বন্ধক হইতে পরিশুদ্ধি কে, শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধি বলে। এই দশবিধ বিদর্শন জ্ঞানের উপক্লেশ বর্ণনার সহিত মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি সমাপ্ত। তাহা জানিয়া পুনর্ব্বার 'পাটিপদাঞাণদস্সনবিসুদ্ধি' "প্রতি পদাজ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি"—লাভের জন্য বিদর্শন ভাবনা চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা কিরূপ? যথা কথিত সংমর্ষণ ইত্যাদি জ্ঞান বিশেষ আরম্মণ করা ও কার্য্যকরাকে প্রতিপদা-জ্ঞান দর্শন বলিয়া কথিত হয়। বিদর্শন-জ্ঞান পরম্পরা যুক্ত মার্গের পূর্ব্ব ভাগ। এই দশবিধ বিদর্শন জ্ঞানকে পুনঃ পুনঃ

চিন্তা করিলে নিত্য সংজ্ঞা প্রভৃতি অজ্ঞান-মল হইতে তাহার বিশুদ্ধি লাভ হইবে। এইরূপে বিশুদ্ধি লাভের পর পুনরায় 'ঞাণদস্সনবিসুদ্ধি' ও জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি লাভের চেষ্টা করিবে। জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি কি? বিদর্শন স্রোতে পতন হইলে বিদর্শন বলিয়া সংজ্ঞা গৃহীত হয়। স্রোতা-পত্তি-মার্গ, সাকৃদা-গামী-মার্গ, অনাগামী-মার্গ ও অর্হৎ-মার্গ। এই চারি মার্গে সম্যক্ জ্ঞানকে-জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি বলা হয়। এইরূপে বিদর্শন স্রোতে পতিত হইয়া আর্য্য-মার্গ-জ্ঞান দর্শন দ্বারা সম্মোহ-মল হইতে বিশুদ্ধ হইয়া পরম-বিশুদ্ধি—অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ ঘটিবে। ইহাকেই জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি বলা হয়। কিন্তু এই স্থানে শ্রুতময় প্রভৃতি জ্ঞান দ্বারা অনুমান সিদ্ধ জ্ঞানকেও জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। তাহা প্রতিক্ষিপ্ত করিয়া অর্থ-প্রত্যক্ষ-জ্ঞান গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বার্থ দর্শন গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে বিদর্শন কর্ম্মস্থান ভাবনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

এই সকল কথা গুলি অর্থ কথা গ্রন্থে সূত্রানুলোমের অনুসারে 'আনাপান স্মৃতি' সূত্রকে পালি গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। আশা করি সাধুজনেরা এই পরম-বিশুদ্ধি লাভের জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবেন না।

সমাধি ও বিদর্শন কর্ম্ম স্থান ভাবনা নির্দ্দেশ সমাপ্ত।

নিব্বানপচ্চয় হোতু।

আনাপান দীপনী গ্রন্থ সমাপ্ত।

"আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ" সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

১। ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় মাননীয় ডাক্তার স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জী সরস্বতী সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী (K. T. C. I. E.) মহোদয়ের পত্র —

Madhupur, E. I. R.
The 23rd October, 1923.

DEAR SIR,

Please accept my best thanks for the extremely interesting book you have sent me.

Yours truly,
Sd. ASHUTOSH MOOKERJEE.

২। বঙ্গীয় কার্য্যকারী সমিতির সদস্য ও কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মাননীয় স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের পত্র —

14, Bulloram Ghoses Street, Calcutta.
The 7th April, 1924.

DEAR Mr. BARUA,

Yours of the 1st instant.

I received your book while I was on tour with the Lee Commission and read some chapters of it with much pleasure and profit.

Your sincerely,
Sd. B. N. BOSE.

৩। মাননীয় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বেজ্‌বড়ুয়া মহোদয়ের পত্র —

Sambalpur,
(Bihar and Orissa.)
The 9th April, 1924.

DEAR SIR,

I am extremely thankful to you for your kindly sending me a copy of your "Arya-Astangik-marga" I am going through it carefully and am delighted to find it very well done; so far, I am sure, your endeavour has been quite successful. I have not finished reading.

With regards
Yours faithfully,
Sd. L. K. BEZ BARUA.

৪। রেজিষ্ট্রেসন বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল রায় মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখার্জ্জী বাহাদুর এম, এ, মহোদয়ের পত্র —

30, Harrison Road, Calcutta.
The 22nd May, 1924.

DEAR SIR,

I am in receipt of your letter of 5th May and the copy of the book on the Noble Eightfold Path compiled by you. I first read of this Path in Sir Edwin Arnold's "Light of Asia" * * * I can honestly say that your efforts in compiling this treatise will be useful to those for whom it is specially intended

and also for the general readers, who want to study Buddhism in detail ... ...

Your sincerely,
Sd. P. N. MOOKHERJEE.

৫। ভারত গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরিয়ান মহোদয়ের পত্র —

Government of India,
Imperial Library, Calcutta.
The 6th *June*, 1924.

DEAR SIR,

I have much pleasure in acknowledging receipt of a copy of your work entitled "Arya-Ashtangik marga". I have no doubt that your book will be appreciated by all students of ancient culture, comparative religion and philosophy.

Yours truly,
Sd. J. A. N. FLEDUEFLI,
Offg. Librarian.

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই (C. I. E.) মহোদয়ের পত্র —

কলিকাতা।

১৯শে এপ্রিল, ১৯২৪।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত "আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ" খানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। বইখানি বৌদ্ধদর্শনের একটি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। আপনাকে ধন্যবাদ।

ভবদীয়

(স্বাক্ষর) শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭। পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব প্রতিষ্ঠিত সারস্বত মঠ হইতে সম্পাদিত আর্য্য-দর্পণের সম্পাদক শ্রীমৎ বরদা ব্রহ্মচারী মহোদয়ের পত্র —

সারস্বত মঠ, যোরহাট,

পোঃ কোকিলামুখ, ৮।১

সুচরিতেষু,

* * * আপনার প্রেরিত "আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ" আমরা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইতি

বিনীত

(স্বাক্ষর) শ্রীবরদা ব্রহ্মচারী।

৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিজয়ানন্দ মহোদয়ের পত্র —

The Ramkrishna Math
Belur P. O. Howrah.
The 5th June, 1924.

মাননীয়েষু,

* * * শ্রীবুদ্ধভগবানের বাণী বাংলা ভাষায় খুব কমই পাওয়া যায়। আপনার গ্রন্থে সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইবার আশা আছে। * *

বিনীত
(স্বাক্ষর) স্বামী বিজয়ানন্দ।

৯। মাননীয় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, (K. T., M. A., L. L. D., C. I. E.) মহোদয়ের পত্র —

Prasadpur,
20, Sury Lane, Calcutta.
The 16th June, 1924.

DEAR SIR,

* * * I have to acknowledge receipt of your book mentioned therein and to say that it contains promise of success as an author * * *

Yours faithfully,
Sd. DEVAPRASAD SARVADHIKARY.

১০। সদ্ধর্ম্মব্রত শ্রীযুক্ত হরিপদ চৌধুরী মহোদয়ের পত্র —

২০৬ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

৯ই জুলাই, ১৯২২ ইংরেজী।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

আপনার প্রেরিত "আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ" পুস্তক পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। * * এই পুস্তক আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন এবং দুর্জ্ঞেয়, পুস্তকখানা ভাল করিয়া বুঝিয়া পাঠ করিতে বোধ হয় ২।৩ মাস সময় লাগিবে, * * হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে কোন স্থানে এই সকল উপদেশ নাই, তবে কিছু কিছু "পাতঞ্জল" দর্শনে আছে। কিন্তু উক্ত পাতঞ্জল ঋষিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হিন্দু ঋষি বলিয়া বর্ণনা করেন না, তাঁহাকে বৌদ্ধ পণ্ডিত বা বৌদ্ধ ঋষি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইতি

(স্বাক্ষর) শ্রীহরিপদ চৌধুরী।

কলিকাতা।

৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩১।

১১। হিতবাদী — আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ। * * ইহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাধন মার্গ, — স্বরূপ, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ সাধনার প্রকার দার্শনিক তত্ত্ব সহকারে বিবৃত হইয়াছে। * * বৌদ্ধ ধর্ম্মের পারিভাষিক শব্দগুলির ব্যবহারে পুস্তকখানি সাধারণের সুখ পাঠ্য না হইলেও যাঁহারা ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের সাধন তত্ত্বের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস।

Minto Press, Chittagong.

১২। **বঙ্গবাসী** — আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ। মার্গাঙ্গদীপনী নাম্নী ব্যাখ্যাসহ। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত। ... ... আর্য্য-অষ্টাঙ্গ-মার্গ নির্ব্বাণ লাভের একমাত্র উপায় — ইহাই বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। এই অষ্টমার্গ কয়েকটী এই, সম্মা দিট্‌ঠি — সম্যক্ দৃষ্টি। সম্মা সঙ্কপ্পো, — সম্যক্ সঙ্কল্প। সম্মা বাচা, — সম্যক্ বাক্য। সম্মা কম্মান্তো, — সম্যক্ কর্ম্মান্ত। সম্মা আজীবো, — সম্যক্ আজীব। সম্মা বায়ামো, — সম্যক্ ব্যায়াম। সম্মা সতি, — সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্মা সমাধি, — সম্যক্ সমাধি। এই পুস্তকে এই আটটী তত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং এতদন্তে "আনাপান-দীপনী" বা শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে সমাধি ও বিদর্শন ভাবনা" বিনিবিষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ দর্শনানুরাগিগণের পক্ষে এ পুস্তক নিশ্চিতই পরম উপাদেয়। কাগজ ছাপা উত্তম। ২৮শে চৈত্র, ১৩৩১।

১৩। **প্রবাসী** — আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ — (মার্গাঙ্গদীপনী নাম্নী ব্যাখ্যাসহ) এবং আনাপান-দীপনী (বা শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে সমাধি ও বিদর্শন ভাবনা ; ডাক্তার শ্রীবীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত। ...

গৌতম বুদ্ধ নির্ব্বাণ প্রাপ্তির যে পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার নাম "আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ" পালি পিটকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই মার্গের বিবরণ পাওয়া যায়। বঙ্গভাষায় এ বিষয়ে আর কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। ডাক্তার বড়ুয়াই সর্ব্ব প্রথমে এই প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। ... ... পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মৌলিকতত্ত্ব জানিতে পারিবেন। আশ্বিন, ১৩৩১।

১৪। **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** — আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ। ডাঃ শ্রীবীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত।

বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশ-গ্রন্থ ত্রিপিটকে নির্ব্বাণ-হেতুভূত 'সম্যক্ দৃষ্টি' প্রভৃতি যে আটটী উপায় নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, উহারই নাম "আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ"। উহার মূল মাগধীভাষায় লিপিবদ্ধ। গ্রন্থকার সেই মূল মাগধী ভাষা হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া তন্নিম্নে উহাদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং 'মার্গাঙ্গ-দীপনী' নামক স্বরচিত এক বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্বারা দার্শনিক তত্ত্বালোচনা সহকারে বাঙ্গালা ভাষায় মূল বিষয়টির তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়াছেন। বিষয় গুরুত্বে ও পারিভাষিক শব্দের বাহুল্যে ব্যাখ্যানটী সাধারণের পক্ষে তত সুখবোধ্য না হইলেও আমরা গ্রন্থকারের প্রশংসা না করিয়া পারি না; কারণ বাঙ্গালা ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থের একান্তই অভাব ছিল। গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রচার দ্বারা সেই অভাব মোচন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের মহোপকার সাধন করিলেন।

"আনাপান-দীপনী" নামক "আনাপান-সতির" একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাও এই গ্রন্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পাতঞ্জল যোগ-দর্শনের সহিত ইহার অনেক মিল দেখা যায়। ইহা ছাড়া গ্রন্থকার ১৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় গ্রন্থোক্ত মূল বিষয়গুলির একটা ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আষাঢ়, সাল ১৩৩২।

১৫। **ব্রহ্মি** — আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ; — মার্গাঙ্গদীপনী-নাম্নী ব্যাখ্যাসহ)। ডাক্তার শ্রীবীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া কর্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত। ... ... মাগধী ভাষায় রচিত 'ত্রিপিটক' গ্রন্থে সন্নিবেশিত 'আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ' ও তাহার 'মার্গাঙ্গ-দীপনী' ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে ধর্ম্মের অষ্টাঙ্গ এই, — (১, সম্মাদিট্‌ঠি (সম্যক্ দৃষ্টি), (২) সম্মা সঙ্কপ্‌পো (সম্যক্ সঙ্কল্প), (৩) সম্মা বাচা (সম্যক বাক্য), (৪) সম্মা কম্মান্তো (সম্যক্ কর্ম্মান্ত), (৫ সম্মা-আজীবো (সম্যক্ আজীব), (৬ সম্মা বায়ামো (সম্যক্ ব্যায়াম), (৭, সম্মাসতি (সম্যক্ স্মৃতি), (৮) সম্মা সমাধি (সম্যক্ সমাধি)। ইহাই প্রথমাংশের ব্যাখ্যাত বিষয়। দ্বিতীয়াংশে

আনাপান-দীপনী (শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে সমাধি ও বিদর্শন ভাবনা) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বঙ্গভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা অধিক পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার, বৌদ্ধ দর্শনের অষ্টাঙ্গ সাধন বিষয়ক গূঢ় মর্ম্ম বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ভাষা ও ভাব সরল করিবার চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের জটিল পারিভাষিক শব্দগুলি সরল করা অসম্ভব; এই কারণে গ্রন্থখানার আদ্যন্ত পাঠ করা ধৈর্য্য-শালী ব্যক্তির কার্য্য। বৌদ্ধ মতের সাধন তত্ত্ব জানিতে চাহিলে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ইহা পড়িতে হইবে। পাঠক দেখিবেন, পাতঞ্জলের মতের সহিত ইহার কোন কোন মতের সাদৃশ্য আছে।

এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। বৌদ্ধ সমাজে অনেক কৃতীপুরুষ আছেন, তাঁহারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে ভাল হয়। ভরসা করি, গ্রন্থকারের উদ্যম এই গ্রন্থেই পর্য্যবসিত হইবে না; আমরা তাঁহার নিকট আরও অনেক পাইবার আশা করি। আষাঢ়, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ। আগরতলা ত্রিপুরা রাজ্য।

16. **Sahakar**—(The Oriya monthly magazine.)

"আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ"—By Dr. Birendra Lal Barua. Buddhism that religion of Humanity is again reappearing in the World. The present book deals with the eight ways that lead to Salvation. The book is well written and no doubt it will be, well received by the general public. August, 1925. Cuttack.

১৯। বড়লাট কাউন্সিল-অব-ষ্টেট সভার সদস্য ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনের প্রবীণ অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ. মহোদয়ের অভিমত —

COUNCIL OF STATE,

12, Cart Road,
Simla,
Sept. 17, 25.

I have gone through Mr. Birendra Lal Barua's "Arya-Ashtangic-Marga" of which he has been good enough to send me a copy. It contains in Bengali an authoritative exposition of the essentials of Buddhism. Mr. Barua has done a service to the Bengali public and particularly to his Hindu brethren by presenting in a small compass the fundamental principles of a religion which unfortunately, is not very well understood now-a-days in the land of its birth.

(Sd) KHAGENDRA NATH MITTER, M A,
Senior Professor of Philosophy.
Presidency College,
Calcutta.

ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা,
বঙ্গাব্দ ১৩৩১ সাল ২০শে চৈত্র।

২০। ঢাকুরিয়া পাবলিক্ লাইব্রেরীর সম্পাদক মহোদয়ের অভিমত —

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত "আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ" নামক পুস্তকখানি পাইয়া ধন্য হইয়াছি। আজ মহাত্মা যে ত্যাগ মন্ত্র দীক্ষা দিতেছেন ; রাজকুমার

সিদ্ধার্থ বহুপূর্ব্বে তাঁহার উদার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাত্মা আজ তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশে যে সাড়া আনিয়াছেন মনে হয় এই সময় এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার আবশ্যক; আশা করি সুধী পাঠকবৃন্দ এই পুস্তক পাঠে প্রাণে শান্তি অনুভব করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ পুস্তকের প্রচার করিয়া দেশের যে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, বলাই বাহুল্য। ইতি—

ভবদীয়,
(স্বাক্ষর) শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।
সম্পাদক।

The Ramkrishna Vedanta Society
11, Eden Hospital Road,
(Central Avenue)
Calcutta
The 6th July, 1925.

President, Swami Abhedananda.

২১। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহোদয়ের অভিমত —

আপনার প্রেরিত "আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ" পুস্তকখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। * * * আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। এরূপ সরল বাঙ্গালা ভাষায় যদি আপনি প্রধান প্রধান বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি মূল Pali Text সহ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন তাহা হইলে জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে। বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ গ্রন্থের চর্চ্চা সাধারণের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। তাহার কারণ পুস্তকাভাব। আশা করি আপনি সেই অভাব দূর করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের উচ্চভাবগুলি প্রচার করিয়া সকলের উপকার করিবেন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী,
(স্বাক্ষর) অভেদানন্দ।

Boilgachi Noor Library
P. O. Rajibpur
24 Pargana, 8-4-25

২২। বৈলগাছি নুর লাইব্রেরীর সম্পাদক মহোদয়ের অভিমত —
মহাশয়,

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে জানাইতেছি যে আপনাদের প্রেরিত "আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ" নামক পুস্তকখানি যথা সময়েই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের শুধু নামটাই এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি। তাঁহাদের কার্য্য কলাপ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক অহিংসা পরম ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই জানিতাম না। এক্ষণে আপনাদের পুস্তকখানি পাঠ করিয়া উক্ত ধর্ম্মের সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিতেছি। অনেকেই নিত্য পুস্তকখানি আগ্রহে পাঠ করিতেছেন।

(Sd) SHAIKH ABDUL RASHID.

Kamar Diar Nator P. O.
K. B. Union Library.
Rajshahi 11-1-32-B. S.

২৩। রাজসাহী কে, বি, ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সম্পাদক মহোদয়ের অভিমত —
মহাশয়,

আপনার প্রেরিত "আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ" ও পত্র পাইয়াছি। পুস্তকখানি বেশ। উহা আমাদের গ্রামের বৃদ্ধদের হাতে হাতে খুব ঘুরিতেছে। তাঁহারা উহা পাঠে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন।

আমার সম্বন্ধে আমি এ প্রকার পুস্তক এই নূতন পড়িলাম। একটু দুর্জ্ঞেয় হইলেও ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করিলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।
নিবেদন, ইতি —

Yours truly,
(Sd) JYOTINDRA KUMAR BHADURY.

নমো ত্রিরত্নায়।

বি, এল, বড়ুয়া এণ্ড কোং
মিনার্ভা মেডিকেল হল,
সিলভার ষ্ট্রীট, আকিয়াব।

মহাশয়,

জরা, ব্যাধি, মরণাদি প্রপীড়িত জীবগণকে পরমশান্তি নির্ব্বাণ পদ প্রদান মানসে ভগবান্ তথাগত সম্যক্সম্বুদ্ধ যে নূতন আর্য্যমার্গ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তদ্ভিন্ন দুঃখ মুক্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই। কিন্তু ইহা মাগধী ভাষায় লিখিত, এবং ইহার টীকা টিপ্পনীও সে ভাষায় লিপিবদ্ধ। বর্ম্মা, সিংহল, শ্যাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে এই সকলের বহুল প্রচার থাকিলেও, বাঙ্গালা দেশে বঙ্গবাসী বৌদ্ধগণের ইহা সম্পূর্ণ অগোচর। তাই তাহাদের বোধ সৌকর্য্যার্থে বাঙ্গালা ভাষায় "মার্গাঙ্গ দীপনী" নামে আর্য্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গের এক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিলাম। যাঁহারা কর্ম্মস্থান ভাবনায় পক্ষপাতী তাঁহাদের সুবিধার জন্য "আনাপান-দীপনী" নামক 'আনাপান্ সতি'র ব্যাখ্যা ও ধ্যানপ্রণালীও ইহার সহিত সংযোজিত করিলাম। বঙ্গভাষায় ইহা এক অভিনব গ্রন্থ। এইরূপ গ্রন্থ পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। আশা করি আপনি ইহার এক কপি ক্রয় করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিবেন। মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

নিবেদক
শ্রীবীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া।